তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্ম স্বরূপ

"যাঁহা হইতে নিশ্চয় সত্তা আর কি আছে, এই [illegible] এই বিশ্বের সৃষ্টি কর্ত্তা এবং রচনা কর্ত্তা, [illegible] সামান্যরূপে ও বিশেষ রূপে এই [illegible] বাহ্যের তাবৎ বস্তু জানিতেছেন। যিনি [illegible] তাঁহাকে জ্ঞান [illegible] ভিন্ন আর কি [illegible] অতএব তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলাতে কেহ এমত মনে করিবেন না যে তিনি আমারদিগের মনের মত কোন পদার্থ। যিনি "মনের মন" যিনি মনকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কদাপি মনের মত কোন পদার্থ নহেন; তিনি জড় কি মন তাবৎ হইতে ভিন্ন পদার্থ, তিনি তাবৎ হইতে শ্রেষ্ঠ পদার্থ। সেই পদার্থকে আমরা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া লক্ষ্য করি। জড়-[illegible] যে সকল গুণ আছে, তাহা তাঁহাতে নাই; মনের যে সকল বৃত্তি আছে, তাহা তাঁহাতে নাই; তাঁহা হইতে এই গুণ সকল— এই বৃত্তি সকল সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার যে প্রকার আশ্চর্য্য স্বভাব, তাঁহার যে সকল আ-[illegible] গুণ, তাহা আমরা কি প্রকারে লক্ষ্য করিব; যাঁহা হইতে প্রীতি বৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহার প্রীতির ভাব আমরা কি প্রকারে গ্রহণ করিব? যিনি পিতা মাতার মনে অপূর্ব্ব স্নেহ সৃষ্টি [illegible] তাঁহার স্নেহ [illegible]

যেমন আমরা নিশ্চিত জানি যে তিনি আমারদিগকে জানিতেছেন, তেমনই আমরা নিশ্চিত জানি যে তিনি আমারদিগকে প্রীতির সহিত জানিতেছেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানি যে তাঁহার যে সেই অনুপম উদার প্রীতি তাহা আমারদিগের এই মানসিক প্রীতি বৃত্তির ন্যায় নহে। যাঁহা হইতে মনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার কি আশ্চর্য্য জ্ঞান, যাঁহা হইতে প্রীতি বৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার কি আশ্চর্য্য প্রীতি এবং তাঁহার কি অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল-স্বরূপ।

হা! আমি কি করিতেছি। সেই অনির্ব্বচনীয় স্বরূপকে বচনের অধীন করিতেছি, সেই অচিন্তনীয় পদার্থকে চিন্তার বিষয় করিতেছি। ইহা হইতে আর অসাধ্য ব্যাপার কি আছে?

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।"

"মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপকে যিনি জানিয়াছেন তিনি আর কদাপি ভয় প্রাপ্ত হয়েন না।"

বিসুবিয়স নামক আগ্নেয়গিরি

কোন কোন পর্ব্বতের শিখরদেশে অতি গভীর গহ্বর থাকে, তদ্দ্বারা মধ্যে মধ্যে ধূম ভস্ম, অগ্নিশিখা, প্রস্তর, কর্দ্দম, উষ্ণ জল ও ধাতুনিস্রব মহাবেগে নির্গত হয়; এই সকল পর্ব্বতের নাম আগ্নেয় পর্ব্বত। এই সমুদায় নির্গত হইবার সময়ে যে প্রকার ভয়ানক ব্যাপার হয়, তাহা দর্শন করিলে চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইতে হয়। এই সমস্ত বস্তু প্রচণ্ড বেগে নিঃসৃত হইয়া কত কত গ্রাম ও নগর একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ভূমণ্ডলে ন্যূনাধিক দুইশত আগ্নেয় গিরি আছে; তন্মধ্যে আশিয়া খণ্ডে ৬৬, ইউরোপ খণ্ডে ১৩, এবং আমেরিকা খণ্ডে ১১৬ টা।

আগ্নেয় গিরি হইতে ধূম, ভস্ম, অগ্নিশিখাদি নির্গত হওয়াকে তাহার অগ্ন্যুৎপাত বলে। নিয়তই যে অগ্ন্যুৎপাত হয় এমত নহে। কত কত আগ্নেয় পর্ব্বত শত শত বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ থাকে, কোন কোন টা অল্পকাল নির্ব্বাণ থাকিয়াই পুনর্ব্বার অগ্নি উদ্গিরণ করে, আর কতক গুলি একেবারেই নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে বোধ হয়। সকল আগ্নেয় পর্ব্বত হইতেই যে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় দ্রব্য নির্গত হয় তাহাও নয়। যে সকল পর্ব্বত হইতে অত্যুষ্ণ ধাতুনিস্রব নিঃসৃত হয়, তাহাদের [illegible] নহে. ভস্ম, প্রস্তর, উষ্ণজল, কর্দ্দম [illegible] সমুদায় বস্তুই অনেক আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যত ঊর্দ্ধে বরফ থাকিতে পারে, তত ঊর্দ্ধে যে সকল আগ্নেয় গিরির গহ্বর থাকে, তাহা হইতে অধিক প্রমাণ জল নিঃসৃত হয়। ইহাতে পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, অগ্ন্যাদি নির্গমন কালে বরফ দ্রব হইয়া জলের ভাগ বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণ আমেরিকাতে কোটোপাক্সি নামে এক অত্যুচ্চ আগ্নেয় গিরি আছে, এক এক সময়ে তাহার গহ্বর-স্থিত ও তৎ পার্শ্বস্থিত বরফ সমুদায় দ্রব হইয়া এ প্রকার প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়, যে তদ্দ্বারা কত কত [illegible] নগর ও গ্রাম প্লাবিত ও ভগ্ন হইয়া যায়। একবার তথা হইতে প্রায় ৪০ ক্রোশ দূরে একখান গ্রাম এই উৎপাতে সম্পূর্ণ জলাকীর্ণ হইয়াছিল।

পদার্থবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা এই পর্ব্বতাগ্নি উৎপত্তির যে সকল কারণ দর্শাইয়া থাকেন, তাহা সংগত বটে। পৃথিবীর গর্ভে

নানা প্রকার ধাতু এবং গন্ধক প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ নিহিত আছে, কোন স্থান হইতে জল আসিয়া তাহার উপর পড়িলেই অগ্নি উৎপন্ন হয়।' এই পর্ব্বতাগ্নি উৎপাদনার্থে যে জলের অপেক্ষা রাখে ইহা অত্যন্ত সম্ভাবিত; কেন না আগ্নেয় গিরির গহ্বর হইতে অগ্ন্যাদি নির্গত হইবার সময়ে বিস্তর জল ও জলীয় বাষ্প নিঃসৃত হয়। এই প্রকারে অগ্নি উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বোক্ত ভূমি-গর্ভস্থ বস্তু সমস্ত বিস্ফারিত, পরস্পর ঘর্ষিত ও বিলোড়িত হইতে থাকে। ইহাতে পৃথিবীর অভ্যন্তর বিচলিত এবং তাহার উপরিভাগ কম্পিত হইয়া ভূমিকম্প উপস্থিত হয় এবং অগ্নি দ্বারা ঐ সকল দাহ্য দ্রব্যের আয়তন এত বৃদ্ধি হয়, যে তথায় যথেষ্ট স্থান না পাইয়া ভূমি ভেদ করিয়া উঠে। ঐ সমুদায় দাহ্য দ্রব্যের উপরিভাগে যত পদার্থ থাকে, তাহা অগ্নির তেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে আসিয়া পর্ব্বতাকার হয়; এবং পূর্ব্বোক্ত দাহ্য পদার্থ সমুদায় সেই পর্ব্বত বিভেদ করিয়া উত্থিত হয়। এই রূপে আগ্নেয় গিরির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইটালির অন্তঃপাতি নেপল্‌স নগরের নিকটে এইরূপে এক অভিনব আগ্নেয় গিরি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম নবগিরি। পূর্ব্বে তৎপ্রদেশে মধ্যে মধ্যে ভূমি কম্প হইত; পরে উক্ত বৎসর ২৭ সে ও ২৮ সে সেপ্টেম্বরের ২০ ঘণ্টার মধ্যে অন্যূন ২০ বার ভূমিকম্প হয়। পরদিবস সূর্য্যাস্তের দুই ঘণ্টা পরে এক বৃহদ্‌গহ্বর উৎপন্ন হইয়া প্রস্তর, ধাতুনিস্রব, জল সম্বলিত ভস্ম ও অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। নেপল্‌স নগরে রাশি রাশি ভস্ম আসিয়া পতিত হইল, এবং পিউজোলি নামে যে এক নগর নিকটে ছিল, তন্নিবাসিরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ঐ প্রদেশ সমুদ্রের সন্নিকট, একারণ তাহার তট উচ্চ হইয়া উঠিল, এবং তট হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রের জলও শুষ্ক হইল। এই পর্ব্বত ২৯৩ হাত উচ্চ এবং ইহার শিখর দেশস্থ গহ্বর ২৮০ হাত গভীর।

অনেকানেক আগ্নেয় পর্ব্বত সমুদ্রের অতি নিকটে, কতক গুলি অতি দূরে, এবং কোন কোনটি সমুদ্রের গর্ভেতেই আছে। যখন কোন আগ্নেয় পর্ব্বত সমুদ্র ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎক্ষিপ্ত বস্তু সমুদায় জলের উপর [illegible]। তদ্দ্বারা কত কত দ্বীপ ও সমুদ্রস্থিত পর্ব্বতের উৎপত্তি হয়। চীন রাজ্যের কিছু [illegible] জাপান সাগরে গন্ধকদ্বীপ নামে যে এক দ্বীপ আছে, তাহা এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। এতদ্দেশীয় লোকেরা যে [illegible] করিয়া থাকেন, সমুদ্রের মধ্যে বাড়বাগ্নি নামে এক বিশেষ অগ্নি আছে, তাহা সমুদ্রাস্তৃত কোন আগ্নেয় গিরির অগ্নি দৃষ্টে কল্পিত হইয়া থাকিবে।

ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতি ইটালি দেশস্থ বিসুবিয়স্, সিসিলি দ্বীপস্থ এট্না, আইসলণ্ড দ্বীপস্থ হেক্লা, আমেরিকার অন্তঃপাতি কোটোপাক্‌সি ইত্যাদি কতিপয় আগ্নেয় পর্ব্বত সর্ব্বপ্রধান ও অতি প্রসিদ্ধ।

বিসুবিয়স্ পর্ব্বত বহুকাল নির্ব্বাণ ছিল, পরে ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা হর্কুলেনিয়ম ও পম্পিয়াই নামক দুই বহু-জনাকীর্ণ প্রধান নগর নষ্ট হইয়া যায়। তৎকালে যে অপরিমেয় ভস্মরাশি নিঃসৃত হয়, তাহাতে ঐ দুই নগর একেবারে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই আগ্নেয় গিরির যে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাতে উপর্য্যুপরি সাত বার ধাতুনিস্রব নির্গত হইয়া নিকটস্থ অনেকানেক গ্রাম প্লাবিত হয় এবং তথায় রেসিনা* নামে এক নগর ছিল, তাহাও দগ্ধ হইয়া যায়।

এট্না নামক আগ্নেয় গিরিও অতিশয় ভয়ানক। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহা হইতে ভূরি ভূরি ধাতুনিস্রব ভয়ানক বেগে নিঃসৃত হইয়া দৈর্ঘে ৭ ক্রোশ ও প্রস্থে ২ ক্রোশ পর্য্যন্ত একেবারে প্লাবিত করিয়াছিল। তাহাতে ৫০০০ উত্তমোত্তম উদ্যানস্থ গৃহ এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রকার আবাস ও কেটেনিয়া নামক নগরের কিয়দংশ একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত বিসুবিয়স্ গিরি হইতে যে সকল ধাতুনিস্রব নির্গত হয়,

* এই নগরের কিয়দংশ হর্কুলেনিয়ম নগরের উপরে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

তাহার প্রবাহ ৩। ৪ ক্রোশের অধিক দীর্ঘ হয় না, কিন্তু এটনা গিরির ধাতুনিস্রব ৭, কখন কখন ১০ এবং কোন কোন বার ১৫ ক্রোশ দীর্ঘ হইতে দেখা গিয়াছে।

হেক্লা নামক আগ্নেয় গিরির উৎপাতে তাহার পার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম সমুদায় একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার যে প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত হয়, তদ্দ্বারা তৎ প্রদেশের অসমর্থ অপচয় হইয়াছিল। তাহা হইতে প্রভূত ভস্মরাশি বিনির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে ৫০ ক্রোশের অধিক দূর পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছিল।

আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত যে কিরূপ আশ্চর্য্য ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহা না দেখিলে অনুভব করা যায় না। প্রভূত ধূম ও ভস্মরাশি নিঃসৃত হইয়া আকাশমণ্ডল ঘোরতর আচ্ছন্ন ও তিমিরাবৃত করে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিময় প্রস্তরখণ্ড প্রচণ্ড বেগে যুগপৎ উৎক্ষিপ্ত হইয়া ২। ৩ সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, ১০। ১৫ ক্রোশ দীর্ঘ দ্রবময় ধাতুপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম, নগর, বন, উপবন, ও শস্যক্ষেত্র সকল, মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি প্রকৃতি সমুদায় জীব সমন্বিত একেবারে প্রোথিত করিয়া ফেলে, এবং বজ্রতুল্য ঘোরতর গভীরনাদ শত শত ক্রোশ হইতে মুহুর্মুহু শ্রুত হইতে থাকে। এক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিসুবিয়স্ পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত দেখিয়া আসিয়া এই রূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, যে "একেবারে ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ হাউই ২। ৩ সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়া রক্তবর্ণ গোলা ও বৃহৎ বৃহৎ অগ্নিময় প্রস্তরের ন্যায় পতিত হইলে যেমন দেখায়, ঘণ্টায় ১২০০ বার করিয়া এই প্রকার ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিতে লাগিল।" আর তিনি ধাতুনিস্রব ও তদানুষঙ্গিক ব্যাপার দেখিয়া এই রূপ লিখিয়াছেন, যে "এই সমুদায় অগ্নিময়ী নদী, স্থানে স্থানে ঘোরতর অন্ধকার, কোন কোন স্থানে অত্যল্প আলোক দ্বারা নানা বিধ কাল্পনিক আকার প্রকাশ, অতিশয় ভীষণ শব্দ ও প্রচণ্ডবেগে বস্তু বিনির্গমন এই সমস্ত ব্যাপার আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। এ সকল ভয়ঙ্কর কাণ্ড আমার যে প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, তাহা চিত্তক্ষেত্র হইতে কোনক্রমে অপনীত হইবার নহে।"

এতদ্দেশীয় লোকে কোন জল-কুণ্ডের জল কিঞ্চিৎ উষ্ণ দেখিয়া তাহা দেবস্থান জ্ঞান করেন, ইহাতে এরূপ কোন আগ্নেয় গিরি নিকটে থাকিলে তাহাকে যে কি বোধ করিতেন, তাহা অনুভব করা যায় না। বাস্তবিক, সামান্য ও অসামান্য সমস্ত বস্তু ও সমস্ত স্বাভাবিক ব্যাপারই একমাত্র অদ্বিতীয় জগদীশ্বরের কীর্ত্তি। তাহা প্রত্যক্ষ হইলে কেবল তাঁহারই অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ স্মরণ হয়, এবং তিনি যে আমারদের বুদ্ধির অগোচর অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ, ইহাই দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

পদার্থবিদ্যা

জড় ও জড়ের গুণ

জড় বস্তুর সাধারণ গুণের বিষয় সবিশেষ লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তাহার ঘনত্ব, কাঠিন্য প্রভৃতি আর কয়েক টি গুণ আছে। সে সকল গুণ জড়ের স্বভাব-সিদ্ধ সাধারণ গুণ নহে, আকর্ষণ, বিয়োজনাদি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে; একারণ তাহারদিগকে নৈমিত্তিক গুণ বলে।

ঘনত্ব

সকল বস্তু সমান ঘন নহে। জড় দ্রব্য যখন কঠিন থাকে, তখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘন, দ্রব হইলে তদপেক্ষা অল্প ঘন হয়, এবং বায়ুবৎ অর্থাৎ বাষ্প হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ঘন হইয়া থাকে। অতএব, কোন বস্তুর পরমাণু সমুদায় পরস্পর যত নিকটবর্ত্তি হয়, তাহার তত ঘনত্ব বৃদ্ধি হইতে থাকে।

নানা প্রকারে ঘনত্বের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুকে পিটিলে তাহার ছিদ্র সকল ক্ষুদ্র হইয়া অণু সকল পরস্পর নিকটবর্ত্তি হয়, সুতরাং তাহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হয়। তেজ দ্বারা বস্তুর অণু সকল পরস্পর দূরবর্ত্তি হইয়া তাহার ঘনত্ব হ্রাস হয়, এবং শীত দ্বারা বস্তুর অণু সকল পরস্পর নিকটবর্ত্তি হইয়া তাহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হয়। এইরূপ অনেকানেক বস্তু উত্তপ্ত ও

শীতল করিয়া তাহার ঘনত্ব হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। দীর্ঘ প্রস্থ ঊর্দ্ধ এক বুরুল স্থানে গ্রীষ্ম কালে যে প্রমাণ ব্রাণ্ডি নামক সুরা ধরে, শীত কালে তদপেক্ষা অধিক ধরে; কারণ তখন শীত দ্বারা তাহার পরমাণু সমুদায় পরস্পর নিকটবর্ত্তি হইয়া ঘন হয়। যদি কোন ব্যক্তি শীত কালে পাত্র দ্বারা পরিমাণ করিয়া ব্রাণ্ডি ও তাদৃশ অন্যান্য সুরা ক্রয় করে এবং গ্রীষ্মকালে উক্ত পাত্র পরিমাণে বিক্রয় করে, তবে ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য সমান হইলেও তাহার লাভ হইতে পারে। তেজ দ্বারা যে বস্তুর পরমাণু সকল পরস্পর দূরবর্ত্তি হয়, পূর্ব্বে তাহার বিস্তর উদাহরণ প্রদর্শন করা গিয়াছে; অতএব এস্থলে আর সে বিষয়ের বিবরণ করিবার প্রয়োজন নাই।

বস্ত্রের দুই প্রান্ত ধরিয়া কুঞ্চিত করিলে তাহার ভিতরের দিকের পরমাণু সকল সঙ্কুচিত হইয়া ঘন হয়, এবং বহির্দ্দিকের পরমাণু সকল পরস্পর দূরবর্ত্তি হয়।

কার্পাস-রাশির উপরে মণ প্রমাণ ভার চাপিয়া দিলে, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন হয়। জল ও জলবৎ দ্রব্য নিপীড়িত করিয়া ঘন করা সুকঠিন বটে, কিন্তু তাহারা যে নিপীড়িত হইলে ঘন হয়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উপরকার জলের ভার দ্বারা নীচেকার জল সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, একারণ সমুদ্রের উপরকার জল অপেক্ষায় নীচের জল অধিক ঘন।

এক সের জল ও এক সের লবণ পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে উভয়ে যত স্থান ব্যাপিয়া থাকে, একত্রিত ও মিলিত হইলে তাহার অপেক্ষায় অল্প স্থান অধিকার করিয়া স্থিতি করে। চিনি ও জল মিশ্রিত হইলেও এই রূপ ঘটে।

দীর্ঘ প্রস্থ ঊর্দ্ধ এক বুরুলকে এক ঘন-বুরুল বলে; দীর্ঘ প্রস্থ ঊর্দ্ধ এক হস্তকে এক ঘন-হস্ত বলে; দীর্ঘ প্রস্থ ঊর্দ্ধ এক ক্রোশকে এক ঘন-ক্রোশ বলে ইত্যাদি। এই রূপ এক ঘন-বুরুল প্রমাণ জল উত্তপ্ত হইয়া ১৭২৮ ঘন-বুরুল প্রমাণ বাষ্প হয়, এবং ১৭২৮ ঘন-বুরুল প্রমাণ বাষ্প শীতল হইয়া এক ঘন-বুরুল প্রমাণ জল হয়। অতএব, বাষ্প শীতল হইয়া জল হইবার সময়ে, তাহার আয়তন এত হ্রাস হয়, যে ১৭২৮ ভাগের এক ভাগ মাত্র থাকে। এই রূপ, শত ঘন-হস্ত প্রমাণ বায়ুকে সঙ্কুচিত করিয়া এক ঘন-হস্ত প্রমাণ স্থানে ধরান যায়। এক প্রকার বন্দুক আছে, তাহাতে বারুদ না পুরিয়া বায়ু পূরিতে হয়, এবং সেই বায়ুকে এই প্রকার সঙ্কুচিত করিতে হয়। বারুদ-পূর্ণ বন্দুক দ্বারা যেরূপ শব্দ নির্গত ও গুলি নিক্ষিপ্ত হয়, ইহার দ্বারাও সেই রূপ হইয়া থাকে। ইহার নাম বাতবন্দুক।

যে দ্রব্যের যত ঘনত্ব, তাহা তত ভারী। জলের অপেক্ষায় পারদ প্রায় ১৪ গুণ ভারী, স্বর্ণ প্রায় ১৯ গুণ ভারী, সীসক প্রায় ১১ গুণ ভারী ইত্যাদি। এপর্য্যন্ত যত প্রকার জড় পদার্থ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ইরিডিয়ম্ নামক ধাতু সর্ব্বাপেক্ষা ভারী, তাহার নীচে প্লাটিনম্ ধাতু। কোন্ বস্তু অপেক্ষায় কোন্ বস্তু কত ভারী, তাহা অনায়াসে অবগত করিবার নিমিত্তে, পণ্ডিতেরা এক সুন্দর নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহারা ৬০ তাপাংশ প্রমাণ নির্ম্মল জলকে ১০০০ অঙ্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করেন, যে বস্তু তাহার দ্বিগুণ ভারী তাহাকে ২০০০ অঙ্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করেন, যে দ্রব্য তাহার তিন গুণ ভারী তাহাকে ৩০০০ অঙ্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করেন ইত্যাদি। বস্তুর এই রূপ গুরুত্বকে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে।

পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সকল ৬০ তাপাংশ প্রমাণ উষ্ণ হইলে যেরূপ ভারি হয়, তাহাই লিখিত হইল। নির্ম্মল জলকে ১০০০ অঙ্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া অন্যান্য দ্রব্যকে তাহারদের গুরুত্ব ও লঘুত্বের ন্যূনাধিক্য অনুসারে তদনুরূপ অন্যান্য অঙ্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।

জল তৈল প্রভৃতি

৬০ তাপাংশ প্রমাণ নির্ম্মল জল		১০০০
১০০ ঐ	ঐ ……	৯৯৩
২১২ ঐ	ঐ ……	৯৫৮⅔
সমুদ্রের জল	…… ……	১০২৬
বিয়ার নামক সুরা	…… ……	১০২৩

পোর্ট সুরা ৯৯৭
মেদেরা সুরা ১০৩৮
টার্পিন তৈল ৮৭০
বাদামের তৈল ৯১৭
তিমি মৎস্যের তৈল ৯২৩
পোস্তের তৈল ৯২৪
লবঙ্গের তৈল ১০৩৬
দারুচিনির তৈল ১০৪৪
নির্ম্মল দ্রাবক ১৮৪৮ ৫/১০
যে দ্রাবকের ১০০ ভাগের ১০ ভাগ
জল ১৮১১ ৫/১০
যে দ্রাবকের ১০০ ভাগের ২০ ভাগ
জল ১৭১২
যে দ্রাবকের ১০০ ভাগের ৩০ ভাগ
জল ১৪৮৬
যে দ্রাবকের ১০০ ভাগের ৫০ ভাগ
জল ১৩৮৮ ৫/১০

গঁধ, রস, ও মেদ রক্ত প্রভৃতি
শারীরিক বস্তু

নীল ৭৬৯
মাখন ৯৪২
মেদ ৯৪২
মধুচ্ছিষ্ট—পীতবর্ণ ৯৬৫
ঐ—শ্বেতবর্ণ ৯৬৯
কর্পূর ৯৮৯
মূত্র ১০১১
রক্ত ১০৫৪
স্ত্রীলোকের স্তন্য দুগ্ধ ১০২০ ৩/১০
গো দুগ্ধ ১০৩২ ৪/১০
ছাগ দুগ্ধ ১০৩৪ ১/১০
ঘোটকীর দুগ্ধ ১০৩৪ ৬/১০
গর্দ্দভীর দুগ্ধ .... ১০৩৫ [illegible]
মেষীর দুগ্ধ .... ১০৪০ [illegible]
হিঙ্গু .... ১৩২[illegible]
আহিফেন .... ১৩৩[illegible]
বোল ১৩৬০
মধু ১৪৫০
আরবী গঁধ .... [illegible]
শ্বেত শর্করা ১৬০৬
বৃষের অস্থি .... ১৬[illegible]
গজদন্ত ১৮২৬

কাষ্ঠ

দেবদারু কাষ্ঠ—স্কটলণ্ড দেশীয় ৬৯৬
কমলালেবুর কাষ্ঠ ৭০৫
মেহগনি কাষ্ঠ .... ৬৩৭ অবধি ১০৬৩ পর্য্যন্ত।
আবলুস কাষ্ঠ ১২০৯
দাড়িম্ব কাষ্ঠ ১৩৫৪

মৃত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতি

বারুদ ৮৩৬
তৈলস্ফটিক—পীতবর্ণ ও স্বচ্ছ ১০২৮
ঐ—অস্বচ্ছ ১০৮৫
ঐ—হরিৎবর্ণ ১০৮৩
শোরা ১৯০০
ইষ্টক ২০০০
গন্ধক ২০৩৩
গন্ধক—দ্রব করা ১৯৯০
চকমকির পাতর—কৃষ্ণবর্ণ ২৫৮২
স্ফটিক—ইউরোপীয় ২৬৩৭
ঐ—ব্রেজিল প্রদেশীয় ২৬৫৩
ঐ—পীত বর্ণ ২৬৫৪
কাচ—হরিৎবর্ণ ২৬৪২
ঐ—শ্বেত বর্ণ ২৮৯২
বোতলের কাচ ২৭৩৩
মরকত মণি—পেরু প্রদেশীয় ২৭৭৫
চা খড়ি—ব্রিটেনীয় ২৬৫৭ অবধি ২৭৮৪ পর্য্যন্ত
ঐ—স্পেইন প্রদেশীয় ২৭৯০
বৈদূর্য্য মণি .... ২৯৬৭ অবধি ৩০৫৪ পর্য্যন্ত
হীরক—ব্রেজিল দেশীয় ৩৪৪৪
ঐ—পীত বর্ণ ৩৫১৯
ঐ—ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্ব্ব
প্রদেশীয় শ্বেতবর্ণ ৩৫২১
ঐ—হরিৎ বর্ণ ৩৫২৪
ঐ—নীল বর্ণ ৩৫২৫
গোমেদক—শ্বেত বর্ণ ৩৫৫৪
ঐ—ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্ব্ব
প্রদেশীয় ৪০১১
পদ্মরাগ মণি—ব্রেজিল প্রদেশীয় ৩৫৩১
ঐ—ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্ব্ব
প্রদেশীয় ৪২৮৩

ধাতু

চুম্বক ৪৮০০
দস্তা ৬৮৬২

সঙ্কুচিত দস্তা	৭১৯১
ঢালা লৌহ	৭২৪৮
টিন	৭২৯১
ঐ—কঠিন করা	৭২৯৯
তাম্র	৭৬০০ অবধি ৭৮০০ প
তাম্রের তার	৮৮৭৮
ইস্পাত—কঠিন করা	৭৮১৮
ঢালা পিত্তল	৮৩৯৬
ঢালা পিত্তলের তার	৮৫৪৪
সামান্য রৌপ্য	১০,০০০
বিশুদ্ধ পেটা রৌপ্য	১০,৫১১
সীসক	১১,৩৫২
তরল পারদ	১৩,৫৬৮
শীত দ্বারা কঠিন করা পারদ	১৫,৬৩২
উত্তম পেটা স্বর্ণ	১৯,৩৬২
বিশুদ্ধ প্লাটিনম্ ধাতু	১৯,৫০০
পেটা প্লাটিনম্ ধাতু	২০,৩৩৬
প্লাটিনম্ ধাতুর তার	২১,০৪১
সঙ্কুচিত করা প্লাটিনম্	২২,০৬৯
ইরিডিয়ম্ নামক ধাতু	২৬০০০

যে বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের অপেক্ষায় অধিক, তাহা জলে মগ্ন হয়, এবং যাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব তদপেক্ষায় অল্প, তাহা ভাসিতে থাকে। কখন কখন এপ্রকারও ঘটিয়া থাকে, যে কাষ্ঠ অথবা অন্য কোন দ্রব্য কিয়ৎকাল জলে ভাসিয়া পরে মগ্ন হইয়া যায়, তাহার কারণ, তন্মধ্যে জল প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব পূর্ব্বাপেক্ষার অধিক হয়।

যদি এক খান কাষ্ঠ গভীর সমুদ্রে মগ্ন হইয়া থাকে, তবে উপরিস্থিত জল-রাশির ভার দ্বারা সঙ্কুচিত ও জল-পূর্ণ হইয়া এরূপ ঘন হয়, যে প্রায় প্রস্তরের ন্যায় ভারী হইয়া উঠে। কতক গুলি লোকে এক নৌকায় আরোহণ করিয়া তিমি মৎস্য ধরিতেছিল, তাহাতে এক টা অত্যন্ত বলবান্ তিমি সেই নৌকা আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রগর্ভে মগ্ন করিলেক। পরে যখন সেই নৌকা উদ্ধার করা যায়, তখন বোধ হইল, যেন এক বৃহৎ পর্ব্বতখণ্ড তাহার সঙ্গে আসিতেছে।

নানকপন্থি

শিখ্-শাস্ত্র

১১৩ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৯ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, শিখেরা দুই খানি গ্রন্থকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করে; "আদিগ্রন্থ" ও "দশমপাদশাকা গ্রন্থ"। এই দুই গ্রন্থ কাহার রচিত ও কি কি প্রস্তাবে পূর্ণ, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

আদিগ্রন্থ

এ গ্রন্থ পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ, তাঁহার উপাসনা, মুক্তিলাভের উপায় এই সকল প্রস্তাবে পরিপূর্ণ। ইহা লিখিত হইবার সময়ে ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি নানাস্থানে, বিশেষতঃ পঞ্জাবে কিরূপ আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই আদি গ্রন্থ গুরু নানক এবং তাঁহার উত্তর-কাল-বর্ত্তি অন্যান্য গুরু-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ভগৎ অর্থাৎ ভক্ত ও কতিপয় ভাটের বচনও ইহাতে সমাবেশিত হইয়াছে। ভগতের সংখ্যা সকল গ্রন্থে সমান নহে, অতএব বোধ হয়, সংগ্রহকারকেরা অথবা প্রতিলিপি কারকেরা স্ব স্ব অভিপ্রায় অনুসারে তাহারদিগের নাম নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন। সচরাচর ষোল জন ভগৎ এবং তৎ সহকারে দুই গায়ক ও এক রবাবির নাম লিখিত থাকে।

যদিও পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন প্রথমে এই গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরকাল বর্ত্তি গুরুরা তাহাতে কিছু কিছু যোগ করিয়া দিয়াছেন।

সমগ্র গ্রন্থই পদ্য; পঞ্জাবী ও অন্যান্য প্রকার হিন্দী ভাষায় নানা প্রকার ছন্দে রচিত। কোন কোন অংশ বিশেষতঃ শেষ ভাগের কিয়দংশ সংস্কৃত। যে অক্ষরে লিখিত, তাহার নাম গুরুমুখী। পঞ্জাব দেশে এই অক্ষর প্রচলিত আছে, শিখ্ গুরুরা ইহা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম গুরুমুখী হইয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আকারের ন্যায় ১২৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়া থাকে। তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রায় ২৪ পংক্তি এবং প্রত্যেক পংক্তিতে প্রায় ৩৫ টা অক্ষর থাকে। মূল গ্রন্থের অতিরিক্ত পরিশিষ্ট স্বরূপ এক ভাগ আছে, তৎসমেত প্রায় ১২৪০ পৃষ্ঠা হইবেক।

আদি গ্রন্থের বিবরণ

প্রথম ভাগের নাম 'জপ'। ইহাকে 'জপজী' এবং 'গুরুমন্ত্র' ও বলিয়া থাকে। ইহা গুরু নানক-প্রণীত এবং পৌরী নামক ছন্দে ৪০ টা শ্লোকে সম্পূর্ণ। শিখ্‌দিগের এই প্রকার বিশ্বাস আছে, যে তিনি ইহা প্রতিদিন প্রাতঃকালে পাঠ করিতে অনুমতি করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-পরায়ণ শিখেরা প্রত্যহ প্রাতে ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। এ ভাগ পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রায় সাত পৃষ্ঠা হইবেক।

দ্বিতীয় ভাগের নাম 'সোদর রয়রস্'। শিখেরা সায়ংকালে ইহা পাঠ করিয়া পরমেশ্বরের ভজনা করিয়া থাকে। এ অংশও নানক-প্রণীত; পরে রামদাস ও অর্জ্জুন তাহাতে কতক গুলি স্বরচিত বচন যোগ করিয়া দিয়াছেন, এবং এ প্রকার প্রবাদ আছে, যে গুরু গোবিন্দও তাহাতে স্বপ্রণীত কতিপয় বচন প্রবেশিত করিয়াছেন। এ ভাগ পূর্ব্বোক্ত প্রকার ৩।। পৃষ্ঠা হইবেক।

তৃতীয় ভাগের নাম 'কীরিৎসোহিলা'। শিখেরা শয়ন করিবার সময়ে ইহা পাঠ করিয়া থাকে। ইহাও নানক-প্রণীত; পরে রামদাস ও অর্জ্জুন কতিপয় শ্লোক রচনা করিয়া তাহাতে সমাবেশিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার এক শ্লোক গুরুগোবিন্দ-প্রণীত বলিয়া খ্যাত আছে। ইহা এক পৃষ্ঠা আর দুই এক পংক্তি হইবেক।

চতুর্থ ভাগ ৩১ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কতক গুলি রাগরাগিণীর নামানুসারে সেই সকল পরিচ্ছেদের নামকরণ হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ এক বা অনেক গুরু, অথবা এক বা অনেক [illegible], কিম্বা [illegible] ও ভগৎ উভয় [illegible]। এ ভাগ প্রায় ১১৫৪ পৃষ্ঠা হইবেক।

পঞ্চম অর্থাৎ চরম ভাগের নাম ভোগ। ইহাতে নানক, কবীর, শেখ ফরীদ, এবং অন্যান্য ভক্ত ও নয় জন ভাটের রচনা আছে। এ ভাগ প্রায় ৮৬ পৃষ্ঠা হইবেক, ইহার কিয়দংশ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই কয় জন ভাটের নাম মনঃকল্পিত বোধ হয়।

যে সকল গুরু আদিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাঁহারদিগের নাম।

১ নানক
২ অঙ্গদ
৩ অমর দাস
৪ রামদাস
৫ অর্জ্জুন
৯ তেগ্ বাহাদুর
১০ গুরু গোবিন্দও ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকিবেন।

আদি গ্রন্থে যে সকল ভগৎ ও অন্যান্য ব্যক্তির রচনা আছে, তাঁহারদের নাম।

১ কবীর
২ ত্রিলোচন— ব্রাহ্মণ
৩ বেণী
৪ রামদাস,
৫ নামদেব,
৬ ধন্না—জাট
৭ সেখ ফরীদ—মোসলমান পীর
৮ জয়দেব,
৯ ভীকন্
১০ সেন—নাপিত
১১ পীপা
১২ সধ্‌ন
১৩ রামানন্দ
১৪ পরমানন্দ
১৫ সুরদাস
১৬ মীরন্‌বাই— ভগবদ্ভক্ত স্ত্রী
১৭ বলবন্ত } এই দুই গায়ক গুরু অর্জ্জুনের নিকট গান করিয়াছিল
১৮ সত্ত }
১৯ সুন্দরদাস—রবাবী

আদি গ্রন্থের পরিশিষ্ট

[illegible] নাম 'ভোগকা বাণী'। ইহার প্রথম [illegible] শ্লোকের নাম 'শ্লোকমহলা পহিলা' অর্থাৎ প্রথম গুরুর শ্লোক। তৎপরে মল্লার রাগের [illegible]

তৎপরে নানক-প্রণীত রত্তন্‌মালা*, ইহাতে সাধুদিগের যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহার বিধান আছে। ইহার চতুর্থ অধ্যায়ের নাম হকীকৎ; ইহাতে সিংহলদ্বীপের শিবনাভ নামক রাজার বিবরণ আছে। এ প্রকার প্রবাদ আছে, যে গুরু গোবিন্দের সময়ে ভাই ভন্নু নামে এক ব্যক্তি এই শেষোক্ত অধ্যায় রচনা করেন। শিখেরা কহে রত্তন্‌মালা প্রথমে তুর্কি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল।

এই পরিশিষ্ট প্রায় সাত পৃষ্ঠা হইবেক।

'দশম্ পাদ্‌শাকী গ্রন্থ'

আদি গ্রন্থের ন্যায় ইহারও সমুদায় পদ্য, এবং নানাবিধ ছন্দে রচিত। ইহার অধিক ভাগই হিন্দী ভাষায় ও গুরুমুখী অক্ষরে লিখিত, কেবল শেষ ভাগ পারসীক।

যদিও এ গ্রন্থে পরমেশ্বরের অদ্বিতীয় স্বরূপ, অপার করুণা ও অসীম মহিমার প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু ইহার অধিক ভাগ সাংসারিক ব্যাপার ও হিন্দুশাস্ত্র-সিদ্ধ দেব দেবীর বিবরণে পূর্ণ।

শিখেরা কহে, ইহার পাঁচ ভাগ ও ষষ্ঠ ভাগের প্রারম্ভ মাত্র গুরু গোবিন্দের লিখিত; তাঁহার কর্ম্মচারি স্বরূপ চারি ব্যক্তি অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ প্রস্তুত করে, তন্মধ্যে দুই জনের নাম রাম ও শ্যাম। বাস্তবিক, ঐ সকল ভাগ কাহার প্রণীত তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন।

এই গ্রন্থ সচরাচর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আকারের ন্যায় প্রায় ১০৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হয়; তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২৩ পংক্তি ও প্রত্যেক পংক্তিতে ৩৮ অবধি ৪১ টা অক্ষর পর্য্যন্ত থাকে।

প্রথম ভাগের নাম "জপজী;" ইহাকে জপও বলে। ইহা প্রাতঃকালে পাঠ করিবার আদেশ আছে, তদনুসারে ধর্ম্মপরায়ণ শিখেরা প্রাতে ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। জপজী পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রায় সাত পৃষ্ঠা হইবে, তাহার সমুদায়ই গুরু গোবিন্দ-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

দ্বিতীয় ভাগের নাম "অকাল স্তুৎ" অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্তুতি; ইহাও সচরাচর প্রাতঃকালে পঠিত হইয়া থাকে; ইহা প্রায় ২৩ পৃষ্ঠা হইবেক। তন্মধ্যে প্রথম শ্লোক মাত্র গুরু গোবিন্দের রচিত।

তৃতীয় ভাগের নাম বিচিত্র নাটক; ইহা গুরু গোবিন্দ-প্রণীত, এবং তাহারই বংশপরিচয়, জন্ম বৃত্তান্ত ও যুদ্ধবিগ্রহাদি বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইহা প্রায় ২৬ পৃষ্ঠা হইবেক।

চতুর্থ ভাগের নাম চণ্ডী চরিত্র। ইহাতে চণ্ডী দেবী কর্ত্তৃক মধুকৈটভ, মহিষাসুর, ধূম্রলোচন, চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ, শুম্ভ এই অষ্ট দৈত্য হত হইবার বৃত্তান্ত আছে। ইহা প্রায় ২৭ পৃষ্ঠা হইবেক, তৎ সমুদায় সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত বোধ হয়। কেহ কেহ কহে, গোবিন্দ সিংহ স্বয়ং অনুবাদ করিয়াছেন।

পঞ্চম ভাগের নামও চণ্ডী চরিত্র। ইহাও পূর্ব্বোক্ত দৈত্যাদিগের বধ-বৃত্তান্ত, কেবল তদপেক্ষায় সংক্ষেপে লিখিত। ইহা প্রায় ১৪ পৃষ্ঠা হইবেক।

ষষ্ঠ ভাগের নাম "চণ্ডী-কী-বীর"। ইহাও চণ্ডী বিষয়ক, ৬ পৃষ্ঠা হইবেক।

সপ্তম ভাগে পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন, এবং মধ্যে মধ্যে মহাভারতোক্ত প্রাচীন রাজাদিগের প্রসঙ্গ আছে। ইহা প্রায় ২১ পৃষ্ঠা হইবেক।

অষ্টম ভাগে চতুর্ব্বিংশতি অবতারের বর্ণনা আছে। ইহা প্রায় ৩৭৮ পৃষ্ঠা হইবেক, এবং পূর্ব্বোক্ত শ্যাম নামক ব্যক্তির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। যে সকল অবতারের বিবরণ আছে, পশ্চাৎ তাহার নামোল্লেখ করা যাইতেছে।

মৎস্য, কচ্ছপ, নর, নারায়ণ, মোহিনী, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, ব্রহ্মা, রুদ্র, জলন্ধর, বিষ্ণু, বিষ্ণ্বতার বিশেষ—ইহার নামোল্লেখ নাই, অর্হদ্দেব—জৈন সম্প্রদায় বিশেষের প্রবর্ত্তক, মনু* রাজা, ধন্বন্তরি, সূর্য্য, চন্দ্র, রাম, কৃষ্ণ, নর—অর্থাৎ অর্জুন, বুদ্ধ, কল্কি।

নবম ভাগ অষ্টম ভাগেরই পরিশিষ্ট বিশেষ। ইহা সম্পূর্ণ এক পৃষ্ঠাও নয়।

---

* অর্থাৎ রত্নমালা।

* মনু।

দশম ভাগে ব্রহ্মার সপ্ত অবতার ও পূর্ব্ব-কালিক আট জন হিন্দু রাজার বৃত্তান্ত আছে। ইহা প্রায় ১৮ পৃষ্ঠা হইবেক।

ব্রহ্মার সপ্ত অবতারের নাম, যথা

বাল্মীকি, কশ্যপ, শুক্র, বাচস্পতি, ব্যাস, ছয় ঋষি, কালিদাস।

আটজন রাজার নাম, যথা

মনু, পৃথু, সগর, বেণ, মান্ধাতা, দিলীপ, রঘু, অজ।

একাদশ ভাগ ৫৬ পৃষ্ঠা হইবেক; ইহাতে শিবাবতারের বৃত্তান্ত আছে।

দ্বাদশ ভাগের নাম “শস্ত্রনামমালা”। ইহাতে নানাপ্রকার অস্ত্রের নাম ও গুণ বর্ণনা আছে, এবং এপ্রকার লিখিত আছে যে গোবিন্দ সিংহ তৎ সমুদায়কে স্বীয় গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহা প্রায় ৬৮ পৃষ্ঠা হইবেক। ত্রয়োদশ ভাগে বেদ, পুরাণ, ও কোরাণের দোষ বর্ণন আছে। ইহা প্রায় ৩৷৷ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ ভাগের নাম “হজারে শব্দ” অর্থাৎ শব্দ নামক ছন্দে সহস্র শ্লোক। কিন্তু ইহাতে দশ টি বই শ্লোক নাই, এ নিমিত্ত শিখেরা কহে, এস্থলে ‘হজারি’ শব্দ ‘উত্তম’ বা ‘অমূল্য’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎ সমুদায় সৃষ্টি-কর্ত্তা ও সৃষ্টি-ক্রিয়ার প্রশংসা-সূচক এবং অন্যান্য দেবাদি পূজার নিন্দাবোধক। ইহা গুরু গোবিন্দের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এ ভাগ প্রায় দুই পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ ভাগের নাম স্ত্রী চরিত্র। ইহা ৪৪৬ পৃষ্ঠা, এবং কেবল স্ত্রীদিগের কুচরিত্র-সূচক উপাখ্যানে পরিপূরিত।

ষোড়শ ভাগের নাম “হিকায়ৎ”। ইহাতে পারসীক ভাষায় গুরুমুখী অক্ষরে দ্বাদশটা গল্প লিখিত আছে। গুরু গোবিন্দ আরঙ্গজেব বাদশাহের প্রবোধার্থ তৎ সমুদায় রচনা করিয়া দিয়াসিংহ প্রভৃতি পাঁচ জন শিখ দ্বারা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ ভাগ প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

দশমাধ্যায়ঃ

ওমিতি ব্রহ্ম সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি।

যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতারা ইঁহার পূজা আহরণ করিতেছেন।

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥

জগতের মধ্যস্থিত পূজনীয় পরমাত্মাকে সমুদায় দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছেন।

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ। ওঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চ।

ওঙ্কার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানী ব্যক্তি ওঙ্কার সাধনা দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয় নিরতিশয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন।

তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

সেই জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু॥

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমাকর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ॥

তোমারদের মৃত্যু পীড়া না হউক, অপ্রমত্ত সেই বেদ্য পুরুষকে জান।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

যে প্রকাশবান্ পুরুষ অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে স্থিতি করিতেছেন; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

ইতি প্রথমখণ্ডে দশমোঽধ্যায়ঃ।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

১০৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৭১ পৃষ্ঠার পর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর নাগ-ভগিনী জরৎকারু স্বীয় সহোদরের বচনানুসারে আপন পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—বৎস! আমার ভ্রাতা কোন প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে আমাকে তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই প্রয়োজনের সময় উপস্থিত, তাহা সম্পন্ন কর।

আস্তীক কহিলেন, জননি! মাতুল মহাশয় কি প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত তোমাকে আমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন, তুমি আমাকে তাহার সবিশেষ কহ, শুনিয়া আমি তাহা সম্পন্ন করিব। বন্ধুকুল-হিতৈষিণী নাগরাজ-ভগিনী জরৎকারু পুত্রকে সবিশেষ বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

বৎস! শ্রবণ কর। সমস্ত নাগকুলের জননী কদ্রু রোষবশা হইয়া আপন পুত্রদিগকে এই শাপ দিয়াছিলেন, যে আমি বিনতার সহিত দাসত্ব পণ করিয়া শুক্লবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবাকে কৃষ্ণবর্ণ করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার সে কথা রক্ষা করিলে না। অতএব রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে অগ্নি তোমারদিগকে দগ্ধ করিবেন। তাহাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমরা প্রেত লোকে গমন করিবে। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা নাগ-জননীর শাপদান শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিলেন এবং অনুমোদন করিলেন। বাসুকি এইরূপ পিতামহ বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃত মন্থন কালে দেবতাদিগের শরণাগত হইলেন। দেবতারা অমৃত পাইয়া কৃতকার্য্য হইয়া আমার ভ্রাতাকে সমভিব্যাহারে করিয়া পিতামহ সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং স্তুতি ও প্রণতি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া শাপ নিবারণের উপায় প্রার্থনা করিলেন; কহিলেন, ভগবন্! নাগরাজ বাসুকি জ্ঞাতি-কুলক্ষয় সম্ভাবনা দর্শনে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়াছেন, এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া শাপ মোচনের উপায় বিধান করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, জরৎকারু জরৎকারু নাম্নী যে ভার্য্যা পরিগ্রহ করিবেন তাঁহার গর্ভজাত ব্রাহ্মণ সর্পকুলকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করিবেন। পন্নগশ্রেষ্ঠ বাসুকি সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন। তুমিও প্রয়োজন সাধনের সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত, উপস্থিত ভয় হইতে নাগকুলের পরিত্রাণ কর, আমার ভ্রাতাকে সেই বিষম হুতাশন হইতে রক্ষা কর। ভ্রাতা আমার যে অভিপ্রায়ে আমাকে তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন, যেন তাহা বিফল হয় না। এ বিষয়ে তোমার মত কি?

আস্তীক মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং শোকসন্তপ্ত বাসুকিকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, মাতুল! আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনাকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করিব। আপনি সুস্থচিত্ত হউন, আপনকার কোন ভয় নাই, যাহাতে আপনারদিগের মঙ্গল হয়, আমি তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্নবান্ হইব। অন্য কথা দূরে থাকুক, পরিহাস কালেও আমি কখন মিথ্যা কহি নাই। অদ্য আমি সর্পসত্র-দীক্ষিত রাজা জনমেজয়ের নিকটে গিয়া মাঙ্গলিক বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া যাহাতে সেই যজ্ঞ নিবারণ হয় তাহা করিব, আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমি সমুদায় সম্পন্ন করিব, আপনি আমার বিষয়ে কোন ক্রমেই সন্দিহান হইবেন না। বাসুকি কহিলেন, বৎস! আমি ব্রহ্মদণ্ডে নিগৃহীত হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছি, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, দিগ্‌ ভ্রম জন্মিতেছে। আস্তীক কহিলেন, মহাশয়! আপনকার আর পরিতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। সর্পসত্রের প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে মহাশয়ের যে ভয় জন্মিয়াছে, আমি তাহা দূর করিব, প্রলয় কালীন অনল তুল্য মহাঘোর ব্রহ্মদণ্ড নিরাকরণ করিব, আপনি কদাচ ভীত হইবেন না।

এইরূপ আশ্বাস প্রদান দ্বারা বাসুকির অতি বিষম শোকানল শান্তি করিয়া দ্বিজ-

পরন্তু আস্তীক, ভুজগ কুলের পরিত্রাণের নিমিত্ত সত্বর গমনে রাজা জনমেজয়ের সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন সর্পসত্রে উপস্থিত হইলেন, এবং উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সূর্য্য ও বহ্নি-সম-তেজস্বী সদস্যগণ উৎকৃষ্ট যজ্ঞায়তনে উপবিষ্ট আছেন। প্রবেশকালে প্রথমতঃ দ্বারবানেরা নিবারণ করিল। তখন সেই অদ্বিতীয় পুণ্যশীল দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবেশ লাভের নিমিত্ত সর্পসত্রের ভূয়সী প্রসংসা করিলেন। অনন্তর যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রাজার, ঋত্বিক্‌গণের, সদস্যবর্গের এবং যজ্ঞীয় অগ্নির প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চ পঞ্চাশ অধ্যায়।

আস্তীক কহিলেন, পূর্ব্বকালে প্রয়াগে সোম ও বরুণ ও প্রজাপতি যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ শতসংখ্যক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি আমারদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। গয়, শশবিন্দু, বৈশ্রবণ, এই তিন সুবিখ্যাত নৃপতি যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরতকুল প্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি আমারদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। নৃগ ও অজমীঢ় এবং দশরথ তনয় রাজা রামচন্দ্র যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরত কুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। রাজা দিবিদেব সূনুর, যুধিষ্ঠিরের এবং অজমীঢ়ের যেরূপ যজ্ঞ বিখ্যাত আছে, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। সত্যবতী-তনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের যজ্ঞ যেরূপ, এবং সেই ভগবান্ স্বয়ং যে যজ্ঞের সমুদায় কর্ম্ম করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমারদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক।

তোমার এই দেবরাজকৃত যজ্ঞতুল্য যজ্ঞে সূর্য্যসম তেজস্বী ঋত্বিক্‌গণ, অধিষ্ঠান [illegible] তেছেন। ইহাঁদের জ্ঞানের ইয়ত্তা করা যায় না। ইহাঁদিগকে দান করিলে কদাপি বিফল হয় না। আমার এই স্থির সিদ্ধান্ত আছে ত্রিভুবনে দ্বৈপায়নের তুল্য ঋত্বিক্ নাই। ইহাঁর শিষ্যেরা সমস্ত ভূমণ্ডল ব্যাপিয়াছেন। তাঁহাদের তুল্য সর্ব্ব কর্ম্মদক্ষ ঋত্বিক্ আর নাই। ভগবান্ অগ্নি দেবতাগণের তৃপ্তি নিমিত্ত প্রদীপ্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত-শিখা-বিশিষ্ট হইয়া তোমার এই যজ্ঞে হব্য গ্রহণ করিতেছেন। জগতে তোমার তুল্য প্রজা-পালন-পরায়ণ নৃপতি দ্বিতীয় নাই। তোমার ধৈর্য্যগুণ দর্শনে আমি সদা প্রীত আছি। তুমি বরুণ ও ধর্ম্মরাজ যমের তুল্য। বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র যেমন প্রজাদিগের রক্ষাকর্ত্তা, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমারদিগের মতে তুমি প্রজাদিগের সেইরূপ রক্ষাকর্ত্তা। কোন কালে কোন রাজা তোমার তুল্য যজ্ঞ করিতে পারেন নাই। হে সুব্রত! তুমি রাজা খট্বাঙ্গের, নাভাগের, ও দিলীপের তুল্য, তোমার প্রভাব যযাতির ও মান্ধাতার তুল্য, তোমার তেজঃ সূর্য্যের তেজের সমান, তুমি শান্তনু তনয় ভীষ্ম দেবের ন্যায় বিরাজমান হইতেছ। তোমার বীর্য্য বাল্মীকি মুনির বীর্য্যের ন্যায় অপ্রকাশিত, তোমার কোপ মহর্ষি বশিষ্ঠের কোপের ন্যায় বশীকৃত, তোমার প্রভুত্ব ইন্দ্রের তুল্য, তোমার প্রভাব নারায়ণের প্রভাব তুল্য শোভা পাইতেছে। তুমি যমের ন্যায় ধর্ম্মনির্ণয় করিতে যান, কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বগুণোপপন্ন; তুমি সকল সম্পত্তির নিবাস স্বরূপ, এবং সকল যজ্ঞের একাধার স্বরূপ। তুমি দম্ভপুত্র বল নামক অসুরের তুল্য পরাক্রমী, রামের তুল্য শাস্ত্রবেত্তা ও শস্ত্রবেত্তা, ঔর্ব্ব ও ত্রিতের তুল্য তেজস্বী, ভগীরথের তুল্য দুষ্প্রেক্ষণীয়।

এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া রাজা, সদস্যবর্গ, ঋত্বিক্‌গণ ও অগ্নি সকলেই প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর রাজা জনমেজয় তাঁহারদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থ তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়—ইহার মূল্য এক টাকা।
১ বৈশাখ সোমবার [illegible]

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
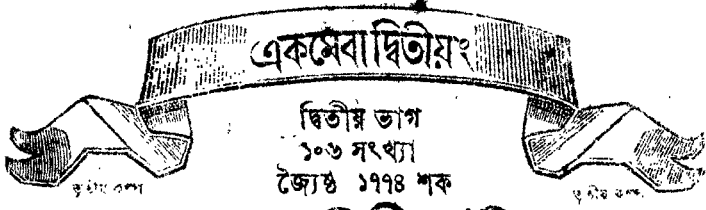
উপাসক-সম্প্রদায়

বাবালালি

বাবালাল নামে এক ক্ষত্রিয় এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন, এ কারণ ইহার নাম বাবালালি। বাবালালিরা সচরাচর বৈষ্ণবের মধ্যে গণিত হইয়া থাকে, ফলতঃও তাহারা বৈষ্ণবদিগের ন্যায় গোপীচন্দনের তিলক করে, এবং রামচন্দ্রকে বিষ্ণু অবতার স্বরূপ স্বীকার করিয়া বিশিষ্টরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক তাহারা একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেরই আরাধনা করে, এবং অন্যান্য প্রকার পূজার পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু বৈদান্তিক ও মোসলমান সুফিদিগের মতানুসারে উপাসনা করিয়া থাকে। তাহারা জীব ব্রহ্মের অভেদ স্বীকার করিয়া কহে, যেমন গঙ্গার জল পাত্রে রাখিলেও তাহাকে গঙ্গা কহিতে হয়, সেই রূপ জীবাত্মা শরীরের মধ্যে থাকিলেও পরমাত্মার সহিত তাহার অভেদ মানিতে হয়। যেমন এক বিন্দু জল সমুদ্রে পতিত হইলে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া যায়, সেইরূপ জীবাত্মা শরীর পঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায়।

বাবালাল জাঁহাগির বাদশাহের রাজত্ব কালে মালব দেশে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং অল্প বয়সেই চেতন স্বামির সন্নিধানে উপদেশ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম পথে প্রবৃত্ত হয়েন। চেতন স্বামির ঐশী শক্তি প্রকাশ বিষয়ে পশ্চাল্লিখিত জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এক দিবস তিনি বাবালালের সমীপে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা স্বরূপ কিঞ্চিৎ শস্য ও কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইলেন। পরে রন্ধনার্থে সেই কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়া উভয় পদের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন, এবং সেই উভয় পদের উপরিভাগে পাক-পাত্র রক্ষা করিয়া জাল দিতে লাগিলেন। বাবালাল এই অসামান্য অলৌকিক ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে গুরু স্বরূপ স্বীকার করিলেন, এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার সমক্ষে [illegible] পতিত হইলেন। পরে স্বামির [illegible] একটি [illegible] জ্ঞান [illegible] হইয়া আত্মজ্ঞ স্বরূপ [illegible] শাসন-প্রণালী জানিতে পারিলেন, এবং পরে তাঁহার সমভিব্যাহারে [illegible] গমন করিলেন। এক দিবস [illegible] বাদশাহ সাহেবের এক ঘণ্টার মধ্যে [illegible] হইতে [illegible] পী চন্দন আনয়ন করাতে, চেতন স্বামী তাঁহার

অসাধারণ শক্তি দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ দিলেন।

অতএব, তিনি গুরু সন্নিধানে বিদায় লইয়া সরহিন্দের সন্নিকট দেহান পুরে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন, এবং তথায় এক মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমে ক্রমে কতকগুলি লোককে স্বীয় মতে আনয়ন করিলেন।

শাজাহান বাদশাহের পুত্র দারাশেকো বাবালালের ধর্ম্ম বিষয়ক খ্যাতি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এইরূপে, শাজাহানের রাজ্যাভিষেকের বিংশতি বৎসর পরে জাফর খাঁর উদ্যানে বাবালাল ও দারাশেকো উভয়ের বারম্বার কথোপকথন হইয়াছিল। যদুদাস নামে এক ক্ষত্রিয় ও রাইচাঁদ নামে এক ব্রাহ্মণ এই দুই রাজ-কর্ম্মচারি তাঁহারদের সাত বারের কথোপকথন লিখিয়া রাখেন। এই গ্রন্থ পারসীক ভাষায় লিখিত হয়; ইহার নাম নাদির উন্নিকাৎ। এই স্থলে তাহার কতিপয় বচন অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিলে বাবালালের মত ও অভিপ্রায় অনেক অবগত হওয়া যাইতে পারে। এই সকল বচন মূল গ্রন্থের প্রণালী ক্রমে প্রশ্নোত্তর স্বরূপে লিখিত হইল; দারাশেকো প্রশ্নকারক এবং বাবালাল উত্তর-কারক।

প্রশ্ন—ফকিরের পরম প্রার্থনীয় কি?

উত্তর—পরমাত্ম-জ্ঞান।

প্র—উদাসীনের শক্তি কি?

উ—পুরুষত্ব-শক্তি-বিনাশ।

প্র—জ্ঞান কি পদার্থ?

উ—যিনি হৃদয়ের ঈশ্বর তাঁহাকে হৃদয় সমর্পণ।

প্র—ফকিরের হস্ত কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে?

উ—কর্ণ দ্বয় আবরণার্থে।

প্র—কোন্ কর্ম্ম তাঁহার অতিশয় উপযুক্ত?

উ—দিবা রাত্র সতর্কতা।

প্র—তাঁহার কোন্ কর্ম্মে অকর্ম্মঠ হওয়া উচিত?

উ—অতি ভোজনে।

প্র—তাঁহার কি প্রকারে বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য?

উ—লোক-সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিভৃত স্থানে একমাত্র সত্যস্বরূপ চিন্তন করতঃ বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য।

প্র—তাঁহার আবাস কি?

উ—জগদীশ্বরের জীব সমুদায়।

প্র—তাঁহার রাজ্য কি?

উ—জগদীশ্বর।

প্র—তাঁহার নিকেতনের দীপ কি কি?

উ—সূর্য্য এবং চন্দ্র।

প্র—তাঁহার পর্য্যঙ্ক কি?

উ—ভূতল।

প্র—কোন্ কার্য্য তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য?

উ—যিনি সকলের প্রতিপালক এবং যাঁহার কিছুরই অভাব নাই, তাঁহার স্তুতি ও মহিমা কীর্ত্তন।

প্র—কোন্ পদার্থ ফকিরের উপযুক্ত?

উ—কেবল ঈশ্বর, আর কিছুই নহে।

প্র—কি প্রকারে ফকিরের জীবন যাপন হইয়া থাকে?

উ—ধন বিনা, অধীনতা বিনা, ও আকাঙ্ক্ষা বিনা।

প্র—ফকিরের কর্ত্তব্য কি?

উ—শ্রদ্ধান্বিত ও বিষয় বর্জ্জিত হওয়া।

প্র—কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বোত্তম?

উ—প্রেমিকের ধর্ম্ম অন্যান্য সকল ধর্ম্ম হইতে পৃথক্। যাহারা পরমেশ্বরকে প্রীতি করে, পরমেশ্বরই তাহারদের শ্রদ্ধাস্পদ ও ধর্ম্ম-স্থল। কিন্তু শুভকর্ম্ম করা সকল ধর্ম্মাবলম্বি লোকের পক্ষেই উত্তম। আর হাফেজ কহিয়াছেন; "সকল ধর্ম্মেরই এক উদ্দেশ্য, সকলেই আপন আপন প্রিয়তমের অনুসন্ধান করে। বিজ্ঞ আর অবিজ্ঞে বিশেষ কি? সমস্ত সংসারই প্রেমের আবাস। তবে গির্জ্জে ও মসজিদের কথা কেন কও।"

প্র—কাহার সহিত ফকিরের মিত্রতা করা কর্ত্তব্য?

উ—যিনি সৌন্দর্য্যের সম্রাট্।

প্র—কাহার নিকট তাঁহার অপরিচিত থাকা উচিত?

উ—ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, মিথ্যা এই সকলের নিকট।

প্র—তাঁহার বস্ত্র পরিধান করা কি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য?

উ—যাহারদের বুদ্ধির স্থিরতা আছে, তাহার

দের কটিদেশ আবরণ করা উচিত। যাহারা বাতুল, তাহারা উলঙ্গ থাকিলেও ক্ষমার পাত্র। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা টুপি ও আঙ্গ্রাখার উপর নির্ভর করে না।

প্র—ফকিরের কিরূপ আচরণ করা উচিত?

উ—অঙ্গীকার প্রতিপালন করা, এবং যাহা তাঁহার পালন করিবার সামর্থ্য নাই, তাহা অঙ্গীকার না করাই কর্ত্তব্য।

প্র—অনিষ্টকারির অনিষ্ট করা কর্ত্তব্য কি না?

উ—কাহারও অনিষ্ট করা ফকিরের পক্ষে উচিত নহে। তাঁহাকে ভাল মন্দ সমান জ্ঞান করিতে হয়। হাফেজ কহিয়াছেন "উভয় লোকের শান্তি এই দুই নিয়মের উপর নির্ভর করে; মিত্রের প্রতি প্রফুল্ল ভাব এবং শত্রুর প্রতি শান্তি ভাব।

প্র—সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করা ফকিরের পক্ষে আবশ্যক কি না?

উ—ইহা সাবধানতার কার্য্য, কিন্তু আবশ্যক কার্য্য নহে। যিনি সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করিয়াও পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করেন, তিনিই ফকির; আর যিনি ফকির হইয়াও বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন, তিনিই সংসারী। মৌলানা রুম কহিয়া গিয়াছেন, "সংসার কি? অর্থ, বস্ত্র, স্ত্রী, সন্তান এ সমস্ত বিস্মৃত হওয়া সংসার নহে; পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হওয়াই সংসার।

প্র—যে ফকিরের পূর্ণাবস্থা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার মনের ভাব কি প্রকার?।

উ—তাহা কেহ কখনও বর্ণনা করে নাই, এবং কেহ কদাপি বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে না। এক ব্যক্তি কহিয়াছেন, যে "কোন লোক আমাকে জিজ্ঞাসিলেক, প্রেমিকের মনের ভাব কি প্রকার? আমি উত্তর দিলাম, যখন তুমি প্রেমিক হইবে, তখনই জানিতে পারিবে।"

—

পুরুভুজ

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে পুরুভুজকে যেরূপ দেখায় তাহার প্রতিরূপ।
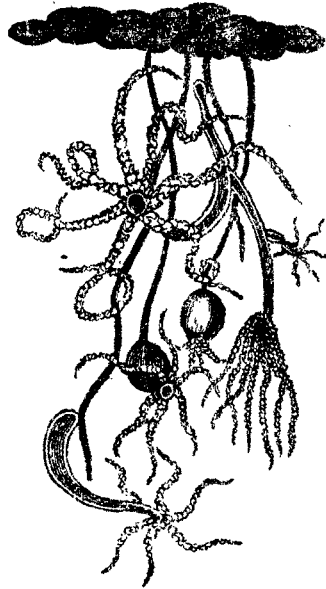
এস্থলে যে সকল প্রাণির প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, তাহার নাম পুরুভুজ। এই কীটের এপ্রকার আশ্চর্য্য স্বভাব, যে ইহাকে কর্ত্তন করিয়া যত খণ্ড করা যায়, তাহার এক এক খণ্ড বৃদ্ধি হইয়া এক এক টি নূতন পুরুভুজ হয়। বৃক্ষলতাদির কলম করিয়া রোপণ করিলে যে তাহা জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়, ইহা বহু কালাবধি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু প্রাণি বিশেষকে খণ্ড খণ্ড করিলে যে তাহার এক এক খণ্ড এক এক টি প্রাণী হয়, ইহা কস্মিন্ কালে কাহারও বিদিত ছিল না। পরে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেম্বলি নামে এক সাহেব পুরুভুজের এই গুণ নিরূপণ করিয়া লোকদিগকে চমৎকৃত করিলেন।

এই অসাধারণ জন্তুকে দুই খণ্ড করিলে, যে খণ্ডে মস্তক থাকে, তাহা হইতে এক নূতন পুচ্ছ নির্গত হয়, এবং যে খণ্ডে পুচ্ছ

থাকে, তাহা হইতে এক নূতন মস্তক উৎপন্ন হয়। এইরূপে প্রত্যেক খণ্ডের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইয়া এক একটি জন্তু হইয়া উঠে। অন্যান্য জন্তুর সন্তানোৎপাদনের রীতি যে প্রকার, পুরুভুজের সে প্রকার নহে। তাহার সন্তানেরা প্রথমে তাহার গাত্র হইতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, এবং ন্যূনাধিক দুই দিবসে সম্পূর্ণ সমুদায় অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার গাত্র হইতে পতিত হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই দ্বিতীয় পুরুভুজ এই প্রকারে পতিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার শরীরের উপর আর এক টা তৃতীয় পুরুভুজ, এবং কখন কখন সেই তৃতীয় পুরুভুজের গাত্রে আর এক টা চতুর্থ পুরুভুজ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এইরূপে, চারি পুরুষ পরস্পর একত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে।

এই সকল কীট কত বড় তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে, কারণ ইহারা আপন শরীর এরূপ সঙ্কোচ ও শিথিল করিতে পারে, যে কখন কখন এক বুরুল পরিমাণ দীর্ঘ ও শূকরের লোমের ন্যায় সূক্ষ্ম হয়, এবং কখন কখন বুরুলের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ মাত্র দীর্ঘ ও পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূল হয়। ইহারদের শরীর প্রায় গোলাকৃতি। তাহার এক দিকে মস্তক, আর এক দিকে পুচ্ছ। মস্তকের চতুর্দ্দিকে ছয়, আট, দশ, বা তদপেক্ষায় অধিক বাহু থাকে। বাহু দ্বারা খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া উদরস্থ করে, এবং যখন যে স্থানে থাকিতে ইচ্ছা হয়, তখন সেই স্থানে পুচ্ছ বদ্ধ করিয়া অবস্থিতি করে।

যত প্রকার পুরুভুজ আছে, সমুদায়ই প্রবাহ-বিশিষ্ট নির্ম্মল জল মধ্যে প্রস্তর, জলজ উদ্ভিজ্জ, অথবা কোন প্রকার দণ্ডে লগ্ন হইয়া থাকে। ইহারা পতঙ্গ ধরিয়া আহার করে; এবং যদি জল-পূর্ণ কাচ-পাত্রে রাখিয়া বারম্বার তাহার জল পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গাদি আহার করিতে দেওয়া যায়, তবে তাহার মধ্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। ইহারা অত্যন্ত লোলুপ ও ব্যগ্র হইয়া এরূপ সত্বরে ভোজ্য বস্তু গ্রাস করে, যে জীবিত পতঙ্গাদি সজীব থাকিতেই উদরস্থ হয়, এবং কখন কখন উদরস্থ হইয়াও পুনর্ব্বার পলায়ন করিয়া বাহিরে আইসে। কিন্তু একেবারে পলায়ন করিতে পারে না, পুনর্ব্বার ধৃত হইয়া মুখ মধ্যে প্রবেশিত হয়। পুরুভুজের ভুক্ত বস্তু পাকস্থলীতে জীর্ণ হইলে পরে, তন্মধ্যে যাহা অসার থাকে, তাহা মুখ দ্বারাই নির্গত হয়।

এ সকল কীট নদী প্রভৃতিতে থাকে। তদ্ভিন্ন আর কয় প্রকার পুরুভুজ আছে, তাহারা সমুদ্রে অবস্থিতি করে, একারণ তাহাদিগকে সামুদ্রিক পুরুভুজ বলে। তাহারদিগকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিলে, এক এক খণ্ড এক একটি জন্তু হয়। পলা, স্পঞ্জ প্রভৃতি এই শ্রেণিতে গণিত হইতে পারে।

আমরা সচরাচর যে পলা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা পলা নামক জন্তুর পঞ্জর। এই জন্তু সমুদ্রে উৎপন্ন হইয়া এক এক স্থানে রাশীকৃত হইয়া থাকে।

এইরূপ, কলিকাতায় যে স্পঞ্জ নামক দ্রব্য বিক্রীত হয়, এবং ইংরাজেরা যাহা ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাও স্পঞ্জ নামক প্রাণির পঞ্জর। যদিও ইহাকে জন্তু বলিয়া উল্লেখ করা গেল, কিন্তু বাস্তবিক, ইহা জন্তু কি উদ্ভিজ্জ তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। স্পঞ্জ সমুদায় উদ্ভিজ্জের ন্যায় চিরকাল এক স্থানে স্থিতি করে। ইহারা জন্তুর ন্যায় যে স্বেচ্ছানুসারে চলিতে পারে এমন কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং জন্তুর অঙ্গ ভগ্ন ও ছিন্ন করিলে যেরূপ ক্লেশ বোধ হইয়া থাকে, স্পঞ্জের সেরূপ ক্লেশানুভব হইবারও কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। এ সকল বিষয়ে ইহাকে বৃক্ষাদির সমান বোধ হয়। কিন্তু ইহার শরীরের গঠন জন্তুর শরীরের ন্যায়। অতএব, ইহা জীব কি উদ্ভিজ্জ তাহা স্থির করিয়া উঠা দুষ্কর। কিন্তু ইহাকে জন্তু মধ্যে গণনা করা একণকার অনেকানেক বিচক্ষণ পণ্ডিতের মত।

যে অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য পুরুষ জন্তু ও উদ্ভিজ্জের স্বভাব মিশ্রিত করিয়া এই সমস্ত ক্ষুদ্র জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার দ্বারা

তাঁহার কি আশ্চর্য্য শক্তি ও অপরিসীম জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে! তিনি জন্তুকে উদ্ভিজ্জের গুণ ও উদ্ভিজ্জকে জন্তুর গুণ প্রদান করিতে পারেন। তাঁহার অসাধ্য ব্যাপার কি আছে!

ধর্ম্মনীতি

পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে সকল উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়াছেন, ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষায় প্রধান। তিনি ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত প্রাণিকে ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগে সমর্থ করিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভে অধিকারি করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। এই ক্ষমতা থাকাতে মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে, এবং এই বিষয়ে চরিতার্থ হইলেই মনুষ্যের যথার্থ মহত্ত্ব রক্ষা পায়। সুখ যে এমন অনির্ব্বচনীয় পরম প্রার্থনীয় পদার্থ, ধর্ম্ম স্বরূপ রত্ন-জ্যোতি তদপেক্ষাও শতগুণ উৎকৃষ্ট। যদিও সকল লোকে প্রায় সুখোদ্দেশেই সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু যেস্থলে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে আপাততঃ সুখ হানির সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলে যিনি ধর্ম্মার্থে সুখ বিসর্জ্জন ও ক্লেশ স্বীকার করেন, আমরা স্বভাবতঃ তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অঙ্গীকার করি, এবং তাঁহাকে মনের সহিত প্রীতি ও ধন্যবাদ করি। আর যিনি তুচ্ছ সুখানুরোধে ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হন, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকি। যেরূপ পুষ্পের সহিত সুগন্ধের সম্বন্ধ, সেইরূপ ধর্ম্মের সহিত সুখের সম্বন্ধ বটে, কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান কালে স্বকীয় সুখোদ্দেশে কার্য্য করা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্বভাব-সিদ্ধ নহে। যখন কোন মহাত্মা কোন মনুষ্যকে গৃহদাহে দগ্ধ হইতে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে ধাবমান হন, তখন তিনি ঐহিক বা পারত্রিক সুখলাভের বিষয় আলোচনা করেন না, সুতরাং সুখ কামনায় এই দুরূহ ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হন না। মুমূর্ষু ব্যক্তির উপস্থিত দুঃখ ও আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া তাঁহার দয়াসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এবং তিনি স্বকীয় কারুণ্য স্বভাব বশতঃ দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও পরের ক্লেশ মোচন করিতে চেষ্টিত হন।

কোন সামান্য ব্যক্তি কোন ভোগাসক্ত ধনাঢ্যের পোশাকের অট্টালিকা, উত্তম বেশভূষা, বহু-মূল্য যান, ও আমোদ প্রমোদ প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুরূপ ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করিতে পারে কিন্তু সেই ব্যক্তিই, যে মহাত্মা যথার্থ ধর্ম্ম প্রচারার্থে কঠিন নিগ্রহ স্বীকার ও অশেষ যাতনা ভোগ করিয়াছেন, অথবা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনত্ব রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র পাঠ ও কীর্ত্তি শ্রবণ করিলে মনের সহিত প্রীতি ও সাধুবাদ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, মনুষ্যের পক্ষে ধর্ম্মরূপ মহারত্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই ধর্ম্মরূপ পরম পদার্থের স্বরূপ কি, এবং কোন্ কোন্ কর্ম্মই বা যথার্থ ধর্ম্ম তাহা বিবেচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিষয় নিরূপণ ও বিবরণ করা ধর্ম্মনীতি বিদ্যার উদ্দেশ্য।

অপর সাধারণ সকলেই কতকগুলি কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম, আর কতকগুলিকে অসৎ কর্ম্ম বলিয়া জানেন। ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, অজ্ঞানকে জ্ঞান প্রদান, বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার, উপকারির প্রত্যুপকার এ সমুদায়ই সৎকর্ম্ম। সেইরূপ, অর্থাপহরণ, পরপীড়ন, প্রতারণা, নরহত্যা এ সমুদায়ই অসৎ কর্ম্ম। কিন্তু আমরা কিনিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম এবং শেষোক্ত সমুদায় কর্ম্মকে অসৎ কর্ম্ম বলিয়া থাকি, তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এই বিষয় অনুসন্ধান ও নিরূপণ করা ধর্ম্মনীতির প্রথম উদ্দেশ্য।

আমারদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইলে, পরমেশ্বর আমারদিগকে কিরূপ মানসিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করিতে হয়। আমারদের মানসিক প্রকৃতি নিরূপিত হইলেই, আমারদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপিত হইবে।

পরম পিতা পরমেশ্বর মনুষ্যকে কিরূপ মানসিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, এবং কোন্ প্রয়োজন সাধনার্থ কোন্ মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বাহ্যবস্তুর স-

হিন্দু মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার বিষয়ক প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুষ্যের মনোবৃত্তি তিন প্রকার; নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি। কাম, অপত্যস্নেহ, অর্জনস্পৃহা, জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা প্রভৃতির নাম নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি; চক্ষু শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, কালানুভাবকতা, স্বরানুভাবকতা, উপমিতি, অনুমিতি প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা পদার্থ জ্ঞান ও বিচার-শক্তি জন্মে, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি, আর উপচিকীর্ষা, ভক্তি, ন্যায়পরতা এই তিন প্রধান প্রবৃত্তির নাম ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। যদিও পূর্ব্বে প্রায় সমুদায় বৃত্তির সংক্ষেপ বিবরণ করা গিয়াছে; কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম অবধারণ ও তাহারদের স্বরূপ নিরূপণ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক জ্ঞানের উপর অধিক নির্ভর করে, একারণ এ স্থলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্বরূপ ও কার্য্যাকার্য্য নির্দ্দেশ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

উপচিকীর্ষা।—পরের দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন করা পরম পবিত্র উপচিকীর্ষা বৃত্তির উদ্দেশ্য। কেবল অর্থ দান করিলেই দয়া প্রকাশ হয়, অন্য প্রকারে হয় না, এমত নহে। প্রত্যুত, সহস্র প্রকারে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, এবং জন সমাজের শুভ সম্পাদন করিয়া উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা যায়। পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির যত দূর সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহার উপায় করা, জ্ঞানোপদেশ, ধর্ম্মোপদেশ, সদালাপ, সৎপরামর্শ প্রদান প্রভৃতি শুভকর ব্যাপার দ্বারা সকলকে সুখি করিবার চেষ্টা করা, কর্কশ কথা ও কঠোর ব্যবহার দ্বারা অন্য লোককে নিরর্থক দুঃখিত করিতে না হয় একারণ ক্রোধ নিবারণ এবং বিনয় ও শিষ্টাচার অভ্যাস করা, লোকের যথার্থ দোষ উল্লেখ করিবার সময়েও রসনা হইতে নীরস শব্দ নিঃসারণ না করিয়া দয়া ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করা, পীড়িত লোকের নিকেতনে ও দরিদ্রদিগের কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাহারদের যন্ত্রণা রূপ অগ্নি-শিখায় বারি সেচন করা, চতুর্দ্দিকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-জ্যোতি বিকীর্ণ করিবার নিমিত্তে প্রাণপণে চেষ্টা করা, সমুদায় সংসারকে সুখামৃত-রসে অভিষিক্ত করিবার উদ্দেশে সকল কার্য্য সাধন করা এই পরম পবিত্র উপচিকীর্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্য। আপন সন্তানেরই হউক, মিত্রেরই হউক, অপর ব্যক্তিরই বা হউক, লোকের কল্যাণ প্রার্থনা ও সুখ চেষ্টা মাত্রই এই উপচিকীর্ষার কার্য্য। কোন বিষয়ে স্বার্থ চেষ্টা করা এ প্রবৃত্তির অভিসন্ধি নহে।

ভক্তি।—"মহৎও উত্তম গুণ মনে হইলেই ভক্তির উদয হয়।" পাত্র বিশেষে ভক্তি, মর্য্যাদা, ও আদর অবেক্ষা করা এই প্রধান প্রবৃত্তির কার্য্য। যে সকল ব্যক্তি গুণ, মান, বিদ্যা, ধর্ম্ম ও বয়সে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারদিগকে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা যায়; যাঁহারদিগের প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব আছে, তাঁহারদিগকে যে সমাদর ও সম্ভ্রম করা যায়; পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম শ্রবণ মাত্রে যে ভক্তি রস প্রকটিত হইয়া তাঁহারদিগকে পরম শ্রদ্ধাস্পদ জ্ঞান হয়, পুরাতন ভগ্ন দেবালয় ও অন্যান্য প্রাচীন অট্টালিকা দৃষ্টি করিলে যে শ্রদ্ধানুভব হয়, এ সমুদায়ই এই ভক্তি বৃত্তির কার্য্য। যাঁহার যত উৎকৃষ্ট গুণ দর্শন ও শ্রবণ করা যায়, তাঁহার প্রতি তত প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হয়। কিন্তু জগদীশ্বর যেমন ভক্তি-ভাজন, এমন আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই। তাঁহার অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়, পরমাশ্চর্য্য, পরাৎপর স্বরূপ চিন্তা করিলে, কাহার অন্তঃকরণ প্রগাঢ় ভক্তি রসে আর্দ্র না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইলে, পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের নিরাকার, নির্ব্বিকার, পরিশুদ্ধ স্বরূপ প্রতীত হইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ভাবের উদয় হয়, নতুবা সৃষ্ট ও মনঃকল্পিত দেব, দেবী, নদী, বৃক্ষাদির পূজা ও ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

ন্যায়পরতা।—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ বিষয়ে এই প্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উপকারি। পরের হিতাভিলাষ এবং পাত্র বিশেষে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ মাত্র উপচিকীর্ষা ও ভক্তি বৃত্তির কার্য্য। কিন্তু ইতি কর্ত্তব্যতা জ্ঞান, অর্থাৎ অমুক কর্ম্ম আমার কর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে, এপ্রকার জ্ঞান করা এ দুই বৃত্তির কার্য্য নহে, ইহা কেবল ন্যায়-

পরতার কার্য্য। যখন উপচিকীর্ষাবৃত্তি কোন যোগ্য পাত্রকে অর্থদান করিতে প্রবৃত্তি দেয় এবং ভক্তিবৃত্তি কোন শ্রদ্ধাস্পদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তখন তাহারদের আদেশানুসারে দান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম এ প্রকার জ্ঞান হওয়া ন্যায়পরতাবৃত্তির কার্য্য।

ন্যায় অন্যায় প্রতীতি করাও এই প্রবৃত্তির কার্য্য। ফলতঃ, বিচারাগারে যত বিচার-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা কেবল ন্যায়পরতা ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি দোষির দোষ নিরূপণ, অভিসন্ধি অবধারণ এবং তাহার ফলাফল বিবেচনা করিয়া থাকে; কিন্তু সেই কর্ম্মটি ন্যায্য কি অন্যায় তাহা কদাপি প্রতীতি করিতে পারে না। কোন বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে, বুদ্ধিবৃত্তি তৎসম্পর্কীয় সমুদায় ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া থাকে, পরে ন্যায়পরতাবৃত্তি অগ্রসর হইয়া তাহা গর্হিত বা অগর্হিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ন্যায্যান্যায্য জ্ঞান করা কেবল ন্যায়পরতাবৃত্তিরই কার্য্য।

অপরাপর বৃত্তিকে শাসন ও সংযম করা ন্যায়পরতার কার্য্য। যখন জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা বলবতী হইয়া উঠে, তখন ন্যায়পরতা তাহারদের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। যখন তাহারা অত্যন্ত প্রবল হইয়া পরের উপর আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন ন্যায়পরতা এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিতে থাকে, যে আত্ম রক্ষা ও আততায়ি নিবারণার্থে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু আততায়ী হইয়া অন্যের উপর আক্রমণ করা উচিত নহে। যখন অর্জ্জনস্পৃহা বলবতী হইয়া কাহারও অর্থাপহরণ করিতে উদ্যত হয়, তখন ন্যায়পরতা উপস্থিত হইয়া এইরূপ আদেশ করে, যে পরিবার প্রতিপালন ও পরোপকার সাধনার্থ যথা নিয়মে অর্থোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তদর্থে পরধন হরণ করা কোন মতে উচিত নহে। যখন উপচিকীর্ষাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া পাত্রাপাত্র ও ন্যায্যান্যায্য বিবেচনা-বিবর্জিত হইয়া সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে প্রবৃত্তি দেয়, তখন ন্যায়পরতা উত্থিত হইয়া এইরূপ উপদেশ করিতে থাকে, দান ধর্ম্ম প্রধান ধর্ম্ম বটে, কিন্তু অপাত্রে ও অন্যায় স্থলে দান করা উচিত নহে। কৃপণতা দোষ বটে, কিন্তু অতিব্যয়শীলতাও সামান্য দোষ নহে। প্রগাঢ় ভক্তি থাকাতে পরম্পরাগত প্রাচীন আচার ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধানুভব হয়, পূর্ব্ব পুরুষদিগের পুণ্য ও কীর্ত্তি সমুদায় অধিক করিয়া বর্ণনা করিতে প্রবৃত্তি হয়, প্রাচীন শাস্ত্রকার ও গ্রন্থকারদিগকে অতিমাত্র শ্রদ্ধাস্পদ ও তাঁহারদের বাক্য অবশ্য-গ্রহণীয় বলিয়া জ্ঞান হয় এবং অত্যন্ত অনভিজ্ঞ দীক্ষাগুরুকেও দেবতুল্য এবং তাঁহার উপদেশ পরম পবিত্র ও অবশ্য-প্রতিপাল্য বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু মহীয়সী ন্যায়পরতাবৃত্তি মার্জ্জিত বুদ্ধিকে সহায় করিয়া এই প্রকার সৎপরামর্শ প্রদান করিতে থাকে, যে তাহারও মিথ্যা গুণানুবাদ ও কল্পিত কথায় বিশ্বাস করা উচিত নহে। পরম্পরা-প্রচলিত বলিয়া কোন যুক্তি বিরুদ্ধ আচার ব্যবহার অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে, এবং জগদ্বিখ্যাত প্রাচীন শাস্ত্রকারেরাও যদি অপ্রামাণিক কাল্পনিক ধর্ম্ম উপদেশ করেন, তথাপি তাহা কোন ক্রমে গ্রাহ্য নহে। আর যদি অদ্য কোন অজ্ঞাত-কুল-শীল সামান্য ব্যক্তি কোন যুক্তিসিদ্ধ প্রামাণিক মত নূতন প্রচার করেন, তবে তাহা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ন্যায়পরতাবৃত্তি এইরূপ সমুদায় বৃত্তিকে সংযত করিয়া রাখে, এবং তদ্দ্বারা যে বিষয়ে যে বৃত্তি যত দূর চালনা করা উচিত, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

ন্যায়পরতাবৃত্তি কেবল অন্যান্য বৃত্তির শাসন করিয়া নিরস্ত থাকে না, স্থল বিশেষে তাহারদের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া কার্য্য করে। অন্যান্য বৃত্তি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা না করিয়া স্ব স্ব স্বভাবানুসারে আপনা হইতে যে সমস্ত বিহিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেয়, ন্যায়পরতা তাহারদের সঙ্কুচিত না হইয়াও তাহার বিধি দিয়া থাকে। যাহার অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ অর্থোপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্তি হয় না, ন্যায়-

পরতা তাহাকে পরিবার প্রতিপালনাদির নিমিত্ত যত্ন ও পরিশ্রম করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ প্রদান করে। যদি উপচিকীর্ষা বৃত্তির তাদৃশ তেজ না থাকাতে দীনের প্রতি দয়ার সঞ্চার না হয়, তবে ন্যায়পরতা দরিদ্রের দুঃখ বিমোচন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অনুমতি প্রদান করে। অতএব, এই অত্যুৎকৃষ্ট পরম পবিত্র প্রবৃত্তি মনুষ্যের মহোপকারী এবং ধর্ম্মের প্রধান মূল।

যাঁহার ন্যায়পরতা বৃত্তি অতিশয় তেজস্বিনী, তিনি কেবল অন্যের শরীর ও সম্পত্তি বিষয়ক অনিষ্ট সাধন পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত থাকেন না; বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে অন্যের সুখ্যাতি লোপ, প্রণয় হানি, ধর্ম্মনাশ, ও অভিপ্রায়ের প্রতি দোষারোপ করাও বিষম গর্হিত বলিয়া জানেন। কিন্তু আপনারই হউক, আর পরেরই হউক, যথার্থ দোষ দেখিলে, অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া পারেন। সত্য, ঋণ, পণ ও বাক্য-বন্ধ হইতে চাহেন না, কিন্তু ঋণ পরিশোধে ও প্রতিশ্রুত প্রতিপালনে সর্ব্বদা সত্বর থাকেন।

সত্যের প্রতি প্রীতি হওয়াও ন্যায়পরতার গুণ। এই পরম শুভকরী বৃত্তি প্রবল থাকিলে, সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে অনুরাগ হয়, কোন তত্ত্ব নিরূপিত হইলে তাহা অবাধে পরিজ্ঞান ও অঙ্গীকার করিতে সামর্থ্য ও উৎসাহ জন্মে, এবং সত্যকে সর্ব্ব-প্রধান জানিয়া তাহার বিশ্বাস ও তাহারই উপর নির্ভর করিতে প্রবৃত্তি হয়। যে মহাত্মার প্রবল ন্যায়পরতা আছে, তিনি সত্যের নিমিত্তে অকুতোভয়ে অম্লান বদনে লোক-নিন্দা সহ্য করিতে পারেন, স্থল বিশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত থাকেন। আর যাঁহার ন্যায়পরতা বৃত্তি অতি দুর্ব্বল, কোন প্রস্তাবের প্রামাণ্য বিষয়ে তাঁহার তাদৃশ নিষ্ঠা ও প্রগাঢ় প্রযত্ন থাকে না। তিনি বিশিষ্টরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলেও মত বিশেষ বা অভিপ্রায় বিশেষের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন। তিনি চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি সমস্ত লোককে যেরূপ ব্যবহার করিতে দেখেন, সেইরূপ করিয়া থাকেন। তৎসমুদায় প্রামাণিক কি অপ্রামাণিক তাহা বিশেষ বিবেচনা করেন না।

এইরূপ, ন্যায়পরতা প্রবৃত্তি অপরাপর সমুদায় বৃত্তির প্রধান হইয়া তাহারদিগকে যথা নিয়মে শাসন ও স্ব স্ব বিষয়ে চালনা করে, এবং এই বৃত্তি যে অন্যান্য সমস্ত বৃত্তির অধিপতি স্বরূপ, তাহা মনে মনে অনুভূত হইয়াও থাকে। এই প্রকার বোধ থাকাতেই, প্রবল ন্যায়পরতা-বিশিষ্ট, মহানুভাব মনুষ্যেরা সত্য পালন ও সত্য জ্ঞান প্রচারার্থে ধন, মান, খ্যাতি, প্রভুত্ব সমুদায় বিসর্জ্জন দিতে পারেন। যদিও ন্যায়পরতা এই প্রকার অশেষ উপকারিণী, কিন্তু কার্য্যকালে অন্যান্য ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সহিত মিলিত হওয়াও আবশ্যক। যাহার এই বৃত্তি অতিমাত্র প্রবল, কিন্তু উপচিকীর্ষা বৃত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহার ক্ষমা, শিষ্টতাদি গুণের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। যদি তাঁহার ভৃত্য ভ্রমক্রমে এক স্থানের দ্রব্য অন্য স্থানে রাখে, তবে তিনি ইহাকে বিষম বিগর্হিত দণ্ডার্হ কার্য্য জ্ঞান করিয়া তিরস্কার করিতে থাকেন।

সৎকর্ম্ম করিলে যে অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকে, আর তাহার বিরুদ্ধ চরণ করিলে মনের গ্লানি ও অনুশোচনা উপস্থিত হয়, ইহাও ন্যায়পরতার কার্য্য। যিনি এরূপ কহিতে পারেন, যে আমি নিরপরাধ ও নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করিতেছি—যথাসাধ্য পরোপকার ব্রত পালন করিতেছি—সকলের সহিত অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ন্যায়যুক্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত রহিয়াছি,—প্রগাঢ় ভক্তি ও সাতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে পরমেশ্বরকে অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছি, তিনি অতি অপ্রাকৃত মনুষ্য, তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত অতি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় বিশুদ্ধ সুখের নিকেতন। তিনি আপনার নির্ম্মল-জল-তুল্য পবিত্র চরিত্র পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন। যদিও তাঁহার সাধু ব্যবহার সংসারস্থ সমস্ত মনুষ্যের অগোচর থাকে, সুতরাং একবার মাত্রও লোক-মুখে স্বীয় সুখ্যাতি শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, তথাপি তিনি আপনাকে ধর্ম্মরূপ ব্রত পালনে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিয়া

অত্যাশ্চর্য্য অনুপম সুখ সম্ভোগ করেন। জ্ঞানান্ধকে জ্ঞানোপদেশ, দুঃখির দুঃখ মোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার ইত্যাদি কোন স্বানুষ্ঠিত একটি সৎক্রিয়া এক বার মাত্র স্মরণ করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, অখণ্ড ভূমণ্ডলের আধিপত্য রূপ প্রচুর মূল্য প্রাপ্ত হইলেও তাহা বিক্রয় করা যায় না। সকলের শুভ সাধন করাই দীন-দয়ালু ধর্ম্মশীল ব্যক্তির সঙ্কল্প, অতএব তিনি সকলেরই প্রিয় হইতে পারেন। আর যদি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূঢ় লোকে তাঁহার কর্ম্মের মর্ম্ম বোধে অসমর্থ হইয়া দ্বেষ প্রকাশ ও অনিষ্ট চেষ্টা করে, তথাপি তাঁহার কি করিতে পারে? তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত হউক না কেন, কিন্তু তিনি হৃদয় রূপ ভাণ্ডারে যে অমূল্য সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কাহারও স্পর্শ করিবার সামর্থ্য নাই।

আত্মপ্রসাদ যেমন পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার, আত্মগ্লানি ও গতানুশোচনা সেইরূপ পাপানুষ্ঠানের গুরুতর প্রতিফল। যখন কোন দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায়ের অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন আমরা তাহাকে চরিতার্থ করিয়া পাপ পঙ্কেতে বদ্ধ হই। তৎকালে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় উচ্চৈঃস্বর নিঃসারণ পূর্ব্বক নিবারণ করিলেও আমরা তাহাতে শ্রুতি পাত করি না। কিন্তু রিপু সকল চরিতার্থ হইয়া অচিরে নিরস্ত হয়, এবং তখন গতানুশোচনা রূপ অন্তর্দাহ আরম্ভ হইতে থাকে। তখন ন্যায়পরতা বৃত্তি বলবতী হইয়া গুরুতর রূপ তিরস্কার করিতে থাকে। মনুষ্য আপনার কুব্যবহার দ্বারা যাহার সুখ রত্ন হরণ করিয়াছেন, অথবা বলে ও কৌশলে যাহার ধর্ম্ম রূপ বিশুদ্ধ ভূষণ ভ্রষ্ট করিয়াছেন, চিত্ত ভূমিতে তাহার মলিন মূর্ত্তি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে থাকে। আমার দ্বারা অমুকের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, বা অমুকের পরিবার দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে, অথবা সংসারের দুঃখ-স্রোত এত দূর বৃদ্ধি হইয়াছে, আমি জন্ম গ্রহণ না করিলে ভূমণ্ডলে পাপ-প্রবাহ এক্ষণকার অপেক্ষায় অবশ্য কিছু না কিছু মন্দীভূত থাকিত; এরূপ স্মরণ ও চিন্তা করা দুঃসহ যাতনার বিষয়। যেব্যক্তি এরূপ আলোচনা করিয়া ও আপনার মন স্থির রাখিতে পারে, তাঁহার হৃদয় পাষাণময় তাহার সন্দেহ নাই। যিনি কোন সময়ে দুর্ব্বিপাক বশতঃ স্বকীয় নিষ্কলঙ্ক মুখ কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক কোন নিরীহ সামান্য ব্যক্তিকে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছেন, তাঁহার আন্তরিক গ্লানি ও অনুতাপ-জনিত বিষম যন্ত্রণা চিন্তা করিলে, সেই কুটীর বাসী পর্ণ-শয্যা-শায়ী প্রতারিত ব্যক্তিরও অন্তঃকরণ দয়ার্দ্র হয়। নিদ্রা যেমন পরিশ্রান্ত ক্লান্ত ব্যক্তির অবসন্ন শরীরে ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হইয়া তাহার অজ্ঞাতসারে অল্পে অল্পে নেত্র দ্বার ভারাক্রান্ত ও নিমীলিত করে; সেই প্রকার, পাপ রূপ পিশাচ নিঃশব্দে পদ নিক্ষেপ করত অল্পে অল্পে অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিয়া অবশেষে সম্পূর্ণরূপ অধিকার করে। আমোদ প্রমোদ যে সমস্ত পাপের প্রত্যক্ষ ফল রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহারও সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে চিরকাল অবাধে কোন ধর্ম্ম ব্রত পালন করিয়া পরিশেষে রিপু বিশেষের বশীভূত হইয়া পাপ পথে পদ চালনা করেন, তিনিই জানেন, অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ন্যায়পরতা বৃত্তি আমারদিগকে অধর্ম্ম পথে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রকার তিরস্কার করিতে থাকে, কিন্তু আমরা সে উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক যত অত্যাচার করি, ততই আমারদের পাপাচরণ অভ্যাস পায়, এবং অভ্যাস পাইলে ক্রমে ক্রমে গ্লানি ও অনুতাপ-জনিত যাতনার হ্রাস হইয়া আইসে; কারণ, যেমন প্রস্তরের উপর পুনঃ পুনঃ খড়্গাঘাত করিলে খড়্গের ধার ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হয়, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ পাপাচারণ দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া ন্যায়পরতা দুর্ব্বল হয়, সুতরাং তাহার তিরস্কার করণের শক্তি ম্লান হইয়া মনুষ্যকে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন করিয়া ফেলে। মনুষ্য হইয়া কেবল রিপু-পরতন্ত্র ও রিপু সেবায় অনুরক্ত এবং পুণ্য-জনিত পবিত্র সুখে

বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষায় দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে?

কিন্তু, পাপ করিলে সকলের মনে সমান গ্লানি ও সমান অনুশোচনা হয় এমত নহে। যাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী, কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহার যেরূপ মনস্তাপ হয়, ইতর ব্যক্তির সেরূপ কখনই হয় না। যাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বভাবতঃ ক্ষীণ, সে পাপ পঙ্কে লিপ্ত হইলে ধর্ম্ম-মূলক পরম পবিত্র বিমল সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হয়, এবং পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ করাতে অবিলম্বে রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত ও অন্যান্য প্রকারে নিগৃহীত হইয়া স্বেচ্ছানুযায়ি উপদ্রব করিতে অসমর্থ হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

একাদশোধ্যায়ঃ

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

যাঁহাতে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই; যাঁহার কোন ক্ষয় নাই; যিনি অনাদি, অনন্ত, ও সকল প্রকার মহৎ পদার্থ হইতে মহৎ এবং নিত্য ও নির্ব্বিকার; তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত্যু মুখ হইতে প্রমুক্ত হয়।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্মযা সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতেতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, এ প্রযুক্ত তিনি প্রকাশ পায়েন না। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা একনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দৃষ্টি করেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং॥

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা অথবা বহুশ্রবণ দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে পায়; পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

হে জীব সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও, এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতেরা জ্ঞান পথকে শানিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন।

তদেতৎ ব্রহ্মাপূর্ব্বং এতদমৃতমভয়ং শান্তউপাসীত॥

সেই যে এই ব্রহ্ম, ইঁহার আর কোন পূর্ব্ব কারণ নাই, ইনি অমৃত ও অভয়। শান্তচিত্ত হইয়া ইঁহার উপাসনা করিবেক।

ইতি প্রথমখণ্ডে একাদশোধ্যায়ঃ।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

১৩৫ সংখ্যক পত্রিকার ১১ পৃষ্ঠার পর।

জনমেজয় কহিলেন, এই ব্রাহ্মণ কুমার বয়সে বালক হইয়াও বুদ্ধি ও জ্ঞানে বৃদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। আমার মতে ইনি বালক নহেন, বৃদ্ধ। আমি ইঁহাকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। হে সদস্যগণ! আপনারা এবিষয়ে যথাবিহিত আদেশ করুন।

সদস্যগণ কহিলেন, ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজাদিগের মান্য; বিশেষতঃ যে ব্যক্তি বিদ্বান্ হন, তিনি বিশেষ মান্য। ইনি মহারাজের সর্ব্বপ্রকার বরদান পাত্র। কিন্তু যাহাতে নাগরাজ তক্ষক মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া ত্বরায় আমারদের বশে আইসেন তাহাও চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর রাজা বরদানে উদ্যত হইয়া তুমি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর, আস্তীককে ইহা কহিতে উপক্রম করিবামাত্র, হোতা অতি হৃষ্টচিত্তে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! তক্ষক এখনও আইসে নাই।

জনমেজয় কহিলেন, যাহাতে আমার এই কর্ম্ম সমাপন হয়, এবং যাহাতে তক্ষক শীঘ্র আইসে আপনারা সকলে তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্নবান্ হউন; তক্ষক আমার

পরম শত্রু। ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে যেরূপ কহিতেছে এবং যজ্ঞীয় হুতাশন যেরূপ ব্যক্ত করিতেছেন, তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, তক্ষক প্রাণভয়ে কাতর হইয়া ইন্দ্রের ভবনে অবস্থিতি করিতেছে।

লোহিত নয়ন, পুরাণবেত্তা, মহাত্মা সূত পূর্ব্বে যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ কালে বিঘ্ন সম্ভাবনা কহিয়াছিলেন, এক্ষণেও নরপতি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! বিপ্রগণ যাহা কহিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। পুরাণ শাস্ত্রে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে নিবেদন করিতেছি, দেবরাজ ইন্দ্র তক্ষককে এই বর দিয়াছেন, তুমি আমার নিকটে থাক, অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না।

যজমান দীক্ষিত রাজা শুনিয়া সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং হোতাকে কর্ম্ম সমাপন বিষয়ে সত্বর হইবার নিমিত্ত বারম্বার কহিতে লাগিলেন। হোতাও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তক্ষককে আহ্বান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহানুভব দেবরাজ বিমানারোহণ পূর্ব্বক ব্যোম মণ্ডলে উপস্থিত হইলেন; জলধরগণ, বিদ্যাধরগণ এবং অপ্সরোগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিল, দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। নাগরাজ তক্ষক তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্রে বদ্ধ ছিল, সে ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া অত্যন্ত অসুখে কাল হরণ করিতে লাগিল।

রাজা তক্ষকের প্রাণদণ্ড করিবার নিমিত্ত একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছিলেন, অতএব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার ঋত্বিক্‌দিগকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! যদি তক্ষক ইন্দ্রের ভবনে থাকে তবে তাহাকে ইন্দ্র সহিত হুতাশনে পতিত করুন। হোতা রাজা জনমেজয়ের এইরূপ আদেশ পাইয়া ইন্দ্র সহিত তক্ষককে উদ্দেশ করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন।

হোতা এইরূপে আহুতি প্রদান করিলে দৃষ্ট হইল, ইন্দ্র ও তক্ষক ব্যাকুল হইয়া আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছেন। তথা হইতে যজ্ঞ দর্শন করিয়া ইন্দ্র যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন এবং তক্ষককে পরিত্যাগ করিয়া আপন আলয়ে পলায়ন করিলেন।

এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র প্রস্থান করিলে পর, তক্ষক ভয়ে অচেতন হইয়া মন্ত্র প্রভাবে যজ্ঞীয় অগ্নি সন্নিধানে উপস্থিত হইল, তখন ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, মহারাজ! তোমার কর্ম্ম বিধি পূর্ব্বক সম্পন্ন হইল, এখন আপনি এই ব্রাহ্মণকুমারকে বরদান করিতে পারেন।

অনন্তর জনমেজয় আস্তীককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে [illegible] ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার! আমি তোমাকে অনুরূপ বর প্রদান করিতেছি, তুমি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর, যদি তাহা অদেয়ও হয় তথাপি দান করিব।

ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, মহারাজ! ঐ দেখ, তক্ষক তোমার বশে আসিতেছে; তাহার কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনা যাইতেছে। নিশ্চিত বোধ হইতেছে ইন্দ্র তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাহাতেই মন্ত্রবলে বিবশ, অচেতন ও ঘূর্ণমান হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আসিতেছে।

নাগরাজ তক্ষক হুতাশনে পতিত হয়, এমত সময়ে আস্তীক অবসর বুঝিয়া কহিলেন, রাজন্ জনমেজয়! যদি আমাকে বর দিবে তাহা হইলে আমি এই প্রার্থনা করি, তোমার এই যজ্ঞ রহিত হউক এবং সর্পগণ যেন আর এই যজ্ঞীয় হুতাশনে পতিত না হয়।

রাজা এইরূপে প্রার্থিত হইয়া অসন্তুষ্ট মনে আস্তীককে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্বর্ণ, রজত, গো অথবা আর যাহা কিছু প্রার্থনা কর, তাহা তোমাকে দিতেছি, আমার যজ্ঞ রহিত করিও না। আস্তীক কহিলেন রাজন্! আমি তোমার নিকট স্বর্ণ, রজত অথবা গোধন প্রার্থনা করি না; আমার এই মাত্র প্রার্থনা তোমার যজ্ঞ রহিত হউক, তাহা হইলে আমার মাতৃকুলের মঙ্গল হয়।

জনমেজয় আস্তীক কর্ত্তৃক এইরূপ নিবেদিত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠ! তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর, কিন্তু তিনি কোন মতেই অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না। তখন

[illegible] ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

[illegible] শ্রী[illegible] [illegible] [illegible]

স্বপ্নদর্শন

[illegible] কি দেখিলাম ! এমত অদ্ভুত স্বপ্ন [illegible] দেখি নাই। এমত কলরব-পরিপূর্ণ [illegible] কোথাও দৃষ্টি করি নাই। [illegible] ভূমি খণ্ডের মধ্য স্থলে এক [illegible] পর্ব্বত দর্শন করিলাম। সে পর্ব্বত [illegible] উচ্চ, যে তাহার শিখর [illegible] ভেদ করিয়া উঠি[illegible]। তাহার পার্শ্বদেশ অত্যন্ত বন্ধুর ও দুরা[illegible]; মনুষ্য ব্যতিরেকে আর কোন জন্তুর তথায় আরোহণ করিবার সামর্থ্য নাই। আমি অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কখনও উর্দ্ধ নেত্রে পর্ব্বতের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, কখনও বা লোক সমারোহ এবং তাহারদের নানা প্রকার [illegible] চেষ্টা, ঔৎসুক্যাদি নিরীক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করত ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছিলাম।

এই অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত ব্যাপারের [illegible] কিছুই অনুভব করিতে না পারিয়া ম্রিয়মাণ হইতেছিলাম, এমত কালে এক পরম সুন্দরী বিদ্যাধরী আমার ললাটদেশ বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ আমার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন, "তুমি কি চিন্তা করিতেছ, এই প্রশস্ত ক্ষেত্রের নাম কর্ম্ম-ক্ষেত্র, ঐ মহাশৈলের নাম কীর্ত্তিশৈল, উহার শিখর দেশে কীর্ত্তিদেবী অধিষ্ঠিত আছেন ; যাবদীয় কীর্ত্তি-সেবকেরা তাঁহার সেবার্থে তৎসন্নিধানে গমন করিতেছে।" বিদ্যাধরী সমীপে [illegible] শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি অপার আনন্দ অনুভব করিলাম, এবং কহিলাম, "দেবি তোমার অনস্তাদিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে যদি অভয় প্রদান কর, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি কে, আমাকে বিশেষ করিয়া বল।" তিনি কহিলেন, "আমি বিদ্যাধরী, আমার নাম প্রজ্ঞা, তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাকুল দেখিয়া এখানে আবির্ভূত হইয়াছি ; যদি কীর্ত্তিদেবীর মূর্ত্তি ও কীর্ত্তিসেবকদিগের কৌতুক দর্শন করিবার বাসনা থাকে, আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর, সমস্ত দর্শন করাইব।" আমি তাঁহার এই আশ্বাস-[illegible] বিশ্বাস করিয়া পরম পুলকিত চিত্তে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবামাত্র পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে [illegible] বংশী ধ্বনি হইতে লাগিল। [illegible] সেই সুধাময় মধুর রব যাহারদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, তাহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল এবং তাহারদের চিত্ত ভূমিতে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-নীর [illegible] ও [illegible] উৎসাহ-তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। [illegible] তাহারদের মুখ-মণ্ডল এমন [illegible] হইয়া উঠিল, বোধ হইল, যেন [illegible]

মরণ-ধর্ম্ম-শীল মানব স্বভাব অতিক্রম করিয়া অমর ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেস্থানে যে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকেই সে সুধাসিক্ত সংগীত শ্রবণ করে নাই. আর কতক গুলি লোকে অল্প অল্প শ্রবণ করিয়াও তাহার স্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক সুখানুভব করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে আমি অত্যন্ত সমুৎসুক ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পরমারাধ্য বিদ্যাধরকে ও বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি কহিলেন "ঐ বৃহৎ পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে যে তিন প্রত্যন্তপর্ব্বত দৃষ্টি করিতেছ, তাহার এক এক পর্ব্বতে এক একটা যক্ষ বাস করে। তাহারা দেবতুল্য বেশ ভূষা করিয়া এক এক নিবিড় নিকুঞ্জে অবস্থিতি পূর্ব্বক লোকের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করে। সেই তিনটা যক্ষ যাহারদের অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ নহে। তাহারদের নাম কি জান? অজ্ঞান, আলস্য ও আমোদ। বিদ্যাধর যাহা বলিলেন, বাস্তবিকও তাহাই প্রত্যক্ষ হইল; সকল জাতীয় যাবতীয় হীনবুদ্ধি অকর্ম্মণ্য সামান্য মনুষ্য তৎক্ষণাৎ নিজে সেই কুটিল-স্বভাব বিশ্বঘাতক যক্ষদিগের কুমন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া তাহারদের প্রলোভন বাক্যে মুগ্ধ হইল, আর উদার বুদ্ধি ধর্ম্মশীল পুরুষেরা কীর্ত্তি দেবীর বংশী ধ্বনি শ্রবণ মাত্রে মহোৎসাহ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র দলবদ্ধ হইয়া মহাশৈল আরোহণার্থে উদ্যত হইলেন। সেই সুধাময় মধুর ধ্বনি তাহারদের কর্ণকুহরে যত প্রবিষ্ট হইল, ততই মিষ্ট বোধ হইয়া তাঁহারদের উৎসাহশিখা প্রজ্বলিত করিতে লাগিল।

দেখিলাম, তাঁহারা অত্যন্ত উৎসুক্য সহকারে পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে যে বস্তু সমভিব্যাহারে লইলে সেই পর্ব্বত আরোহণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার কোন না কোন বস্তু সঙ্গে করিয়া চলিলেন; কেহ একখানি শাণিত প্রখর তরবার, কেহ কোন পরিপাটী পুস্তক, কেহ একটি সুন্দর দূরবীক্ষণ, কেহবা এক গোল বস্ত্র, ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যক্তি এক এক সামগ্রী সঙ্গে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেখি, মনুষ্য-বিরচিত প্রায় সমুদায় প্রধান প্রধান দ্রব্য তথায় সংগৃহীত হইয়াছে। যাত্রিবা সকলে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া নানা পথে আরোহণ করিতে লাগিল। অনেকে এরূপ সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্রতর পথ অবলম্বন করিলেক, যে তদ্দ্বারা শিখর পর্য্যন্ত আরোহণ করিবার সম্ভাবনা নাই, কিয়দ্দূর উঠিয়াই স্থগিত হইতে হয়। ভূমণ্ডলস্থ শিল্পকার ও গ্রন্থকারদিগের মধ্যে দক্ষতর ব্যক্তি এই সকল সঙ্কীর্ণ পথের পথিক হইয়াছিলেন।

আমারদের বামপার্শ্বে অন্য এক সম্প্রদায় দর্শন করিলাম, তাহারা অতি কুটিল বক্রর পথ অবলম্বন করাতে সর্ব্বদা দিগ্‌ভ্রম হইয়া বিপথগামী হইতেছিলেন। ইহাতে দেখি, তাঁহারা পরিশ্রম ও কর্ম্ম-দক্ষতা বিষয়ে অন্য কোন সম্প্রদায় অপেক্ষায় ন্যূন না হইয়াও অধিক দূর আরোহণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। কেহ কেহ অনবরত এক প্রহর কাল ক্লেশ করিয়া যত দূর উত্থিত হইয়াছিলেন, সহসা একবার পদস্খলন হইয়া নিমেষ মাত্রে তাহার দ্বিগুণ পথ অধোগমন করিলেন। দেখি, রাজ-নিয়ম-ব্যবসায়ি কত শত সুবিখ্যাত ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারদের মানস, জ্ঞানের সিংহাসন হরণ করিয়া চতুরতা ও ধূর্ত্ততাকে প্রদান করেন।

এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতে করিতে অনেক দূর আরোহণ করিলাম। আরোহণ করিয়া দেখি, পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তি অন্যান্য যত পথ দৃষ্টি করিয়াছিলাম, সমুদায় আসিয়া দুই প্রশস্ত পথে মিলিত হইয়াছে, সুতরাং সেই সমস্ত পথের সমুদায় যাত্রি এই দুই বৃহৎ পথ প্রবেশ পূর্ব্বক দুই বৃহৎ সম্প্রদায় হইল।

এই দুই প্রশস্ত পথের প্রবেশ-দ্বারের অনতিদূরে এক এক ভীষণাকার যক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। তাহার এক জন ধূম্র-বর্ণ, দীর্ঘ-দন্ত, কুটিল-নেত্র এবং [illegible]পরিধান*। তা-

---

*পুরাণে যক্ষের এই প্রকার রূপ বর্ণনা আছে।

হার হস্তে এক ভয়ঙ্কর লৌহ-দণ্ড ছিল, যত ব্যক্তি তাহার সমীপবর্ত্তি পথ দ্বারা গমন করিতেছিল, তাহারদের সকলেরই সম্মুখভাগে সেই দণ্ড ঘন ঘন চালনা করিতে লাগিল; লোকে তাহা দেখিবামাত্র ভয়ে কম্পমান হইয়া পশ্চাদ্ভাগে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক "মৃত্যু" "মৃত্যু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আর যে যক্ষ দ্বিতীয় পথের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহার নাম দ্বেষ। তাহার হস্তে যম-দণ্ডের ন্যায় কোন সাংঘাতিক অস্ত্র ছিলনা বটে, কিন্তু সে যেপ্রকার বিকট ও উৎকট মুখভঙ্গি ও বিষ-পূরিত মৃদু-স্বরে পর পরিবাদ আরম্ভ করিল, এবং অতি ভয়ানক ভ্রূভঙ্গি প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলের প্রতি যেরূপ বিষ-দৃষ্টি করিতে লাগিল, তাহাতে মৃত্যু অপেক্ষাও তাহাকে ভয়ানক জ্ঞান হইল। এমন কি, আমারদের সমভিব্যাহারি শত শত যাত্রি তাহার আকার দর্শন ও বাক্য শ্রবণে ভগ্নোৎসাহ হইয়া শৈলারোহণে নিবৃত্ত হইল। এই দুই ক্রুর-স্বভাব যক্ষ দৃষ্টি করিয়া আমার যেরূপ হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বংশী-ধ্বনি পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হওয়াতে অভিনব উৎসাহ সঞ্চার ও সাহস বৃদ্ধি হইল, এবং ক্রমশঃ হৃদয়-ভূমি ভীরুতা রূপ কুজ্ঝটিকা হইতে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মুক্ত হইতে লাগিল। যাহারদের হস্তে প্রখর তরবার ছিল, তাহারা স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক দর্প করিয়া প্রথমোক্ত পথে প্রস্থান করিলেক। অবশিষ্ট সদ্বুদ্ধি-বিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তি সকল দ্বিতীয় পথ অবলম্বন পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে গমন করিতে লাগিলেন। প্রথমে উভয় পথই কিঞ্চিৎ কষ্টদায়ক বোধ হইল, পরে যখন পূর্ব্বোক্ত যক্ষদ্বয় আমারদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইল, তখন উভয় পথই তত্তৎ পথের পথিকদিগের সাতিশয় সুখদায়ক বোধ হইতে লাগিল। যদিও আমি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু দূর হইতে প্রথম পথের ভাব ও তদীয় যাত্রিদিগের ব্যবহার অবলোকন করিলাম। বলিতে কি, তাহা কোন মতেই আমার মনঃপূত ও পরিশুদ্ধ বোধ হইল না।

তদনন্তর, আমরা পরম প্রফুল্ল চিত্তে সুমধুর বংশী-স্বর শ্রবণ পুরঃসর অভিনব উৎসাহ সহকারে সুচারু কীর্ত্তিশৈলে আরোহণ করিতে লাগিলাম। আমারদের প্রায় সকলেই দুই একবার বিপদাক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, এবং ক্রমে ক্রমে কৃতকার্য্য হইয়া শিখরদেশে উপনীত হইলেন। আহা! সেস্থানের কি অপূর্ব্ব শোভা! কি মনোরম ভাব! তাহার সুচারু শোভা এখনও আমার চিত্ত পটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেস্থানের সুগন্ধ সুস্নিগ্ধ সমীরণ কি নিরুপম সুখদায়ক! তাহার প্রত্যেক হিল্লোলে ও প্রতিবারের নিশ্বাস সহকারে সর্ব্বাঙ্গে সুবিমল সুখ-সঞ্চার হইতে লাগিল। আমারদের বোধ হইল, যেন কি অনির্ব্বচনীয় অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইতেছি। তৎ প্রদেশের আর এক অপূর্ব্ব গুণ আছে, শুনিলে সকলে চমৎকৃত হইবেন। তথায় দণ্ডায়মান হইয়া স্ব স্ব পূর্ব্বকৃত সমস্ত বৃত্ত স্মরণ করা যায়, তদ্দ্বারা অন্তঃকরণ আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইতে থাকে। আমরা ইতস্ততঃ পদচারণা পূর্ব্বক মধ্যদেশে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা অবলোকন করিয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলাম। তাহার বহির্দ্বারোপরি "কীর্ত্তিনিকেতন" এই দুই শব্দ বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাহার চারি দিকে চারি রৌপ্যময় শুভ্রবর্ণ-কবাট-সংযুক্ত প্রশস্ত দ্বার আছে, এবং তাহার অভ্যন্তরে কীর্ত্তিদেবী এক সুচারু সুবর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অনবরত বংশী বাদন করিতেছেন। যাত্রিগণ শ্রবণ করিয়া হর্ষ সাগরে অবগাহন করিলেন, এবং নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া সানন্দ মনে উৎসাহ সহকারে কীর্ত্তিনিকেতনে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতি দ্বারে পুরাবৃত্তবেত্তা নামে কতকগুলি পণ্ডিত অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারা অনেক ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে করিয়া অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। তন্মধ্যে অনেকে তাঁহারদের সহায়তা ব্যতিরেকে তথায় প্রবেশ করিতে কদাপি সমর্থ হইত না। এইরূপে, ভূমণ্ডলের চারি খণ্ডের

বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চারি দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন; আমিও পরম কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কীর্ত্তিনিকেতন প্রবেশ পুরঃসর সমস্ত সন্দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম, কীর্ত্তিদেবী স্বর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সকলকে প্রিয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক সুমধুর স্বরে এক এক আসন গ্রহণ করিতে কহিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহারা স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে এক এক আসনে উপবেশন করিলেন। কীর্ত্তিদেবীর পরম পবিত্র সুরম্য শোভা দর্শন, তাঁহার পুষ্পালঙ্কারের সুগন্ধ সুদূরগামী সৌরভ গ্রহণ এবং তাঁহার সুবর্ণসিক্ত সুমধুর গম্ভীররব শ্রবণ করিয়া সকলে মোহিত হইল। তাঁহার অঙ্গের সৌগন্ধে সেস্থান দিগ্‌দিগন্ত ছিল। আমি ইতস্ততঃ পদচালন পূর্ব্বক এক এক দিকের এক এক প্রকার মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলাম। দেবীর বাম পার্শ্বে কতিপয় দীর্ঘকায়, বৃষস্কন্ধ, মহাবল-পরাক্রান্ত, বীরপদবী-বিশিষ্ট মনুষ্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদের মুখশ্রীতে সাহস ও উৎসাহের সমুদায় লক্ষণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আমি কোন কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক অত্যন্ত ঔৎসুক্য সহকারে এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, ইহা দেখিয়া আমার সমভিব্যাহারিণী বিদ্যাধরী কহিলেন, "জান না, ইহাঁরা ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া অত্যুৎকট দুষ্কর ব্যাপার সমুদায় সাধন করিয়াছেন। অদ্যাপি পুরাণে ইহাঁদের পাণ্ডব ও কৌরব পদবী প্রচলিত আছে।" কিন্তু প্রবল-প্রতাপান্বিত, অদ্ভুত-বল-বিশিষ্ট, কতিপয় বিদেশীয় ব্যক্তি সেই শ্রেণির প্রধান প্রধান আসন অধিকার করিয়াছেন। বিদ্যাধরী তাঁহাদের নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু বিদেশীয় লোকের নাম উত্তমরূপ স্মরণ থাকে না। এক জনের নাম বুঝি আলেগজাণ্ডর, এক জনের নাম সীজর, আর এক জনের নাম হানিবাল ইত্যাদি। যে সমস্ত পুরাবৃত্তবিৎপণ্ডিতেরা এই সকল ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহারা এক এক ব্যক্তির পার্শ্বদেশে অবস্থান পূর্ব্বক কীর্ত্তিদেবীর সমীপে তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং সেই সুযোগে আপনারাও পরিচিত হইলেন।

কীর্ত্তিদেবীর দক্ষিণ পার্শ্বের ভাব আর এক প্রকার। তথায় যে সমুদায় মহানুভাব মনুষ্য বিরাজিত ছিলেন, তাঁহারদের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অবলোকন করিলে শোকাচ্ছন্ন বিষণ্ণ ব্যক্তির অন্তঃকরণও একবার প্রফুল্ল হইতে পারে। তাঁহারদের সহাস্য বদন, সারল্য-স্বভাব, সুধাময় সরস বাণী, এবং আনন্দোৎফুল্ল চঞ্চল লোচন প্রত্যক্ষ করিয়া আমি প্রীতি রূপ অমৃতরসে অভিষিক্ত হইলাম। তাঁহারা কীর্ত্তিদেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এবং কতিপয় পরম সুন্দরী প্রিয়বাদিনী রমণী চিত্রবিচিত্র অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ ও পরম শোভাকর মনোহর অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারদের সহযোগিনী স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের কবি পদবী সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং তাঁহারদের সহযোগিনী রমণীরা রাগিণী বলিয়া সর্ব্বস্থানে বিখ্যাত। পূর্ব্বোক্ত বীরগণ যেমন এক এক পুরাবৃত্তবিৎপণ্ডিতের সমভিব্যাহারে তথায় প্রবেশ করিয়াছেন, কবিদিগকে সেরূপ কাহারও আনুকূল্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই। বরং তাঁহারাও অনেকানেক বীর্য্যবান্ ও গুণবান ব্যক্তির কীর্ত্তিনিকেতন প্রবেশ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই স্বস্ব-প্রধান; তাঁহারদের হস্তস্থিত পুস্তকের কেমন মনোহারিণী শক্তি আছে, দ্বারবানেরা তাহা দেখিবা মাত্র তাঁহারদিগকে যত্ন পূর্ব্বক পথ প্রদান করিয়াছিল। দুই শ্মশ্রুধারি, সহাস্য-বদন, প্রাচীন পুরুষ এই শ্রেণীর মধ্য-স্থল-বর্ত্তি অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। প্রাচীনের মধ্যে এমন সুন্দর পুরুষ আর দৃষ্টি করি নাই। বিদ্যাধরী কহিলেন, এক জনের নাম বাল্মীকি, আর এক জনের নাম হোমর। দক্ষিণ ভাগে হোমর এবং তাঁহার বাম ভাগে বাল্মীকি এক এক খানি পরম রমণীয় পুস্তক হস্তে করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। বাল্মীকির বাম পার্শ্বে এক পরম রূপবান্

যুবা পুরুষ চিত্রিত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক নানা-বর্ণ-বিভূষিত কুসুমাসনে উপবিষ্ট আছেন, এবং তদীয় সৌরভে সর্ব্বস্থান আমোদিত করিতেছেন। তিনি না কি উজ্জয়িনী নিবাসী নৃপতি বিশেষের সভাসদ থাকিয়া, নৃপতি অপেক্ষাও শত গুণে কীর্ত্তিদেবীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে যথাক্রমে এক এক শোভাকর আসনে উপবিষ্ট আছেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাল্মীকির যেরূপ স্বভাব-সিদ্ধ সরল ভাব ও অকৃত্রিম আশ্চর্য্য শোভা, ইঁহারদের কাহারও সেরূপ নহে। তাঁহারদের উত্তম শোভা আছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকেরই শরীরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষায় বস্ত্রালঙ্কারের শোভা অধিক। কেহ কেহ আপন আপন পরিচ্ছদ এ প্রকার কুটিল ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন, যে অধিক যত্ন ও অনেক কষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া না দেখিলে, তাঁহারদের যৎকিঞ্চিৎ যে সৌন্দর্য্য আছে তাহাও দৃষ্টি-গোচর হয় না। ওদিকে হোমরের পার্শ্বে বর্জ্জিল্, ডেণ্টী, মিল্‌টন, সেক্সপিয়র্ প্রভৃতি শত শত রসার্দ্র চিত্ত সুপ্রসিদ্ধ কবি অবস্থিত আছেন। এই শ্রেণির অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ একেবারে মোহিত হইল।

ইঁহারা সকলে বিচিত্র কথা প্রসঙ্গে কাল যাপন করিতেছিলেন, তন্মধ্যে বাল্মীকী ও কালিদাসের একটি কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তাঁহারা কহিলেন, আমারদের স্বজাতীয় নব্য সম্প্রদায়ি বহু ব্যক্তি আমারদিগকে যথোচিত আদর অপেক্ষা না করিয়া ভিন্ন জাতীয় কবিদিগকে নানা উপচারে পূজা করিয়া থাকে। তবে সুখের বিষয় এই, যে ভিন্ন জাতীয় পণ্ডিতেরা আমারদের যথার্থ মর্য্যাদা জানিতে পারিয়া বিশিষ্টরূপ শ্রদ্ধা সহকারে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন। দেখ, তাঁহারা আমারদিগকে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন, আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে সে প্রকার পরিধেয় পরিধান করি নাই। এখন তদ্দৃষ্টে স্বজাতীয় নব্য ব্যক্তিরাও কেহ কেহ আমারদের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিতেছেন।

অতঃপর, যাঁহারা কীর্ত্তি দেবীর সম্মুখবর্ত্তি সিংহাসন সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারদের বিষয় বর্ণন করি। তাঁহারা সকলেই প্রায় ধ্যানে মগ্ন, এবং সকলেরই ললাট দেশ প্রশস্ত। পূর্ব্বে যাঁহারদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধাস্পদ ও ভক্তিভাজন জ্ঞান ছিল, তাঁহারদের সকলকেই সেই স্থানে দৃষ্টি করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম। যাঁহারা ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিদ্যা বিষয়ে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারদের সকলেরই সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। তথায় আমার সাতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য অম্লান ভাবে বিরাজ করিতেছেন। প্রথমে মহাত্মা আর্য্যভট্টকে কিছু ম্লান ও বিমর্ষ দেখিয়াছিলাম, পরে অকস্মাৎ তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইতে দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহার কোন প্রিয়তর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। বাস্তবিকও, তিনি কতিপয় অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন মহানুভাব মনুষ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "পূর্ব্বে কেহই আমার যথার্থ মর্য্যাদা অবগত হইতে পারেন নাই সুতরাং আমার কথায় আস্থা করা দূরে থাকুক, অত্যন্ত অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরন্তু এই সমস্ত বিদেশীয় বন্ধু আমার অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়া আমার শ্রম সার্থক ও যশ উজ্জ্বল করিয়াছেন*।" তিনি যে সমুদায় বিদেশীয় ব্যক্তিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তাঁহারদের পরিচয় প্রাপ্ত্যর্থে পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমার সমভিব্যাহারিণী বিদ্যাধরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি কহিলেন, এক জনের নাম কোপর্নিকস্, এক জনের নাম গেলিলিয়, এক জনের নাম নিউটন্ ইত্যাদি। এই শেষোক্ত নাম শ্রবণ মাত্র আমার অন্তঃকরণ পুলকিত

---

* আর্য্যভট্ট পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাঁহার পরে বরাহমিহির ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি তাহা অঙ্গীকার করেন নাই।

ও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে ইহাঁকে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ ছিল, এবং এখানেও দেখিলাম, ইনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছেন। তথায় বেদব্যাস ও শঙ্করাচার্য্য এবং প্লেটো ও পিথাগোরসকেও দৃষ্টি করিলাম। প্রথমে তাঁহারা সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পরে ভূমণ্ডলের পশ্চিমখণ্ডনিবাসি কতকগুলি নব্য গ্রন্থকারের প্রখর মুখ-জ্যোতি সহ্য করিতে না পারিয়া এক পার্শ্বে গিয়া অবস্থিতি করিলেন, এবং এই সমস্ত গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহারদের আসন অধিকার করিয়া লইলেন।

এইরূপ কত জাতীয় কত গুণবান্ ও বিদ্যাবান্ ব্যক্তিকে একত্র দৃষ্টি করিলাম, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। সকলের আপন আপন গুণ ও মর্য্যাদানুসারে আসন গ্রহণ সম্পন্ন হইলে, তাঁহারা পর্য্যায় ক্রমে একে একে কীর্ত্তিদেবীর স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্মধ্যে কেহ কহিলেন "হে দেবি! আমি লোকদিগকে শিক্ষা দানার্থে মানসিক ও কায়িক ক্লেশ করিয়া শরীর ক্লিষ্ট এবং অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করিয়াছি। কিন্তু অনেকেই তদর্থে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, এবং কেহই তাহার পুরস্কার প্রদান করে না। অতএব, হে দেবি! তোমার শরণাপন্ন হইয়া নিবেদন করিতেছি, তোমার সানুগ্রহ কটাক্ষপাত ব্যতিরেকে ভূমণ্ডলে আমার আর কোন পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।" কেহ কহিলেন "হে দেবি! আমি কেবল তোমার প্রসাদ লাভপ্রত্যাশায় এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, এবং অর্দ্ধরাত্র জাগরণ পূর্ব্বক মনোহর কাব্য প্রস্তুত করিয়াছি। অতএব, হে দেবি! আমার প্রতি সকরুণ নেত্রে কটাক্ষপাত কর।" যে সমস্ত মহা মহা বীর দেবীর বাম ভাগে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ স্তব আরম্ভ করিলেন "হে দেবি! আমরা কেবল তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর সঙ্কট সমূহায়ে পতিত হইয়াছি। তোমার নিমিত্ত কতশত নগর শোণিত-প্রবাহে প্লাবিত করিয়াছি, কত শত গ্রাম অগ্নিসংযুক্ত করিয়া দগ্ধ করিয়াছি, এবং কত জাতির স্বাধীনত্ব রত্ন হরণ করিয়াছি। অতএব, হে দেবি! অতঃপর তোমার পাদপদ্মে স্থান দান কর।" আমি শেষোক্ত লোকদিগের স্তোত্র সমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম, কি? ইহাঁরদের মধ্যে অনেকে কীর্ত্তিদেবীর সেবার্থে সর্ব্ব-সেবনীয় দেবদেব ধর্ম্মকে অবহেলন ও কীর্ত্তিশৈল আরোহণার্থ পরম পবিত্র ধর্ম্মাচল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন? ইতিমধ্যে আমার সমভিব্যাহারিণী হিতকারিণী বিদ্যাধরী কহিলেন, "তুমি কেন এই নিকেতনের এক আসন গ্রহণ করিয়া উপবেশন কর না।" আমি কহিলাম, "বিদ্যাধরি! তুমি সানুকূল হইয়া আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা শিরোধার্য্য। কিন্তু [illegible] যশঃ স্পৃহা না থাকিলেই বা কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এ স্থানে উপস্থিত হইব? কিন্তু যে সুখ্যাতি সৌরভ প্রচার পরের বাগিন্দ্রিয় পরিচালনার উপর নির্ভর করে, তাহার নিমিত্তে কোন স্থায়ি ধন বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নহে। আমি কীর্ত্তিদেবীকে কোন ক্রমে অশ্রদ্ধা করিনা এবং তাঁহার প্রসাদ লাভার্থে ব্যাকুলও নহি। আমি যে দেবতার যত দূর সেবা করা উচিত তাহা করিব এবং দেবাধিপতি ধর্ম্মের আরাধনায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিব। ইহাতে কীর্ত্তিদেবী আমার প্রতি অনুকূল হইয়া কৃপাকটাক্ষ করেন, আমি সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে হৃদয় ধামে স্থান দান করিব। নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া যদি যাবতীয় লোকের অজ্ঞাত থাকি সেও ভাল, পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া কীর্ত্তি লাভের অভিলাষী নহি।"

এইরূপ চিন্তার বেগ প্রবল হওয়াতে আমি সহসা জাগরিত হইয়া উঠিলাম। এখন নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিতেছি, কোথায় বা কীর্ত্তিশৈল, কোথায় বা কীর্ত্তিনিকেতন, আমি যে সমস্ত অতিশ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, তাঁহারাই বা কোথায়? পূর্ব্ব নিশায় যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, তাহাতেই পতিত রহিয়াছি। প্রভাত সময়ের শিশির-সিক্ত সুকোমল স-

মীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গের আবরণবস্ত্র কম্পিত করিতেছে ও, সর্ব্ব শরীর শীতল করিতেছে*।

জলপ্রপাত

নানা দেশ ও নানা স্থান পরিভ্রমণ না করিলে জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্য ও বিচিত্র কীর্ত্তি সম্যক্ রূপে দৃষ্টি করা যায় না। এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে অদ্ভুত ব্যাপারের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, তাহা এ দেশের প্রায় কোন ব্যক্তিই দৃষ্টি করেন নাই, তাহার নাম জলপ্রপাত। নদী সমুদায় এক এক পর্ব্বতের উচ্চদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে অথবা তাদৃশ অন্য কোন জলাশয়ে পতিত হয়। ইহার উৎপত্তি-স্থানকে প্রস্রবণ বলে। প্রথমে কোন প্রস্রবণ হইতে অল্প অল্প জল নিঃসৃত হয়, পরে অন্যান্য জলের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। ভূমির উচ্চতা ও নিম্নতানুসারে প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কোন স্থানে দ্রুত বেগে গমন করে, কোথাও বা ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত উপস্থিত হইয়া গম্যমান হয়, কুত্রাপি সম্মুখবর্ত্তি শিলারাশি দ্বারা প্রতিহত হইয়া দ্বিভাগে বিভক্ত হয়। যখন কোন নদী সম্মুখস্থ ও উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বত দ্বারা প্রতিবদ্ধ হয়, তখন তাহার জল সেই স্থানে একত্র হইয়া যে দিকের যে পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা অল্প উচ্চ, তাহাই উল্লঙ্ঘন করিয়া অবতীর্ণ হয়। সেই প্রকাণ্ড জলরাশি প্রচণ্ড বেগে ভয়ঙ্কর শব্দ করত একেবারে শত শত বা সহস্র সহস্র হস্ত নীচে পতিত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত করে। ইহাকেই জলপ্রপাত কহে।

আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা চারিখণ্ডেই ভূরি ভূরি জলপ্রপাত আছে। তন্মধ্যে ইউরোপের অন্তঃপাতি সুইজলণ্ড প্রদেশীয় জলপ্রপাত সকল সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। তথায় সুরি-প্রপাত, যথাকার জল-রাশি পর্ব্বতের ঊর্দ্ধ দেশ হইতে ভয়ঙ্কর বেগে ঘোরতর গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক একেবারে ১৫০০ কোথাও ২০০০ হস্ত নীচে পতিত হইতেছে। কিন্তু আমেরিকার জলপ্রপাত সমুদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

এই সমস্ত জলপ্রপাত দেখিতেই চমৎকার। আমেরিকা খণ্ডে নায়েগেরা নামে এক নদী আছে, তাহার জলপ্রপাত এক অদ্ভুত কাণ্ড। তাহার অত্যন্ত বিস্তার, অতি প্রচণ্ড বেগ, ঘোরতর গভীর গর্জ্জন, অদ্ভুত ফেণ-রাশি ইত্যাদি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই নদীর জল স্থানে স্থানে কোন কোন পর্ব্বতোপরি পতিত হইয়া এ প্রকার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, যে তাহা দৃষ্টি করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

এই জলপ্রপাতের এপ্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ, যে তাহাতে কর্ণ বধির হইয়া যায়, এবং তথায় এপ্রকার প্রচুর ফেণোৎপত্তি হয়, যে তাহা বাষ্পময় মেঘ স্বরূপ হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে। কোন কোন দিন ন্যূনাধিক ১৮ ক্রোশ হইতে ইহার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এবং ঐ ফেণরাশি এত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, যে প্রায় ৩১ ক্রোশ হইতে তাহার বাষ্প দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন গ্রন্থকর্ত্তা এই জল

* Rendered from a number of the Tatler.

প্রপাতের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন, যে "একেবারে এক সহস্র কামানে অগ্নি দিলে যে প্রকার ভয়ানক শব্দ ও প্রভূত ধূম উৎপন্ন হয়, এই জলপ্রপাত সেই প্রকার গর্জ্জন ও বাষ্পোৎক্ষেপ করিয়া থাকে।" আর ঐ ফেনরাশির উপরে সূর্য্যের কিরণ পতিত [illegible] অন- [illegible] দৃষ্টি [illegible] শোভিত হইতে হয়। [illegible] ইন্দ্রধনুকে [illegible] দেখা যায়, ইহা [illegible] দৃষ্ট হইয়া থাকে।

[illegible] দেখিয়াছিলেন এই [illegible] প্রতি [illegible] ২,১৪,৫৮,০০০ [illegible] পতিত হইয়া থাকে।

[illegible] জলপ্রপাতে যে সকল ফেন উৎপন্ন হয়, তাহার নানা প্রকার শোভা [illegible] আমেরিকায় মিসোরি নামে এক নদী [illegible] জলপ্রপাতের [illegible] নিরবচ্ছিন্ন [illegible] আকার-ফেনময়। [illegible] পরিসর প্রায় ৪০০ গজ। [illegible] উল্লম্ফন পূর্ব্বক [illegible] ১০৫ হস্ত উর্দ্ধে উঠিতেছে, এবং উঠি[illegible] অদ্ভুত আকার ধারণ [illegible], ও তাহার উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া নীল, লোহিত, পীতাদি রমণীয় বর্ণ [illegible] করিতেছে। জগতে ইহার অপেক্ষা সুদৃশ্য বস্তু আর কি আছে?

ব্রিটেন দেশীয় এক পর্য্যটক আমেরিকার [illegible] জলপ্রপাতে দেখিতে গিয়া এক মনোহর ব্যাপার দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, তাহার ফেনের উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া অবিকল ইন্দ্রধনুর আকার উৎপন্ন হইয়াছে। গগনমণ্ডলে যেমন এক খানি ইন্দ্রধনুর নীচে আর এক খানি দৃষ্ট হয়, সে স্থানেও সেইরূপ দেখিলেন, এবং গগনমণ্ডলের ইন্দ্রধনু যেমন নানা বর্ণে বিভূষিত [illegible] জলপ্রপাতের ইন্দ্রধনুও সেইরূপ দৃষ্টি করিলেন।

এক এক নদীর দুই জলপ্রপাতও থাকিতে পারে। ইংলণ্ডে ডর্হাম্ প্রদেশের পশ্চিম ভাগে টীজ্ নামে এক নদী আছে, সেই নদী এক সম্মুখবর্ত্তি পর্ব্বত দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই প্রকাণ্ড জলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সেই দুই জলপ্রপাত কিছু দূর পৃথক্ পৃথক্ পতিত হইয়া পরে পরস্পর একত্র হইয়া মিলিত হইয়াছে। উভয়ে মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ পূর্ব্বক প্রবল বেগে অবতীর্ণ হয়, এবং তাহার ফেন সমস্ত বহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে।

ভূমণ্ডলে শত শত জলপ্রপাত আছে, ভারতবর্ষেও হিমালয়ে ও বিন্ধ্যাদি পর্ব্বতে অনেক দৃষ্ট হইয়াছে। জল প্রপাত কিরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার, চক্ষে না দেখিলে তাহা সম্যক্ রূপে অনুভব করা যায় না।

ধর্ম্মনীতি

পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে ধর্ম্মের স্বরূপ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে।

পরমেশ্বর আমারদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে নানা প্রকার মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বৃত্তির এক এক প্রয়োজন আছে। অর্থ উপার্জ্জন করা অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রয়োজন, পরোপকার করা উপচিকীর্ষা বৃত্তির প্রয়োজন, কার্য্য কারণ নিরূপণ করা অনুমিতি বৃত্তির প্রয়োজন ইত্যাদি। জগদীশ্বর যে কার্য্য সাধনার্থে যে বৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োজন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেকানেক স্থলে পরস্পর বিপরীত ভাবের আবির্ভাব হয়; এক বৃত্তি যে কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে, অন্য বৃত্তি তাহা নিষেধ করিতে থাকে। অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি থাকাতে উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্তি হয়, এবং পরিবার প্রতিপালনার্থে উপার্জ্জন করাও বিহিত তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু পরের অর্থাপহরণ করা ন্যায়পরতা বৃত্তির অভিমত নহে। এস্থলে অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি যে কার্য্যে প্রবৃত্তি দিতেছে, ন্যায়পরতা বৃত্তি তাহা নিষেধ করিতেছে; সুতরাং একবৃত্তির প্র-

য়োজন রক্ষা করিতে গেলে, অন্য বৃত্তির উপদেশ অস্বীকার করা হয়। অতএব, একপ স্থলে কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য? পূর্ব্বোক্ত মানব প্রকৃতি বিষয়ক প্রস্তাবে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা গিয়াছে, যে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি সমুদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি, অন্যান্য বৃত্তিকে তাহারদের বশবর্ত্তি করিয়া রাখা উচিত। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় যে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির অপেক্ষায় প্রধান রূপে প্রতীত হয়, ইহা আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ। আমারদের একপ স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার আছে, যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হইলে, এই সমস্ত শেষোক্ত প্রবৃত্তিকে প্রধান রূপে স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। অতএব, এমত স্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে অনাদর করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যদি অপত্যস্নেহ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী না থাকে, তাহা হইলে বিস্তর অনিষ্টোৎপত্তি হয়। যে মাতার প্রগাঢ় অপত্যস্নেহ থাকে, আর তাদৃশ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি না থাকে, তিনি অত্যন্ত স্নেহাসক্ত হইয়া স্বীয় সন্তানের সমুদায় মনোরথ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হন। হিতকারি বা অহিতকারি যে কোন বিষয় দ্বারা সন্তানের মনস্তুষ্টি জন্মে, তাহাই করিয়া থাকেন। এইরূপে, অনেকে সন্তানের অতিভোজনে, আলস্য বর্দ্ধনে ও পাপাচরণেও উৎসাহ দিয়া থাকেন। কিন্তু এ প্রকার ব্যবহার আমারদের সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ। বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিরূপিত হয়, যে সন্তানের সমুদায় অশুভ বাসনা সিদ্ধ করিলে তাহার অসুস্থতা, অশিষ্টতা, উগ্রভাব প্রভৃতি অনিষ্ট উৎপাদন করা হয়। যদ্দ্বারা কাহারও ক্লেশ ও অনিষ্ট হয়, তাহা কদাপি উপচিকীর্ষা বৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। নির্ব্বোধ বালকের অন্তঃকরণ অসৎপথে [illegible] করিলে তাহার প্রতি ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করা হয়, অতএব একপ আচরণ ন্যায়পরতা বৃত্তিরও সম্মত নহে। পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে শিশু [illegible] ভরণ পোষণ ও সাধ্যমত সুশিক্ষাদি বিষয়ের ভারার্পণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে; সুতরাং একপ [illegible] ভক্তিবৃত্তিরও সম্মত নহে। অতএব এপ্রকার ব্যবহার যদিও অপত্যস্নেহের সম্পূর্ণ [illegible] বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির গ্রাহ্য নহে সুতরাং পরমপিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে।

যদিও বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি, কিন্তু তাহারদেরও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধানার্থে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকলের সহযোগ আবশ্যক করে। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত প্রগাঢ় অপত্যস্নেহের সহযোগ থাকিলে, সন্তানকে যেরূপ যত্ন ও উৎসাহ পূর্ব্বক লালন পালন করা যায়, কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা সেরূপ করা যায় না। অপরের অপেক্ষাও সন্তানের মঙ্গল সাধনে যে অধিক যত্ন হয়, তাহার এই কারণ।

অতএব, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা বিষয়ে এই নিয়মই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে, যে সকল প্রকার মনোবৃত্তি পরস্পর মিলিত ও অবিরোধি থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তদনুযায়ি ব্যবহারই বৈধ ব্যবহার, এবং তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহারই অবৈধ। যে স্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ হয়, সেস্থলে এই শেষোক্ত শ্রেষ্ঠবৃত্তি সমুদায়ের অনুমতি প্রতিপালন করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ ব্যবহারের নামই ধর্ম্ম ও পুণ্য। ধর্ম্ম ও পুণ্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। যেমন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোমাবৃত চতুষ্পদ প্রাণির সাধারণ নাম পশু, এবং কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পক্ষবিশিষ্ট দ্বিপদ প্রাণির সাধারণ নাম পক্ষী, সেইরূপ সমুদায় বৈধ কর্ম্মের সাধারণ নাম ধর্ম্ম ও পুণ্য। বৈধ কর্ম্মের সহিত ধর্ম্ম ও পুণ্যের কিছুমাত্র বিশেষ নাই। পরস্পর ঐক্যভাবাপন্ন সমুদায় মনোবৃত্তির অভিমত কার্য্যকে বৈধ কার্য্য বলে, তাহাকেই কর্ত্তব্য কহে, এবং তাহাকেই ধর্ম্ম ও পুণ্য বলিতে হয়। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের এইরূপ সংস্কার আছে, যে সৎকর্ম্ম

উপাসক-সম্প্রদায়

সাধ

সাধ সম্প্রদায়ি লোকে এক মাত্র বিশ্বস্রষ্টার উপাসনা করে, এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে ব্যবহার করিতে সঙ্কল্প করিয়া থাকে। ইহারা সেই সমুদায় ব্যবহারকে সাধু ব্যবহার জ্ঞান করে, একারণ আপনারদিগকে সাধ অর্থাৎ সাধু বলিয়া পরিচয় দেয়।

এই প্রকার ইতিহাস আছে, যে ১৬০০ শকে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ বীরভান নামে এক ব্যক্তি উদয় দাসের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে এই সাধ সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। এবিষয়ে যে সকল নানা যুক্তি-বিরুদ্ধ উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তাহা আর সবিশেষ লিখিবার প্রয়োজন নাই। বীরভান দিল্লী প্রদেশীয় নার্নুল নগরের নিকটবর্ত্তি ব্রিজসর গ্রামে বাস করিতেন।

বীরভান স্বীয় গুরুর সন্নিধানে হিন্দী ভাষায় শব্দ ও শাখি ছন্দে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাধেরা তাহা সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছে, এবং সভাতে পাঠ করিয়া থাকে। তাহার সারসংগ্রহ স্বরূপ আদি-উপদেশ নামক গ্রন্থে পশ্চাল্লিখিত দ্বাদশ অনুমতি সঙ্কলিত আছে।

১—একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে স্বীকার কর। তিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নষ্ট করিতে পারেন। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নহে। অতএব কেবল তাঁহারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য; মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু, কাষ্ঠ, বৃক্ষ প্রভৃতি অন্য কোন সৃষ্ট পদার্থের উপাসনা করা কর্ত্তব্য নহে। কেবল এক জগদীশ্বর আছেন, এবং তাঁহার কথা আছে। যে ব্যক্তি অসত্য আলোচনা করে ও অসত্য অনুষ্ঠান করে, সে পাপ কর্ম্ম করে, এবং যে পাপ কর্ম্ম করে, সে নরকগামী হয়।

২—শিষ্ট ও নম্র হও, সংসারে আসক্ত হইও না। প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত থাক, বিধর্ম্মির সহিত বাক্যালাপ পরিত্যাগ কর, বিধর্ম্মির অন্ন ভক্ষণ করিও না।

৩—অসত্য কথন পরিত্যাগ কর। কি জল কি স্থল, কি বৃক্ষ কি প্রস্তর, কোন বস্তুর নিন্দা কাহারও নিকটে কোন প্রকারে করিও না। পরমেশ্বরের প্রশংসা বিষয়ে রসনাকে নিযুক্ত রাখ। কি অর্থ, কি ভূমি, কি দাস, কি পশুর খাদ্য কোন বস্তু হরণ করিও না। অন্যের ধনে ও আপন ধনে বিশেষ জানিবে, এবং আপনার যাহা কিছু আছে তাহাতে তুষ্ট থাকিবে। কদাপি অনিষ্ট কল্পনা করিও না। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি নৃত্য, কি বাজি খেলা, কি অন্যান্য অন্যায় বিষয় কোন বস্তুর উপরে চক্ষুকে স্থির করিয়া রাখিও না।

৪—অসৎ কথায় শ্রুতি পাত করিও না। ঈশ্বর মহিমা ভিন্ন আর কাহারও স্তুতিবাদ শ্রবণ করিও না। উপকথা, বৃথা গল্প, পরনিন্দা, এবং ধর্ম্ম সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কোন প্রকার গীত বাদ্যে কর্ণপাত করিও না। মনই ধর্ম্ম সঙ্গীতের বাদ্য যন্ত্র স্বরূপ।

৫—কি দেহ, কি অর্থ, কোন বিষয়ের কোন বস্তুতে লোভ করিও না, এবং অন্যের ধন হরণ করিও না। পরমেশ্বরই সকলকে সকল বস্তু বিতরণ করেন। তাঁহাকে যেরূপ শ্রদ্ধা করিবে, তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে।

৬—যখন কেহ জিজ্ঞাসিবে তুমি কে? তখন কহিবে, আমি সাধ। জাতির প্রসঙ্গ করিও না, বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইও না, স্বীয় ধর্ম্মে দৃঢ়রূপ বিশ্বাস রাখিও, মনুষ্যের উপর আশা করিও না।

৭—শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিও। রঙ্গ, কজ্জল, মঞ্জন, মেন্দী এসমস্ত ব্যবহার করিও না, ললাট প্রভৃতি কোন অঙ্গে তিলক ধারণ করিও না, এবং মালা, জপমালা ও অন্য অলঙ্কার ধারণ করিও না।

৮—মাদক দ্রব্য ভক্ষণ করিও না। তাম্বূল চর্ব্বণ, সুগন্ধ গ্রহণ ও তামাকুর ধূম পান করিও না। অহিফেন ভক্ষণ ও তাহার আঘ্রাণও গ্রহণ করিও না। হস্ত উত্তোলন করিও না এবং মনুষ্য ও পুত্তলিকার সমক্ষে মস্তক নত করিও না।

৯—জীবের জীবন নষ্ট করিও না, কাহারও দেহে আঘাত করিও না, বল পূর্ব্বক

কোন দ্রব্য গ্রহণ করিও না, এবং যাহাতে দুর্গতি হয় এমন সাক্ষ্য প্রদান করিও না।

১১—এক এক পুরুষ এক এক স্ত্রীকে এবং এক এক স্ত্রী এক এক স্বামিকে বিবাহ করিবেক। স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করা পুরুষের কর্ত্তব্য নহে. কিন্তু স্ত্রীর যদি পুরুষের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবার প্রথা থাকে. তবে তাহা অকর্ত্তব্য নহে। স্বামির বশীভূত থাকা স্ত্রীর পক্ষে বিধেয়।"

১২— সন্ন্যাসির বেশ ধারণ, যাচ্ঞা ও দান পরিগ্রহ করিও না। কুহকীদিগের কুহকে মোহিত হইও না, এবং আপনার জ্ঞাতসারে তাহা অবলম্বন করিও না। আপনি জ্ঞাত হও, তবে বিশ্বাস করিও। সাধদিগের সমাজই তীর্থ-স্থান, তদ্ভিন্ন অন্য তীর্থস্থান নাই। কোন কোন ব্যক্তি সাধু, তাহা অগ্রে অবগত হও, পরে তাহাদিগের সাধু সম্বোধন করিও।

১৩— রাত্রি, তিথি, মাস এবং পশু পক্ষির স্বর ও আকার অনুসারে শুভাশুভ গণনা করা সাধদিগের উচিত নহে। তাঁহার কেবল ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য।

সাধদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে নানা প্রকারে এই সকল বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে. কিন্তু তৎসম্প্রদায়ের তাৎপর্য্য এইরূপ। সাধদিগের ধর্ম্ম কবীর নানক প্রভৃতি একেশ্বরবাদিদিগের ধর্ম্মানুসারে সংকলিত হইয়া থাকিবেক। জগতের স্বভাব, অনিত্য নিকৃষ্ট দেবতাদিগের অস্তিত্ব ও অবতার, উপাসনার চরম ফল এসমস্ত বিষয়ে হিন্দুদিগের সহিত সাধদিগের বিভিন্নতা নাই। তাহারাও সংসার অতিক্রম করাকে মুক্তি কহে।

তাহারা উপাসনার্থে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে না, নিরূপিত সময়ে গৃহ মধ্যে অথবা তাহার সমীপবর্ত্তি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাগত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করে। শুনা গিয়াছে, পূর্ণিমার দিবসে তাহারদের সমাজ হইয়া থাকে। তৎকালে স্ত্রীপুরুষ সকলে যথা সাধ্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, এবং তথায় নানা প্রকার কথা প্রসঙ্গে ও কোন সাধারণ বিষয়ের বিচারে দিন যাপন করে। সায়ংকালে পান ভোজন সমাপন করিয়া বীরভান, অথবা তদীয় গুরু, অথবা দাদু, নানক, বা কবীর প্রণীত পদাদি পাঠে রাত্রি যাপন করে।

তাহারা পরমেশ্বরকে সৎনাম কহে, এই কারণ তাহারদের আর একটি নাম সৎনামি; কিন্তু তদনুরূপ আর এক সম্প্রদায় আছে তাহারদেরই প্রসিদ্ধ নাম সৎনামি।

দিল্লী, আগরা, জয়পুর ও ফরক্কাবাদে অনেক সাধের বসতি আছে. বিশেষতঃ ফরক্কাবাদের সমীপবর্ত্তি সাধোয়ারা নামক ক্ষুদ্রনগরে এক সাধের নিবাস। শুনা গিয়াছে, মের্জাপুরে এবং তদপেক্ষাও দক্ষিণ প্রদেশে কতকগুলি অবস্থিতি করে। ফলতঃ ইহারদিগের সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে. এবং তন্মধ্যে অনেকেই ইতর লোক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ আষাঢ় রবিবার সম্বৎ ১৯০১। কলিকাতাব্দঃ ৪৯৫৩।

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মনীতি

১০৭ সংখ্যক পত্রিকার ৩৪ পৃষ্ঠার পর

ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান যে আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ, ইতি পূর্ব্বে তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সমুদায় মনোবৃত্তি পরস্পর মিলিত ও অবিরোধি থাকিয়া যে প্রকার ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয় থাকে, তাহাই কর্ত্তব্য এবং তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহার অকর্ত্তব্য। কিন্তু যদি পাপ, পুণ্য, জ্ঞান মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ হইল, তবে এবিষয়ে মতামত ও বাদানুবাদ হইবার কারণ কি? সমুদায় মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাব, অতএব, যে বিষয় আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ, সে বিষয়ে সকল মনুষ্যেরই এক রূপ অভিপ্রায় হইতে পারে। কিন্তু ইহার বিপরীত ভাব সর্ব্বত্র দৃষ্টি করা যাইতেছে। এক ব্যক্তি যে কর্ম্ম নিতান্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করেন, অন্য ব্যক্তি তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও পরম পবিত্র বোধ করেন। এক জাতীয় লোকে যে প্রকার ব্যবহার বিষম বিগর্হিত বলিয়া নিন্দা করে, অন্য জাতীয় লোকে তাহা অতিশয় শ্রেয়স্কর কার্য্য বোধ করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কত দেশে কত প্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ দেশাচার প্রচলিত আছে তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। এক মানবজাতি হইতে এরূপ পরস্পর বিপরীত অভিপ্রায় উৎপন্ন হইবার কারণ কি, তাহা বিবেচনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ।—ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, যে সকল লোকের সকল বৃত্তি সমান নহে; কাহারও অধিক বুদ্ধি, কাহারও অল্প বুদ্ধি; কাহারও অধিক দয়া, কাহারও অল্প দয়া, কাহারও এক রিপু প্রবল, কাহারও অন্য রিপু প্রবল। কোন বৃত্তি অত্যন্ত বলবতী থাকিলে, তদ্দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনার কিছু না কিছু ব্যতিক্রম ঘটিতেই পারে। যাহার উপচিকীর্ষা বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ভক্তিবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল, পরোপকার সাধন করা তাহার যাদৃশ কর্ত্তব্য বোধ হইবে, পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করা তাদৃশ আবশ্যক বোধ হইবে না। আর যে ব্যক্তির ভক্তিবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, কিন্তু উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল, পরমেশ্বরের অথবা কোন মনঃকল্পিত উপাস্য দেবতার স্তব, স্তুতি, ধ্যান ও ধারণায় তাহার যাদৃশ শ্রদ্ধা ও উৎসাহ জন্মে, যথা নিয়মে সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহে ও জন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তাদৃশ জন্মে না। কাম, অপত্যস্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা ও বিবৎসা প্রভৃতি প্রবল থাকিলে সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করা যেরূপ আবশ্যক বোধ হয়, এ সমস্ত বৃত্তি নিস্তেজ হই-

লে সেরূপ না হইতে পারে। বোধ হয়, যাঁহারদের এই সমুদায় বৃত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, এবং ভক্তি ও কৌতুহল জনক কোন কোন বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় প্রবল, তাঁহারাই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকিবেন। যে সকল শাস্ত্রকারেরা ক্রিয়া বিশেষে বলিদান, সুরাপান ও পরস্ত্রী গমনের বিধি দিয়াছেন, তাঁহারদের কাম জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলবতী ছিল তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ।—বুদ্ধি দোষেও অনেকানেক অবিহিত কর্ম্ম বিহিত বোধ হয়, এবং বিহিত কর্ম্মও অবিহিত বোধ হয়। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা যে কর্ত্তব্য ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিয়া সেই সমুদায় নিয়ম নিরূপণ করিতে হয়। তাতার দেশীয় লোকেরা বিদেশীয় লোকদিগকে পরম শত্রু জ্ঞান করে, এ কারণ তাহারা বিদেশীয়দিগের অর্থাপহরণ ও প্রাণ সংহার করা ন্যায্য বিষয় বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে এমত বিবেচনা করা উচিত নহে, যে তাহারদের উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তি একেবারেই নাই। যদি তাহারদিগকে এরূপ দেখাইয়া দেওয়া যায়, যে কোন জাতীয় লোক তাহারদের বৈরি নহে, সকল লোকে তাহারদিগকে মিত্র জ্ঞান করিয়া তাহারদের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, এবং পরে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে বিদেশীয় লোক মাত্রেরই ধন প্রাণ হরণ করা কর্ত্তব্য কি না, তবে তাহারা কোন ক্রমে ইহা বিহিত বলিয়া স্বীকার করিবেক না। অতএব, তাহারদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত না হওয়াতেই এই বিষম দোষাকর কুসংস্কারের উৎপত্তি হইয়াছে।

নর-হত্যা ও আত্ম-হত্যা যে মহা পাপ, তাহা এতদ্দেশীয় অপর সাধারণ সকল লোকেরই বিশিষ্টরূপ বিদিত আছে। কিন্তু ইহাঁরা শাস্ত্র বিশেষের প্রমাণানুসারে সতীর সহমরণ ও নরবলি প্রদান এই দুই বিষম বিগর্হিত ব্যাপার স্বর্গ-সাধন বলিয়া উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন, এবং বহু কাল পর্য্যন্ত তদনুযায়ি ব্যবহার করিয়া পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইলে জানিতে পারা যায়, যে যে গ্রন্থে এই দুই বিষয়ের বিধি আছে, তাহা ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ, তাহার অনেকানেক অভিপ্রায় নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ, বিশেষতঃ এই দুই দুষ্ক্রিয়ার বিধি সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয়। আমারদের সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তির সহকৃত হইয়া উভয় কর্ম্মকেই দারুণ দুষ্কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে। বাস্তবিকও, রাজা রামমোহন রায় অসাধারণ বুদ্ধিবলে সহমরণ বিষয়ক বিধির অবৈধতা স্থাপন করিয়া রাজ-সহায়তা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা রহিত করিয়া দিয়াছেন।

এতদ্দেশীয় লোকে গঙ্গাজল স্পর্শ পূর্ব্বক সাক্ষ্য দান করা দারুণ দুর্গতি-জনক গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, এ নিমিত্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতে কোন মতেই সম্মত হন না, এবং কাল ক্রমে এপ্রকার প্রগাঢ় কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, যে এখন গঙ্গাজল স্পর্শের রীতি রহিত হইয়াছে, তথাপি সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হন না। যে শাস্ত্রে গঙ্গাজল স্পর্শের প্রতিষেধ আছে, তাহাকে অভ্রান্ত জ্ঞান করাতেই এই দারুণ দোষাকর দেশাচারের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু যিনি নানা প্রকার ভৌতিক ও মানসিক নিয়ম পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চিত জানেন, যে সাক্ষী হইয়া যথা শ্রুত যথাদৃষ্ট যথার্থ কথা কহিতে কিছু মাত্র দোষ নাই, এবং দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালনার্থে সাক্ষ্য দান করা সম্পূর্ণ বিধেয় ও সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। সত্য কথা কহিয়া দোষির দোষ ও নির্দ্দোষের নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যে উচিত, ইহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে তাহার সন্দেহ নাই। তবে এতদ্দেশীয় লোকে বুদ্ধি দোষে গ্রন্থ বিশেষকে অভ্রান্ত স্বীকার করাতে, এপ্রকার বৈপরীত্য ঘটিয়াছে।

রোগ বা বিপদ্ উপস্থিত হইলে লোকে তৎ প্রতীকার প্রার্থনায় জপ, স্তুতি, স্বস্ত্যয়ন ও মানসিক করিয়া থাকে। কিন্তু নানা প্রকার ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক বিদ্যা

অধ্যয়ন পূর্ব্বক পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম প্রণালীর বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, যে পরমেশ্বর মনুষ্যের ন্যায় কাহারও স্তবে ও উপহারে তুষ্ট হইয়া আপনার সংস্থাপিত ব্যবস্থার অতিক্রম করেন না। তিনি যে বিষয়ে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তদনুসারে রোগ শান্তি ও বিপদুদ্ধারের চেষ্টা করা ব্যতিরেকে আর উপায়ান্তর নাই। লোকে বুদ্ধি-দোষে পরমেশ্বরকে মনুষ্যবৎ বিকার-বিশিষ্ট জ্ঞান করাতেই এপ্রকার কুসংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে।

কোন কোন কর্ম্মে কিছু কিছু দোষও আছে, এবং কতক কতক গুণও আছে। যিনি তাহার দোষ-ভাগ মাত্র দৃষ্টি করেন, তিনি তাহাকে গর্হিত জ্ঞান করেন; এবং যিনি গুণ-ভাগ মাত্র দৃষ্টি করেন, তিনি তাহাকে বিহিত বলিয়া অঙ্গীকার করেন। অল্প বয়সে পুত্রের বিবাহ দেওয়া উচিত কি না এ প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া থাকেন, যে যদ্দ্বারা অবিলম্বে স্নেহাস্পদ পুত্র-বধূর মুখ-চন্দ্র দর্শন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হওয়া যায়, এবং পুত্র-বধূ গৃহে আসাতে গৃহ কর্ম্মের বিস্তর সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পরম সুখের বিষয়, অতএব অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু দূরদর্শি বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন, পুত্র-বধূর মুখাবলোকন সুখজনক বটে, কিন্তু বালক বালিকা পরস্পর উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইলে পরস্পরের মর্য্যাদা জানিতে পারে না, এবং কাহার কিরূপ চরিত্র তাহাও অবগত হইতে সমর্থ হয় না; অতএব তাহারদের পরস্পর প্রণয় সঞ্চার হওয়া দুর্ঘট। বিশেষতঃ, পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাবাক্রান্ত হইলে সর্ব্বদা কলহ ঘটনা হইয়া যাবজ্জীবন অসুখে কাল যাপন করিতে হয়। আর যদি অল্প বয়সে, অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি না হইতে হইতে, সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে সে সন্তান দুর্ব্বল, জীর্ণ ও রোগার্ত্ত হয়, এবং অল্প বয়সে কাল-গ্রাসে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যাচারি পিতা মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। তদ্ভিন্ন, যদি বিবাহিত পুত্র অল্প কালে ভার-গ্রস্ত হইয়া রীতিমত বিদ্যা ও বিষয়-কর্ম্ম শিক্ষার্থে অবসর না পায়, এবং অক্ষম ও অকৃতী হইয়া সংসার নির্ব্বাহার্থে পর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে অসমর্থ থাকে, তবে দারুণ দৈন্য দশায় পতিত হইয়া চির জীবন যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করে। অতএব, অল্প বয়সে বিবাহ প্রদানে দোষের ভাগই অধিক। যাহাতে এই সমস্ত বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা কোন মতে আমাবদের উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতার অভিমত হইতে পারে না, সুতরাং তাহা কোন ক্রমেই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। বালক-বিবাহের যৎকিঞ্চিৎ যাহা গুণবৎ আভাস পায়, তাহাই লক্ষ্য করিয়া দোষ সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে, এতদ্দেশীয় লোকে বালক পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন। অন্যান্য নানা দেশে যে সকল কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহারও অনেক এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ।—যেমন দুই জনের মুখশ্রী সমান নহে, সেইরূপ মনুষ্যের দুটি কর্ম্মও পরস্পর তুল্য নহে। আমরা যেমন কতকগুলি এক প্রকার জন্তুকে পশু, পক্ষী, পতঙ্গ অথবা অন্য কোন সংজ্ঞা দিয়া থাকি, সেইরূপ কতক গুলি এক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াকে এক শ্রেণীতে গণিত করিয়া সত্য, ক্ষমা, দান, চৌর্য্য প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করি। ইহার মধ্যে দান, ক্ষমা, সত্য প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কর্ম্মকে বৈধ এবং অন্য কয়েক জাতীয় কর্ম্মকে অবৈধ বলিয়া জানি। কিন্তু এক জাতীয় সমুদায় সৎকর্ম্মের সমান গুণ নহে, এবং এক জাতীয় সকল কুকর্ম্মেরও সমান দোষ নহে। কাহাকেও দান করিতে দেখিলে সকলে তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু যেস্থলে দান করিলে, কাহারও আলস্য বৃদ্ধি অথবা কোন কুকর্ম্মে বা কুপ্রথায় উৎসাহ প্রদান করা হয়, সেস্থলে দান করা কোন ক্রমে বিহিত নহে। ঋণ পরিশোধ না করিয়া যথেচ্ছ অর্থ দান করা কোনমতেই উচিত নহে। স্থল বিশেষে ক্ষমা করা ভাল বটে, কিন্তু বিচারা-

সমে উপবিষ্ট হইয়া যথা বিধানে দোষির দণ্ড না করা এবং যেস্থলে ক্ষমা করিলে লোকের উপর উপদ্রব বৃদ্ধি হয়, সেস্থলে ক্ষমা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কেহ কেহ হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া ও প্রকার স্থলেও দানাদি করা পুণ্যজনক বোধ করেন। এইরূপ, এক কার্য্যের সমুদায় কারণকে সমান জ্ঞান করাতেও, অনেক ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা।

চতুর্থতঃ।— আমরা যাহাকে স্নেহ, প্রীতি বা ভক্তি করিয়া থাকি, তাহার চরিত্রের বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার সময়ে দোষকে লঘু ও গুণকে গুরু করিয়া বোধ হয়। স্নেহপাত্র, প্রেমাস্পদ ও ভক্তি-ভাজনকে স্মরণ হইবামাত্র অন্তঃকরণ স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তি রসে আর্দ্র হইয়া এ প্রকার পক্ষপাত উপস্থিত হয়, যে, তাহারদিগের দোষ-ভাগকে দোষ বলিয়াই স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাহারদের দোষের প্রতি আমারদের দৃষ্টিই থাকে না,— তাহারদের সমুহ দোষ আমারদের প্রীতি রূপ অগাধ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে। মিত্রেরা যে মিত্র পক্ষের দোষ দৃষ্টি করিতে অসমর্থ, তাহার এই কারণ। প্রত্যুত, শত্রুকে স্মরণ হইলে দ্বেষানল প্রবল ও ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং তদ্দ্বারা তাহার সমুহ গুণ বিস্মৃত হইয়া তিল প্রমাণ দোষ তাল প্রমাণ বোধ হয়। তাহার দোষের প্রতিই আমারদের দৃষ্টি থাকে, এবং তাহার প্রতি একপ শত্রুভাবের আবির্ভাব হয়, যে সমুহ গুণকে গুণ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এ কারণ, অনেকানেক স্থলে শত্রুরা যেমন যথার্থ দোষ নিরূপণ করিয়া মিত্রবৎ কার্য্য করে, মিত্র পক্ষ হইতে সেরূপ হওয়া সুকঠিন। শত্রু বা মিত্র ঘটিত কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে, বিচারকদিগকে পক্ষপাত রূপ গুরুতর দোষে পতিত হইবার সম্ভাবনা।

আমারদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান স্বভাব-সিদ্ধ হইলেও যে কয়েক কারণে কোন কোন দুষ্কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম ও কোন কোন সৎকর্ম্মকে দুষ্কর্ম্ম জ্ঞান হয়, তাহার বিবরণ করা গেল। তৎ সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, যে আমারদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্বভাবের কদাপি ব্যতিক্রম হয় না। পরের হিতাভিলাষ করা যে উপচিকীর্ষার স্বভাব, ন্যায়ান্যায় প্রতীতি করা যে ন্যায়পরতার স্বভাব, ভক্তি-ভাজনকে ভক্তি করা যে ভক্তিবৃত্তির কার্য্য, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হয় না। আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি উপযুক্ত মত মার্জিত না হওয়াতে সকল কর্ম্মের যথার্থ গুণাগুণ নিরূপণে অসমর্থ হইয়া ভ্রমাচ্ছন্ন থাকে, অথবা কোন কোন বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশ প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে; ইহাতেই স্থল বিশেষে ধর্ম্মকে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে ধর্ম্ম জ্ঞান হয়। যেরূপ অম্ল, মধুর, তিক্ত ও কটু অনুভব করা আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ, সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতীতি করাও আমারদের প্রকৃতি-সিদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় স্ব স্ব স্বভাবানুসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান প্রকাশ পূর্ব্বক আপনারদের সর্ব্বপ্রাধান্য প্রচার করিতেছে, এবং মার্জিত বুদ্ধির সংস্কৃত হইয়া পরম ধর্ম্ম প্রযোজক পরমেশ্বরের যথার্থ অনুমতি জ্ঞাপন করিতেছে। তাহারদিগকে পরমাশ্চর্য্য স্বরূপ পরমাত্মার প্রতিনিধি জ্ঞান করা উচিত, এবং তদীয় আদেশ তাঁহারই সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

উপাসক-সম্প্রদায়

প্রাণনাথি

প্রাণনাথ নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন, এই নিমিত্তে ইহার নাম প্রাণনাথি। লোকে ইহারদিগকে ধামি বলিয়াও থাকে। প্রাণনাথ হিন্দু মোসলমান উভয় শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং এই উভয় ধর্ম্মকে ঐক্য করিয়া এক নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ কারণ, তিনি বেদ ও কোরাণ হইতে কতক গুলি বচন সংগ্রহ করিয়া মহিতারিয়ল নামে এক পুস্তক প্রস্তুত করেন, এবং তাহাতে

এই উভয় শাস্ত্রীয় বচন সমুদায়ের পরস্পর ঐক্য প্রদর্শন করেন। তিনি আরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বের শেষ ভাগে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং এক হীরকের আকর বাহির করিয়া দেওয়াতে, বন্দেলখণ্ডের অধিপতি রাজা চত্রসালের সমীপে অত্যন্ত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বন্দেলখণ্ড এই সম্প্রদায়ের প্রধান স্থান, এবং পুনায় ইহারদের এক দেবালয় আছে। তাহার মধ্যে এক স্বর্ণময়-বস্ত্রাচ্ছাদিত টেবিলের উপরে প্রবর্ত্তক-প্রণীত পূর্ব্বোক্ত পুস্তক স্থাপিত আছে।

ইহারা দীক্ষার সময়ে হিন্দু মোসলমান উভয় জাতীয় স্বসম্প্রদায়ি লোকের সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকে। প্রাণনাথ যে উভয় শাস্ত্রের অভেদ স্বীকার করিতেন, এই আহার বিষয়ক ব্যবহার তাহার স্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ইহারা স্ব স্ব কুলাচার অনুসারে কার্য্য করে। এ সম্প্রদায়ের হিন্দুরা হিন্দুদিগের ন্যায় এবং মোসলমানেরা মোসলমানদিগের ন্যায় আচার, ব্যবহার, ক্রিয়া কলাপ করিয়া থাকে। কেবল, একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য এই প্রকার বিশ্বাস এবং পূর্ব্বোক্ত সঙ্কর ভোজনের রীতি এই দুটি বিষয় ইহারদের সকলের ঐক্যস্থল।

বীবর

কোন কোন ইতর প্রাণী স্ব স্ব বাসস্থান নির্ম্মাণ বিষয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। পক্ষিদিগের মধ্যে চটক, মধুক্রম, বাবুয়ের বাসা এ সমুদায় সকলেরই বিদিত আছে। আমেরিকায় বীবর নামে এক প্রকার পশু আছে ... যেরূপ পরিপাটী গৃহ নির্ম্মাণ ... বৃত্তান্ত শুনিলে সকলে চমৎকৃত হইবেন।

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে বীবরের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। ইহারা ... ঘোর কপিল বর্ণ, এবং স্থূল সূক্ষ্ম দুই প্রকার লোমে আচ্ছাদিত। ইহারদের শরীর ন্যূনাধিক ১॥ হস্ত দীর্ঘ, ও ॥ প্রায় উচ্চ। ইহারদের পুচ্ছ যেপ্রকার শল্ক দ্বারা আবৃত, অন্য কোন পশুর সেপ্রকার নহে। দন্ত মূষিকের দন্তের ন্যায়, কিন্তু এরূপ সবল ও শক্ত, যে তদ্দ্বারা কাষ্ঠ পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিতে পারে। পশ্চাতের পদের অঙ্গুলি সকল লিপ্ত, কিন্তু সম্মুখের পদ সেরূপ নহে। ইহারা জল ও স্থল উভয়েতেই অবস্থিতি করিতে পারে, এবং সচরাচর এক প্রকার জলজ বৃক্ষের মূল ও কোন কোন স্থলজ বৃক্ষের বল্কল ভক্ষণ করিয়া থাকে। শীতকালে গৃহের বহির্ভূত হইয়া স্থলে গমনাগমন পূর্ব্বক বল্কল আহরণ করিতে সমর্থ হয় না, একারণ গ্রীষ্ম কালে সংস্থান করিয়া রাখে। গ্রীষ্মের সময়ে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা স্থান পরিভ্রমণ করে, এবং জলাশয়ের সমীপস্থ বৃক্ষচ্ছায়াতে শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়, এবং তখন পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষ মূল ও বল্কল ভিন্ন নানা প্রকার তৃণ ও ফলও আহার করিয়া থাকে।

বীবরেরা গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে যে আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করে, তাহাই তাহারদের প্রধান গুণ। দুই তিন শত বীবর একত্র হইয়া কোন হ্রদ, সরোবর, নদী অথবা কৃত্রিম নদীর তীরে বাসস্থান প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ যাহার নিকটে বৃক্ষ আছে এইরূপ স্থান দেখিয়া বাস করে। কারণ, তাহা হইলে সেই বৃক্ষ ছেদন করিয়া তদ্দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে; অধিক দূর হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিতে হইলে বহু কষ্ট সম্ভাবনা। যদিও তাহারা হ্রদ ও সরোবরেও বাস করে, কিন্তু অধিকাংশে নদীর ধারেই থাকে; কারণ স্রোত দিয়া কাষ্ঠাদি

বহন করিতে বিশেষ ক্লেশ হয় না। যে সকল ক্ষুদ্র নদী বা কৃত্রিম নদীর জল শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাতে গৃহের অনতি দূরে এক সেতু বন্ধন করে। যদি নদীর প্রবাহ প্রবল না হয়, তবে সরল সেতু প্রস্তুত করে, আর যদি প্রবল হয়, তবে বক্র করিয়া নির্ম্মাণ করে। কারণ,বক্র সেতুর পৃষ্ঠ-দেশ প্রবাহের দিকে থাকিলে অনায়াসে ভগ্ন হয় না। তাহারদের বাস্ত ভুমির নিকটে যে বৃক্ষ থাকে, তাহা দন্ত দ্বারা চ্ছেদন করিয়া পাতিত করে, পরে খণ্ড খণ্ড করিয়া কার্য্য-স্থানে আনয়ন করে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, তাহারদের দন্তের একপ্রকার ধার, যে তদ্দ্বারা মনুষ্যের শরীরের ন্যায় স্থূল স্থূল বৃক্ষ সমস্ত কর্ত্তন করিতে পারে। দন্ত দ্বারা বৃক্ষ-খণ্ড ও বৃক্ষ-শাখা সকল আকর্ষণ করিয়া আনে, এবং সম্মুখের পদ দ্বারা কর্দ্দম ও প্রস্তর বহন করিয়া থাকে।

প্রথমে তাহারা সারি সারি খুঁটি পুতিয়া যায়, পরে তাহার মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-শাখা রোপণ পূর্ব্বক প্রস্তর, বালুকা ও কর্দ্দম দিয়া পূর্ণ করে। এক এক সেতু ৯০।৭০ হস্ত দীর্ঘ, অথচ এমন শক্ত, যে মানুষে তাহার উপর দিয়া অবলীলা ক্রমে গমনাগমন করিতে পারে। যে স্থানে তাহারা অবিচ্ছেদে অধিক কাল বাস করিয়া থাকে, পুনঃ পুনঃ প্রতীকার করাতে, সেস্থানের সেতু অত্যন্ত কঠিন হয়, এবং রোপিত বৃক্ষ-দণ্ড সকল কালক্রমে পল্লবিত ও শাখা বিশিষ্ট হইয়া বৃক্ষশ্রেণি রূপে প্রতীয়মান হয়; কখন কখন এত উচ্চ হয়, যে পক্ষিগণ তাহার উপরে কুলায় নির্ম্মাণ করে।

তাহারা যে সকল দ্রব্যে সেতু প্রস্তুত করে, তাহাতেই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সেতুর অনতি দূরে এক এক স্তূপ প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করে। সেই সকল গৃহের উপরিভাগ খিলান করা; তাহার বহির্দ্দিক্ গুম্বজের ন্যায় এবং অন্তর্দ্দিক্ তন্দুরের ন্যায় দেখায়। গৃহের প্রাচীর প্রায় ১॥ হস্ত প্রশস্ত, এবং তাহার তলা নদীর জল অপেক্ষা এত উচ্চ, যে তন্মধ্যে কখনই জল প্রবেশ করিতে পারে না। এক গৃহে অনেক বীবর বাস করিয়া থাকে; ছয়ের অপেক্ষায় ন্যূন নহে, এবং ত্রিশের অপেক্ষাও অধিক নহে। তাহারা গৃহ মধ্যে খাদ্য সামগ্রী রক্ষা করিয়া ভক্ষণ করে, এবং বৃক্ষ-পত্র ও শৈবালের শয্যা করিয়া শয়ন করে। এরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে, প্রত্যেকে আপন আপন নিরূপিত স্থানে অবস্থিতি করে, কেহ কাহারও স্থান গ্রহণ করে না।

গৃহের দ্বার কেবল নদীর দিকে থাকে। এতদ্দেশীয় চতুষ্পাঠীর ন্যায় এক এক গৃহের অনেক কুঠরী থাকে; কিন্তু তাহার সমুদায়ের পরস্পর যোগ থাকে না, প্রায় প্রত্যেক কুঠরীর পৃথক্ পৃথক্ দ্বার। এক ব্যক্তি কহিয়াছেন, আমি বীবরদিগের এক বৃহৎ বাটি দৃষ্টি করিয়াছি, তাহার প্রায় ১২ টা কুঠরী; তন্মধ্যে ২।৩ টার পরস্পর যোগ আছে, আর সমুদায়ের ভিন্ন ভিন্ন দ্বার। তাহার এক কুঠরী হইতে অন্য কুঠরীতে গমন করিতে হইলে জলের মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়।

তাহারা বর্ষে বর্ষে গৃহ-সংস্কার করে, অথবা প্রতি বৎসর নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করে। গৃহ সংস্কার করিতে হইলে, শীতের প্রথমে কার্য্যারম্ভ করে। আর যদি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তবে গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভেই বৃক্ষ চ্ছেদন আরম্ভ করিয়া ভাদ্র মাসে গৃহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়, এবং শীতের সঞ্চার হইতে হইতেই শেষ করিয়া তোলে। তাহারা রাত্রি যোগেই সমুদায় কর্ম্ম করিয়া থাকে।

তাহারা সর্ব্বদা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে, এবং তদর্থে গৃহের বহির্ভূত হইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করে। পুষিলে অনায়াসে পোষ মানে, সর্ব্বদা মনুষ্যের সমভিব্যাহারে থাকিতে ভাল বাসে, এবং যত স্নেহ করা যায় ততই পরিতোষ প্রকাশ করে।

যে সমস্ত বীবরের বৃত্তান্ত লিখিত হইল, তাহারা আমেরিকা-নিবাসি। ইউরোপের স্থানে স্থানেও অনেক বীবর প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহারা গৃহ-নির্ম্মাণ বিষয়ে তাদৃশ প্রসিদ্ধ নহে।

আশিয়ার অন্তঃপাতি রুষ দেশে মিতাচারী মূষিক নামে এক প্রকার মূষিক আছে,

তাহারাও মৃত্তিকা খনন করিয়া পরিপাটি গৃহ প্রস্তুত করে। সেই গৃহের মধ্যস্থলে এক প্রধান ঘর থাকে, নানা দিক্ দিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। কোন কোন মূষিক এ প্রকার গৃহ প্রস্তুত করে, যে ন্যূনাধিক ত্রিশ টা দ্বার দিয়া প্রধান কোষ্ঠে গমন করা যায়। প্রধান কোষ্ঠের পার্শ্বে অন্যান্য ঘর থাকে, তাহাতে গ্রীষ্মকালে শীতকালের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী সংস্থাপন করিয়া রাখে। সঞ্চয় করিবার পরে যে সময়ে গৃহের মৃত্তিকা আর্দ্র হয়, তখন বাহির করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করে। অপ্রতুল না হইলে কোন ক্রমেই তাহাতে হস্তক্ষেপ করে না। অন্যান্য সময়ে মূষিক মূষিকা উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ থাকে, শীতের উপক্রম হইবামাত্র একত্র গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক পর্য্যাপ্ত অন্ন আহার করত সুখে সচ্ছন্দে কাল যাপন করে।

পদার্থবিদ্যা

কাঠিন্য

দ্রব্যের ঘনত্ব ও গুরুত্ব অধিক হইলেই যে তাহার অধিক কাঠিন্য হয় এমত নহে। কোন কোন দ্রব্য অত্যন্ত ভারী, অথচ অত্যন্ত কঠিন নহে। কাচ অনেক ধাতু অপেক্ষায় লঘু, অথচ তাহারদের অপেক্ষায় কঠিন। কোন্ বস্তু কঠিন আর কোন্ বস্তু কোমল ইহা জানিবার নিয়ম এই, যে যে বস্তু দ্বারা যে বস্তুকে অঙ্কিত করা যায়, সে বস্তু সেই অঙ্কিত বস্তু অপেক্ষায় কঠিন। কাচের অপেক্ষায় ভারী অনেকানেক ধাতু কাচ দ্বারা অঙ্কিত হয়, অতএব, কাচ তাহারদের অপেক্ষায় কঠিন।

স্বর্ণ হীরক অপেক্ষায় ৪।৫ গুণ ভারী, অথচ তাহার অপেক্ষায় অনেক কোমল। দ্রব পদার্থ যে পারদ, তাহা অত্যন্ত কঠিন ইস্পাতের দ্বিগুণ ভারী।

হীরক অন্যান্য সমস্ত বস্তু অপেক্ষায় কঠিন, একারণ ইহার দ্বারা সকল দ্রব্যই অঙ্কিত হইতে পারে। যাহারা শরকলা প্রস্তুত করে, তাহারা হীরক দিয়া কাচ কর্ত্তন করিয়া থাকে। হীরক সর্ব্বাপেক্ষায় কঠিন বটে, কিন্তু ইস্পাতও সামান্য কঠিন নহে। তবে সকল ইস্পাত সমান নহে, অত্যন্ত উষ্ণ ইস্পাত সহসা একেবারে শীতল করিলে অত্যন্ত কঠিন হয়। ইস্পাতের এই আশ্চর্য্য গুণ মনুষ্যের গোচর হওয়াতে যে কিপর্য্যন্ত উপকার দর্শিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। অনেকানেক অজ্ঞানাচ্ছন্ন অসভ্য লোকে লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার জ্ঞাত না থাকাতে, অগ্নি ও প্রস্তর বিশেষ দ্বারা বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া থাকে। ইহাতে, এক এক ব্যক্তির এক একটি বৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভেলক প্রস্তুত করিতে এক বৎসর গত হইতে পারে, কিন্তু এক্ষণকার সভ্য জাতীয় সুনিপুণ সূত্রধর ইস্পাত-নির্ম্মিত শানিত অস্ত্র দ্বারা দুই এক দিবসের মধ্যেই সে কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন।

স্থিতিস্থাপকতা

বেত্র প্রভৃতি কতক গুলি দ্রব্যকে কুঞ্চিত করিয়া অর্থাৎ নোয়াইয়া ত্যাগ করিলে, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ হয়। সেই সমুদায় দ্রব্যের যে গুণ থাকাতে এই প্রকার ঘটনা হয়, তাহার নাম স্থিতিস্থাপকতা।

সমস্ত বস্তুর স্থিতিস্থাপকতা গুণ সমান নহে; কোন বস্তুর বা অধিক, কোন বস্তুর বা অল্প। বিশেষতঃ বস্তু বিশেষে এই গুণের নানা প্রকার ইতর বিশেষ দেখা যায়। রবর টানিয়া দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু অতিশয় দীর্ঘ করিলে আর অবিকল পূর্ব্ববৎ হয় না; পূর্ব্বাপেক্ষায় দীর্ঘ হইয়া থাকে। প্রত্যুত, কাচ কুঞ্চিত করিয়া ত্যাগ করিলে, কখনই কুঞ্চিত হইয়া থাকে না, তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ সমান হয়। কিন্তু কাচ অতিশয় পাতলা অথবা সূক্ষ্ম সূত্র স্বরূপ না হইলে কুঞ্চিত করা যায় না, অল্পেতেই ভগ্ন হইয়া যায়।

কাচ, ইস্পাত, গজদন্ত প্রভৃতি কঠিন দ্রব্যের এবং রবর, পট্ট-সূত্র, চর্ম্ম প্রভৃতি অনেক কোমল দ্রব্যেরও এই গুণ আছে। বায়ু ও বায়ুবৎ সমুদায় বস্তু সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। কোন বায়ু-পূর্ণ ক্ষুদ্র মসক সঙ্কুচিত করিলে সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ স্ফীত হয়। জল ও অ-

ন্যান্য দ্রব দ্রব্যেরও স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে, কিন্তু অতি অল্প।

ইস্পাত-নির্ম্মিত উত্তম তরবারকে এরূপ কুঞ্চিত করিতে পারা যায়, যে তাহার দুই মুখ আসিয়া একত্র সংলগ্ন হয়, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ সরল হয়।

অপকৃষ্ট ইস্পাত অথবা অন্য কোন ধাতু নির্ম্মিত দণ্ড কুঞ্চিত করিলে, হয় কুঞ্চিত হইয়া থাকে, নয়, ভগ্ন হইয়া যায়।

ঘড়িতে যে ইস্পাত-নির্ম্মিত স্প্রিং থাকে, তাহা শত বৎসর পরে ছাড়িয়া দিলেও তৎক্ষণাৎ সরল হয়।

এক প্রকার প্রস্তর আছে, তাহাকে কুঞ্চিত করা যায় এবং ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ সরল হয়।

বস্তু বিশেষের স্থিতি-স্থাপকতা গুণ থাকাতে, মনুষ্যের বিস্তর উপকার হইতেছে। ইস্পাতের স্থিতিস্থাপকতা গুণ দ্বারা ঘড়ি গাড়ি প্রভৃতি অনেকানেক উত্তমোত্তম অত্যাবশ্যক দ্রব্য কল্পিত ও সুসজ্জ্বার হইয়াছে। জগদীশ্বর সৃষ্টি কালে যে অভিপ্রায়ে জড় পদার্থের এই সমুদায় গুণ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে সম্প্রকার হইয়া তাঁহার আশ্চর্য্য কৌশল ও অপার মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

ভঙ্গপ্রবণতা।

যে গুণ থাকাতে, কোন কোন বস্তু অনায়াসে ভগ্ন হয়, তাহার নাম ভঙ্গপ্রবণতা, এবং যে সকল দ্রব্য অনায়াসে ভঙ্গ করা যায়, তাহার নাম ভঙ্গপ্রবণ। অনেকানেক অত্যন্ত কঠিন দ্রব্যের এই গুণ দৃষ্টি করা যায়।

লৌহ-দণ্ড কাচ দ্বারা অঙ্কিত হয়, অতএব, কাচ লৌহ অপেক্ষায় কঠিন তাহার সন্দেহ নাই; অথচ কাচের ন্যায় ভঙ্গপ্রবণ দ্বিতীয় বস্তু পাওয়া দুষ্কর।

ইস্পাত উত্তপ্ত করিয়া একেবারে সহসা শীতল করিলে অত্যন্ত কঠিন হয়, কিন্তু ইহাতে তাহার স্থিতিস্থাপকতা গুণ হ্রাস হইয়া ভঙ্গপ্রবণতা গুণ বৃদ্ধি হয়। একারণ, যে ইস্পাত দ্বারা অন্যান্য কঠিন ধাতু পর্য্যন্ত কর্ত্তন করা যায়, তাহা অত্যল্প আঘাত প্রাপ্ত হইলেই ভগ্ন হয়। লৌহ, তাম্র, এবং পিত্তলও উত্তপ্ত করিয়া সহসা একেবারে শীতল করিলে অনায়াসে ভগ্ন করা যায়।

ঘাতসহত্ব।

কোন কোন দ্রব্যের এই প্রকার গুণ আছে, যে তাহা পিটিয়া পাত করা যায়, এই গুণের নাম ঘাতসহত্ব। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, লৌহ প্রভৃতি অনেক ধাতুর এই গুণ আছে, তন্মধ্যে স্বর্ণের ঘাতসহত্ব গুণ সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক। তাহাকে পিটিয়া এ প্রকার সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করা যায়, যে তাহার বেধ এক বুরুলের ২৮২০২০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। দস্তা ২১২ তাপাংশ প্রমাণ উষ্ণ হইলে তাহাকে পিটিয়া পাত করা যায়; কিন্তু যখন ৩০০ তাপাংশের অধিক এবং ৪০০ তাপাংশের অনধিক উষ্ণ থাকে, তখনই দস্তার এই গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে। লৌহও অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে এই গুণ প্রাপ্ত হয়। এক প্রকার, বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কোন কোন ধাতুখণ্ড পিটিয়া যোগ করা যায়। লৌহ ও প্লাটিনম্ নামক ধাতু অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া পিটিলে এই রূপ যুক্ত হইতে পারে।

যে সকল ধাতুর ঘাতসহত্ব গুণ অতিশয় অল্প, তাহা পিটিতে পিটিতে ভগ্ন হইয়া যায়। কোন কোন ধাতু আহত হইবা মাত্র কাচের ন্যায় ভগ্ন হয়।

তান্তবতা।

কতকগুলি ধাতুকে টানিয়া তন্তু অর্থাৎ তার প্রস্তুত করিতে পারা যায়। সেই সকল ধাতুকে তান্তব এবং তাহারদের এই গুণকে তান্তবতা গুণ কহে। উলাস্টন সাহেব প্লাটিনম্ ধাতুর এত সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে তাহা ঊর্ণনাভের সূত্র অপেক্ষায় অধিক স্থূল নহে। তিনি স্বর্ণের এরূপ সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে তাহার ব্যাস এক বুরুলের ৫০০০ ভাগের এক ভাগ। তাহার ৩৬৭ হাত তৌল করিয়া অর্দ্ধ রতি মাত্র হইয়াছিল।

আপাততঃ বোধ হইতে পারে, যে যে সকল ধাতুর উত্তম রূপ পাত করিতে পারা যায়, তাহাতেই উত্তমরূপ তার প্রস্তুত হয়,

অর্থাৎ যে ধাতুর ঘাতসহত্ব গুণ অধিক, তাহার তান্তবতা গুণও অধিক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

লৌহেতে অতি সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত হয়, কিন্তু সেরূপ পাত প্রস্তুত হয় না। টিন এবং সীসের পাত যেরূপ সূক্ষ্ম হইতে পারে, তার সেরূপ সূক্ষ্ম হয় না।

এই গুণের আধিক্য বিষয়ে প্লাটিনম্ ধাতু সর্ব্বাপেক্ষায় প্রধান, রৌপ্য দ্বিতীয়, লৌহ তৃতীয়, তাম্র চতুর্থ, স্বর্ণ পঞ্চম ইত্যাদি।

কাচ অল্পেতেই ভগ্ন হয় বটে, কিন্তু তাহাও দ্রব করিয়া তার প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

ভিদাবরোধকতা

কতক গুলি বস্তুর এই প্রকার গুণ আছে, যে তাহারদিগকে আকর্ষণ করিয়া সহজে ছিন্ন করা যায় না। সেই সমস্ত বস্তুকে ভিদাবরোধক এবং তাহারদের এই গুণকে ভিদাবরোধকতা গুণ কহে। যোগাকর্ষণের আধিক্যই ইহার কারণ। যে বস্তুর পরমাণু সমুদায়ের পরস্পর অধিক আকর্ষণ, তাহা অধিক ভিদাবরোধক, এবং যাহার পরমাণু সকলের যোগাকর্ষণ অল্প, তাহা অল্প ভিদাবরোধক। সমুদায় কঠিন দ্রব্যের এবং অনেকানেক দ্রব দ্রব্যেরও এই গুণ আছে, তন্মধ্যে ইস্পাতের ভিদাবরোধকতা গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

যে দ্রব্যের ভিদাবরোধকতা গুণ অধিক তাহা অধিক ভার সহিতে পারে, এবং যাহার সে গুণ অল্প, তাহা অল্প ভার সহিতে পারে। কোন্ ধাতু কত ভিদাবরোধক, তাহা নানা প্রকার ধাতুর তারে ভার ঝুলিয়া দিয়া দেখিলেই জানা যায়। যে ধাতু যত ভারসহ, তাহা তত ভিদাবরোধক। নানা প্রকার ধাতুতে এক বুরুলের সহস্র ভাগের এক ভাগ প্রমাণ সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ভার ঝুলিয়া দিলে, যে ধাতুর তার যত ভার সহিতে পারে, তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইল।

সীসক .... /২ সের
টিন .... /৫ ,,
স্বর্ণ .... /৯ ,,
রৌপ্য .... ।১ ,,
প্লাটিনম্ .... ।৬ ,,
তাম্র .... ।৯ ,,
ইস্পাত .... ১।১৭ ,,

পট্ট-সূত্র, লোমজ সূত্র, শোনসূত্র, চর্ম্ম, শরীরের অন্তর্গত অঙ্গবন্ধনী ইত্যাদি অনেকানেক বস্তুর অধিক ভিদাবরোধকতা গুণ থাকাতে, তদ্দ্বারা মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী অনেক দ্রব্য প্রস্তুত ও অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

ভাস্বরত্বাপাদন

পূর্ব্বে শীত দ্বারা কোন কোন বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি হইবার প্রসঙ্গ মধ্যে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, যে জল, দ্রব লৌহ প্রভৃতি কতক গুলি বস্তু শীতল হইয়া কঠিন হইবার সময়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্র উৎপন্ন হইয়া ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করে। এই সকল দ্রব্য কঠিন হইয়া এক এক প্রকার মনোহর আকার ধারণ করে। এই সমস্ত পরিষ্কৃত বস্তুর সাধারণ নাম ভাস্বর, এবং যে ব্যাপার দ্বারা এই প্রকার আকার উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ভাস্বরত্বাপাদন। মিছরি, বরফ, স্ফাটিক, কাচ, হীরক এবং অন্যান্য সমুদায় রত্নই ভাস্বর। চিনি ও লবণের দানাও ভাস্বর। এক এক বস্তুর ভাস্বরের এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট আকার উৎপন্ন হয়, কোন মতেই অন্য প্রকার হইতে পারে না।

যদি কিঞ্চিৎ লবণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্পে অল্পে উষ্ণ করা যায়, তবে সেই জল ক্রমে ক্রমে বাষ্প হইয়া উঠিয়া যায়, এবং তাহার সহিত যে লবণ মিশ্রিত থাকে, তাহা পৃথক্ হইয়া উত্তম আকার ধারণ করে। চিনি, সোরা, ফট্‌কিরি প্রভৃতি অনেক দ্রব্য এই প্রকারে ভাস্বর হইতে পারে।

যদি দ্রব করিয়া অল্পে অল্পে স্থির ভাবে শীতল হইতে দেওয়া যায়, তবে অনেক ধাতুই ভাস্বর হইতে পারে।

যদি জলের সহিত কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরি অথবা নীলতুতে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে এক টুকরা তারনির্ম্মিত পাত্র মগ্ন করিয়া রাখা যায়, তবে দুই এক ঘণ্টার মধ্যে অনেকানেক-

ক পরম রমণীয় পরিপাটী তাম্বুর প্রস্তুত হইয়া সেই পাত্রের চতুর্দ্দিক্ আবৃত ও সুশোভিত করে।

সান্তরত।

সকল বস্তুই সান্তর অর্থাৎ ছিদ্র বিশিষ্ট। জড় বস্তু তাম্বুর হইবার সময়ে তাহার সূক্ষ্ম সকল পরস্পর ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করে, সুতরাং তাহার মধ্যে মধ্যে ছিদ্র থাকে। জল বরফ হইবার সময়ে যে তাহার মধ্যে বিস্তর ছিদ্র থাকে, এবং তন্নিমিত্ত তাহার বিস্তার বৃদ্ধি হয়, এ বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। মিছরি ও নানা প্রকার প্রস্তরের মধ্যে জল প্রবেশ করিলেও তাহারদের আয়তন বৃদ্ধি হয় না; কারণ সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে ছিদ্র আছে, তাহাতেই জল প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এ প্রকার এক ছিদ্রবিশিষ্ট প্রস্তর আছে, যে তাহার মধ্য দিয়া জল নিঃসৃত হয়।

জল অত্যন্ত নিপীড়িত হইলে স্বর্ণের মধ্য দিয়াও নির্গত হইতে পারে, কারণ স্বর্ণও ছিদ্র পরিপূর্ণ। কোন পণ্ডিত একটা স্বর্ণময় ফাঁপা গোলা জল-পূর্ণ করিয়া অত্যন্ত নিপীড়িত করিয়াছিলেন। ইহাতে সেই গোলার চতুর্দ্দিকে স্বেদ বিন্দুর ন্যায় জলবিন্দু সকল নির্গত হইতে লাগিল।

জন্তুর অস্থি সমুদায় এ প্রকার ছিদ্র-পরিপূর্ণ, যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টি করিলে তাহা মধুক্রম অর্থাৎ মৌচাকের ন্যায় দেখায়।

কাষ্ঠে এত ছিদ্র আছে, যে তাহাকে কতকগুলি একত্রীকৃত নল বলিলে বলা যায়।

যদি এক টা বোতল উত্তম-জল-পূর্ণ ও শোলা দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে ২০।২৫ হাত গভীর জলে মগ্ন করিয়া তোলা যায়, তবে দৃষ্ট হয়, সেই বোতল উত্তম জলের পরিবর্ত্তে লবণাম্বুতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহার কারণ, শোলা অত্যন্ত ছিদ্র-বিশিষ্ট, এনিমিত্ত উপরকার জল-রাশির ভার দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া জল প্রবেশের পথ প্রদান করে।

বিস্তার্য্যতা

যে গুণ দ্বারা বস্তুর বিস্তার অর্থাৎ আয়তন বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম বিস্তার্য্যতা। নানা প্রকারে বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি হয়। যদি কতকগুলি চর্ম্ম বা কার্পাসের উপরে প্রস্তর বা অন্য কোন ভারি দ্রব্য স্থাপন করা যায়, তবে সেই চর্ম্ম ও কার্পাস সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং ভার তুলিয়া লইলেই স্ফীত হইয়া উঠে। বস্তুর আয়তন বৃদ্ধির যত কারণ আছে, তন্মধ্যে তেজই প্রধান কারণ। যে স্থানে তেজের বিয়োজন শক্তির বিবরণ করা গিয়াছে, সেস্থানে এবিষয়ের অনেক উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর উষ্ণতা ও শীতলতা ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং তদনুসারে তাহারদের আয়তনও হ্রাস ও বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যাবতীয় বিচিত্র পদার্থে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, সমুদায়ই সকল সময়ে স্ফীত বা সঙ্কুচিত হইতেছে। তাহারা শীতের সময়ে সঙ্কুচিত হয়, এবং গ্রীষ্ম কালে বর্দ্ধিত হয়। যে দিবস অধিক গ্রীষ্ম, সে দিবস অধিক স্ফীত হয়, এবং যে দিবস অধিক শীত, সে দিবস অধিক সঙ্কুচিত হয়। আমরা দৃষ্টি-শক্তির অল্পতা বশতঃ এই সমস্ত ব্যাপার দৃষ্টি করিতে সমর্থ নহি।

সঙ্কোচ্যতা

সমুদায় দ্রব্যেরই এইরূপ গুণ আছে, যে কোন না কোন প্রকারে তাহার পরমাণু সমুদায় পরস্পর নিকটবর্ত্তি হইয়া সঙ্কুচিত হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহার আয়তন হ্রাস হয়। ঘনত্ব গুণের বিবরণ মধ্যে এবং অন্য অন্য স্থলেও এবিষয়ের অনেক উদাহরণ লিখিত হইয়াছে, অতএব এস্থলে কেবল বায়ুর সঙ্কোচ্যতা গুণের একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। যদি কোন জল-পূর্ণ পাত্রে এক খান শোলা ভাসিতে থাকে, আর একটা শূন্য কাচ-নির্ম্মিত গ্লাস অধোমুখ করিয়া তাহার উপর এ প্রকারে ধরা যায়, যে গ্লাসের মুখে জলস্পর্শ হয়, তবে কিঞ্চিৎ বায়ু সেই গ্লাসের মধ্যে রুদ্ধ হইয়া থাকে। পরে সেই গ্লাস যত নিপীড়িত করা যায়, ঐ শোলা তাহার মধ্যে তত উঠিতে দেখা যায়; কারণ গ্লাসের অন্তর্গত বায়ু সঙ্কুচিত হইয়া তাহার উপরি ভাগে স্থিতি করে, সুতরাং তা-

হ্রদের মধ্যে জল উত্থিত হয়, এবং সেই সঙ্গে শোণাও উত্থিত হইতে থাকে।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

সপ্ত পঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীক পর্ব্ব

শৌনক কহিলেন,হে সূতকুলতিলক! এই সর্পসত্রে যে সকল সর্প হুতাশনে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের নাম শ্রবণের অভিলাষ করি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বহু সহস্র বহু প্রযুত বহু অর্ব্বুদ সর্প সর্পসত্রে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের সংখ্যা করা অসাধ্য; তথাপি যত দুর স্মরণ হয়, প্রধান প্রধানের নাম কহিতেছি শ্রবণ করুন। তন্মধ্যে বাসুকি-কুলোৎপন্ন যে সকল নীলবর্ণ, রক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ, অতি ভয়ঙ্কর, মহাকায়, মহাবিষ ভুজঙ্গমগণ মাতৃশাপ রূপ বিষম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া যজ্ঞীয় হুতাশনে পতিত হয়, তাহাদেরই বাহুল্যে নামোল্লেখ করিব।

কোটিশ,মানস, পূর্ণ, শল, পাল, হলীমক, পিচ্ছল, কৌণপ, চক্র, কালবেগ, প্রকালন, হিরণ্যবাহু, শরণ, কক্ষক, কালদন্ত এই সকল বাসুকি-জাত সর্প প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত বাসুকি-বংশ-সম্ভূত অতি ভয়ঙ্কর মহাবলশালী আর আর অনেক নাগ প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

এক্ষণে তক্ষক কুলোদ্ভূত নাগগণের নামোল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন। পুচ্ছাণ্ডক, মাণ্ডলক, পিণ্ডসেক্তা, রভেণক, উচ্ছিখ, শরভ, ভঙ্গ, বিল্বতেজাঃ, বিরোহণ, শিলী, শলকর, মূক, সুকুমার, প্রবেপন, মুদ্গর, শিশুরোমা, সুরোমা, মহাহনু; এই সমস্ত তক্ষক-জাত নাগ হব্যবাহনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

পারাবত, পারিজাত, পাণ্ডর, হরিণ,কৃশ, বিহঙ্গ, শরভ, মেদ, প্রমোদ, সহতাপন, ঐরাবত কুলোৎপন্ন এই সকল নাগ অগ্নি প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

হে দ্বিজোত্তম! অতঃপর কৌরব্যকুলজাত নাগদিগের উল্লেখ করি শ্রবণ করুন। এরক, কুণ্ডল, বেণী, বেণীস্কন্ধ, কুমারক, বাহুক, শৃঙ্গবের, ধূর্ত্তক, প্রাতর, আতক, এই সকল কৌরব্যকুলজাত সর্প হুতাশনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্র কুলপ্রসূত, বায়ুসম বেগশালী, মহাবিষ সর্পগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। শঙ্কুকর্ণ, পিঠরক, কুঠার, মুখসেচক, পূর্ণাঙ্গদ পূর্ণমুখ, প্রহাস, শকুনি, দরি,অমাহঠ, কামঠক, সুষেণ, মানস, ব্যয় ভৈরব, মুণ্ডবেদাঙ্গ, পিশঙ্গ, উদ্রপারক, ঋষভ, বেগবান্ নাগ, পিণ্ডারক, মহাহনু, রক্তাঙ্গ, সর্ব্বসারঙ্গ, সমৃদ্ধ, পটবাসক, বরাহক, বীরণক,সুচিত্র চিত্রবেগিক, পরাশর, তরুণক, মণিস্কন্ধ, আরুণি।

হে ব্রহ্মন্! সুবিখ্যাত প্রধান প্রধান নাগের নাম কীর্ত্তন করিলাম। বাহুল্য প্রযুক্ত সকলের নামোল্লেখ করিতে পারিলাম না। ইহাদের যে সকল সন্তান ও সন্তানের সন্তান প্রদীপ্ত পাবকে প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহাদের সংখ্যা করা অসাধ্য। অতি ভয়ঙ্কর ও প্রলয় কালীন অনল তুল্য বিষ বিশিষ্ট ত্রিশীর্ষ, সপ্তশীর্ষ, দশশীর্ষ এবং অন্যান্য শত শত সহস্র সহস্র সর্প সেই যজ্ঞীয় হুতাশনে হুত হইয়াছে। মহাকায়, মহাবেগ, শৈল-শৃঙ্গ-সম সমুন্নত, যোজনায়ত, দ্বিযোজনায়ত, কামরূপী, ইচ্ছাবল, প্রদীপ্ত অনল তুল্য বিষশালী মহাসর্প সকল ব্রহ্মদণ্ডে নিগৃহীত হইয়া সেই মহাসত্রে দগ্ধ হইয়াছে।

প্রশ্নের উত্তর।

"ব্রহ্মজিজ্ঞাসু" এই নাম স্বাক্ষর করিয়া কোন ব্যক্তি পারলৌকিক ভোগাভোগ বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করা যাইতেছে।

প্রশ্ন

"জীবাত্মা দেহপঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া কি প্রকার অবস্থায় অবস্থিতি করে? ইহা কি প্রকার বিকৃতি প্রাপ্ত হয়? অন্য দেহ সংক্রমণ করে কিনা?"

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মনীতি

১০৮ সংখ্যক পত্রিকার ৪০ পৃষ্ঠার পর।

কিরূপে পাপ পুণ্যের বিশেষ করা যায়, পূর্ব্বে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। পরমেশ্বর আমারদিগকে যে প্রকার মানসিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, যে সমুদায় মনোবৃত্তি পরস্পর সমঞ্জসীভূত ও অবিরোধি থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তদনুযায়ি ব্যবহারই বিহিত ব্যবহার এবং তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহারই অবিহিত। যেস্থলে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সেস্থলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুমতি প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। জগদীশ্বর যেমন আমারদিগকে এই প্রকারে পাপ পুণ্য বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই রূপ তদনুযায়ি দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া সেই উপদেশকে দৃঢ়তর রূপে সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম আমারদের চিত্ত-পটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে, সংসারে তদনুযায়ি শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া তাহার অবাধ্য বিষয়ে নিরন্তরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

পরমেশ্বর যে আমারদের [illegible] ব্যবহার অনুষ্ঠান [illegible] প্রদান করিয়াছেন [illegible] ইহা পূর্ব্বাবধি সকল দেশীয় সকল জাতীয় পণ্ডিতেরাই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু তিনি কি নিয়মে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদান করেন, তাহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া নানা প্রকার কাল্পনিক মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন, কোন কোন ব্যক্তি পরম ধার্ম্মিক হইয়াও চিরকাল অন্ন চিন্তায় কাতর হইয়া মহা দুঃখে দিনপাত করেন, অথচ কত কত অতি পাপিষ্ঠ পরপীড়ক নরাধম অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ ও হাস্য কৌতুক করত পরম সুখে কালযাপন করে। কোন কোন পরমার্থ-পরায়ণ পুণ্যবান্ ব্যক্তি যাবজ্জীবন রুগ্ন ও শীর্ণ শরীরে বহু কষ্টে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, কেহ কেহ চিরকাল পাপ-পথে প্রবৃত্ত থাকিয়াও সুস্থ ও সবল শরীরে বিনা ক্লেশে সাংসারিক কার্য্য সাধন করে। কোন কোন ধনাঢ্য-সন্তান সর্ব্বদা বিরক্ত ও অত্যন্ত অসুখী, কেহ কেহ নানা বিধ সুখ সম্ভোগ করত মহানন্দে কাল যাপন করে। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা এই সমস্ত বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থতা প্রযুক্ত কেহ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্য কেহ বা অন্য প্রকার অনির্দ্দিষ্ট কারণ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উক্ত সমুদায় মত কোন মতেই প্রামাণিক নহে [illegible]

প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার বিষয়ক প্রস্তাবে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়মের যে রূপ বিবরণ করা গিয়াছে, তাহা সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলে অবশ্যই বিশ্বাস হয়, যে যে ব্যক্তি যদ্বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করে, সে তদ্বিষয়ক দণ্ড বা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে হস্ত পদাদি ভগ্ন হয়, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে রোগ জন্মে, আর ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পুণ্য-জনিত বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হইয়া লোক-নিন্দা, চিত্ত-গ্লানি, লোকের অবিশ্বাস, রাজ-দ্বারে দণ্ড ইত্যাদি নানা প্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। কি ধনী কি নির্দ্ধন কি হিন্দু কি মোসলমান, কি স্ত্রী কি পুরুষ কোন স্থলে কাহারও প্রতি এ নিয়মের অব্যাপ্তি নাই। সকলেই সেই বিশ্বাধিপের প্রজা, সুতরাং সকলেই তৎ সন্নিধানে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ দণ্ড ও পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

অতএব, যে সমস্ত সুনীতি-সূত্র আমারদের মানস-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে, কার্য্য কালেও যখন তদনুযায়ী ফলাফল উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে, তখন বলিতে হইবে, উভয়ে ঐক্য অবলম্বন করিয়া বিশ্বপতির শাসন-প্রণালীর যথার্থ তত্ত্ব প্রচার করিতেছে, এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত পরিশুদ্ধ নিয়ম দৃঢ়তর রূপে সপ্রমাণ করিতেছে।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ বিষয়ক নিয়ম অবধারিত হইল, এক্ষণে কাহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহার বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। আপনি জ্ঞানাপন্ন ও সুস্থ না হইলে, আর আর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করা যায় না। অতএব, অগ্রে আত্ম বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ করা যাইতেছে, পশ্চাৎ অন্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

আত্ম বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম

পরমেশ্বর আমারদিগকে যে প্রকার প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, আমরা ভূমণ্ডলে [illegible] কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি করি, এই অভিপ্রায়ে তিনি আমারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা যে কোন অংশে অসুখি থাকি ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, প্রত্যুত, সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সুখি হই ইহাই তাঁহার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য। আমরা যে আপনারদের স্বভাবকে মলিন করিয়া রাখি, ইহা কোন মতে তাঁহার অভীষ্ট হইতে পারে না, প্রত্যুত, শরীরকে সুস্থ ও সবল এবং অন্তঃকরণকে জ্ঞান-প্রভায় প্রদীপ্ত ও ধর্ম্ম-ভূষণে বিভূষিত করি ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। তাহা হইলে, আমারদের শরীর ও মন উৎকৃষ্ট হইয়া পরম রমণীয় ভাব ধারণ করে, এবং অশেষ সুখের আধার হইয়া সর্ব্ব-সুখ-দাতা পরম পিতা পরমেশ্বরের অপার কারুণ্য স্বরূপ প্রকাশ করে।

এই সমুদায় অভিপ্রায় যদি যুক্তিসিদ্ধ হইল, তবে আপনার প্রকৃতি ও পরমেশ্বরের নিয়ম-প্রণালী বিষয়ক জ্ঞানোপার্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই। আপনার উদ্দেশে যত কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে এ কার্য্য সর্ব্ব-প্রধান। জগদীশ্বর আমারদিগকে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, কেবল জ্ঞান লাভ তাহার প্রয়োজন, এবং বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার সহিত যে অনুপম সুখ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, তাহা জ্ঞান শিক্ষার প্রত্যক্ষ পুরস্কার। আমরা জ্ঞান শিক্ষার্থে নিযুক্ত হইব বলিয়াই তিনি এই সকল প্রধান বৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, জ্ঞানরূপ রত্ন লাভ দ্বারা তাঁহার শুভকর অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

জ্ঞান-বৃক্ষের সুধাময় ফল জ্ঞানোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই ফলিতে থাকে। যখন আমরা কর্ম্ম ভারে অথবা অন্য কোন কারণে বিরক্ত ও অস্বচ্ছন্দ-চিত্ত থাকি, তখন পুস্তক পাঠ মহোপকারী বোধ হয়। সময় বিশেষে পুস্তক বিশেষ পঠিত হইলে, পরম প্রণয়াস্পদ মিত্রের ন্যায় সন্তাপিত হৃদয়কে শান্ত ও বিষন্ন বদনকে প্রসন্ন করিতে পারে। কোন পদার্থের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করি-

তে কোন অভিনব নিয়ম নিরূপিত হইলে কত আহ্লাদই উপস্থিত হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিশারদ আর্য্যভট্ট পৃথিবীর আহ্নিক গতি অবধারণ করিয়া যেপ্রকার প্রভূত হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অসামান্য-ধীশক্তি-সম্পন্ন মহানুভাব নিউটন্ মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক অপূর্ব্ব নিয়ম নিরূপণ করিয়া যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, এবং ভুবন-বিখ্যাত মহাত্মা কোলম্বস্ অগাধ সমুদ্র উত্তরণ পূর্ব্বক আমেরিকা প্রদেশে পদার্পণ করিয়া যে প্রকার অপার সুখ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় হিমালয় তুল্য স্তূপাকৃতি স্বর্ণ-খণ্ড কঙ্কর-রাশির ন্যায় তুচ্ছ বোধ হয়। জগৎসংসারের ঐশ্বর্য্যও সে অমূল্য সুখের উচিত মূল্য নহে। দুই এক পরম ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন সামান্য লোকের ভাগ্যে এপ্রকার প্রগাঢ় আনন্দ ঘটে না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে সকল সুখ-রাজ্যের পথ প্রদর্শন করিয়া যান, তাহাতে ভ্রমণ করিতে সকলেরই অধিকার আছে। আমরা তাঁহারদের নিরূপিত এক একটি প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করিয়া কত আনন্দই অনুভব করিতে থাকি। প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ক এক এক বিদ্যা এক একটি পরম রমণীয় পবিত্র উদ্যান স্বরূপ; তাহা দর্শন, ভ্রমণ, স্মরণ ও আলোচনা করিয়া অন্তঃকরণ অপূর্ব্ব আনন্দ-নীরে অবগাহন করে।

কিন্তু ইহাও জ্ঞান-বৃক্ষের প্রধান ফল নহে। ইহা অপেক্ষাও গুরুতর ফল আছে, সেই ফল প্রাপ্তিই বিদ্যা লাভের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা চতুর্দ্দিকে যাবতীয় জীবে ও যাবতীয় পদার্থে পরিবেষ্টিত, তাহারদের সহিত আমারদের যেরূপ সম্বন্ধ বন্ধন আছে, তাহা জানিয়া তদনুযায়ি কার্য্য করা উচিত। নতুবা পদে পদে বিপৎপাত ও ক্লেশোৎপত্তির সম্ভাবনা। আমরা বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক তৎ সমুদায় নিরূপণ করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিব বলিয়াই, পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমারদিগকে ঐ সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে বুদ্ধি নিয়োজন না করিলে তাঁহার সন্নিধানে সাপরাধ থাকিয়া আপন কর্ম্মের দুঃখময় ফল ভোগ করিতে হয়।

ধর্ম্মোপদেশকেরা যেমন অন্যান্য বৈধ ক্রিয়ার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, বিদ্যাশিক্ষা তাদৃশ অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন না। কিন্তু যখন জ্ঞান ব্যতিরেকে আপন শরীর ও মন সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখিবার সম্ভাবনা নাই, এবং আপন পরিবার ও জনসমাজের প্রতি যেরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য তাহাও উচিত মত অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হওয়া যায় না, আর যখন জগদীশ্বর আমারদিগকে তত্তদ্বিষয়ে সমর্থ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন জ্ঞান শিক্ষা করা সর্ব্ব সাধারণ সকলেরই উচিত কর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ম ও অভিপ্রায় বিষয়ক জ্ঞান শিক্ষাই আমারদের অবশ্য কর্ত্তব্য, না শিখিলে প্রত্যবায় আছে। তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ের জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞানপদের বাচ্য নহে।

এই নিয়ম যদি অবধারিত হইল, তবে বাল্য কালাবধিই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা করা উচিত। ইহাই যদি পরম পিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইল, তবে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যথোচিত ফলোৎপত্তি হয় তাহার সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিমিত ভোজন, পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন গৃহে বাস, এবং শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা উচিত, ইত্যাদি শারীরিক বিধান বিষয়ে শিক্ষিত হইলে, বালকেরা তাহা পালন করিতে যত্নবান্ থাকে, তদ্দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সুখে কাল যাপন করিতে পারে, এবং তন্নিমিত্ত সর্ব্ব-সুখ-দাতা পরম-পিতা পরমেশ্বর সন্নিধানে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক যাহাতে নগর মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত হইয়া ও স্থানে স্থানে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, দেবালয় প্রভৃতি সাধারণ-গৃহ সমুদায় শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের অনুকূল হইয়া লোকের স্বাস্থ্যজনক হয়, এমত চেষ্টা করে। অল্প বয়সে দার পরিগ্রহ করিলে যে সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তি ভোগ করি-

তে হয়, তাহা সবিশেষ অবগত হইলে, বালকেরা এই কুনীতি পরিত্যাগ করিয়া তজ্জনিত দারুণ দুঃখ ঘটনা নিবারণ করিতে পারে। অতএব, দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ বৃদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষার প্রত্যক্ষ পুরস্কার।

যখন আমরা মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, তখনই আমারদের কতকগুলি অবশ্য-প্রতিপাল্য নিত্য ব্রতে ব্রতী হওয়া হইয়াছে; আপনার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা, আত্মাকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে বিভূষিত করা, সন্তান সন্ততিকে শিক্ষিত ও সুখি করা, লোকের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার এবং তাহারদের সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধন পূর্ব্বক জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা, এবং সর্ব্ব সুখদাতা পরম পিতা পরমেশ্বরের অপার মহিমা ও কল্যাণ-স্বরূপ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তাহার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি প্রকাশ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বপতি যে বিষয়ে যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা না জানিলে সে বিষয় সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি আমারদের শরীর রক্ষার্থে কিরূপ ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, স্ত্রী পরিগ্রহ ও পুত্র কন্যার প্রতিপালন বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, মনুষ্য বর্গের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধ্যর্থ কোন্ বস্তুকে কি কি গুণ প্রদান করিয়াছেন, কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে কি অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, এবং তাঁহার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ ও পরমাশ্চর্য্য মহিমা কিরূপে কত দূর শিক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, এই সমুদায় সম্যক্ রূপে নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। কি রাজা কি প্রজা, কি ভৃত্য কি স্বামী, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই এই সমস্ত শুভকর নিয়ম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, এই জ্ঞানই দুঃখ রূপ দারুণ রোগের মহৌষধ, এই জ্ঞানই সুখ-রত্নের অদ্বিতীয় আকর, এই জ্ঞানই মানব জন্ম সার্থক করিবার মূলীভূত উপায়।

"এই সমুদায় কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার কর, নয়, বিধাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের অপরাধী অকৃতজ্ঞ প্রজা হইয়া যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ কর"। ইহাই তাঁহার আজ্ঞা। এ আজ্ঞা অখণ্ডনীয়।

পদার্থবিদ্যা

গতির নিয়ম

স্থান পরিবর্ত্তন অর্থাৎ এক স্থান হইতে স্থানান্তর হওয়াকে গতি কহে। গতি না থাকিলে, এই জগৎ কেবল কতকগুলি স্পন্দহীন নির্জীব পদার্থে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। নদী-প্রবাহ, বায়ু-সঞ্চার, ঋতু-পরিবর্ত্তন, চন্দ্র সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন, জন্তু ও উদ্ভিজ্জের জীবন প্রাপ্তি, শব্দ ও জ্যোতিঃপ্রকাশ এ সমুদায়ের কিছুই হইত না। সংসারের সমুদায় ব্যাপার কেবল গতিরই কাণ্ড; কোন পদার্থ এক স্থানে স্থির হইয়া নাই। গতির নিয়ম জানিলে শত সহস্র প্রকার ভবিষ্যদ্ঘটনা গণনা করিয়া বলা যায়।

লোকে মনে করে, এক স্থানে স্থির হইয়া থাকাই জড়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কোন কারণে চালিত হইলেও পুনর্ব্বার ক্রমে ক্রমে স্থির হয়। কিন্তু একথা যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। জড় পদার্থ আপনি কিছুই করিতে পারে না; চালাইয়া দিলেই চলে, এবং স্থির করিয়া রাখিলেই স্থির থাকে। তবে যে ভূমণ্ডলে কোন বস্তু সঞ্চালিত হইলে ক্রমে ক্রমে স্থির হয়, তাহা অন্যান্য বস্তুর ঘর্ষণ আকর্ষণাদি দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব, জড় পদার্থ চালিত হইলেও ক্রমাগত চলিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে স্থির হয়, একথা কোন ক্রমেই প্রামাণিক নহে। জগতের কোন পদার্থ এক স্থানে স্থির আছে কি না সন্দেহ স্থল। বায়ু বহিতেছে, জল চলিতেছে, মেঘ উঠিতেছে, আলোক আসিতেছে, বৃক্ষ ও জন্তু মধ্যে রস ও রক্ত সঞ্চরণ করিতেছে, ইত্যাদি গমন-ব্যাপারই সর্ব্বদা চতুর্দ্দিকে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পর্ব্বতাদি বৃহত্তর বস্তু আপাততঃ স্থির বোধ হয় বটে, কিন্তু তৎ সমুদায় সহলিত সমস্ত ভূমণ্ডল অবি-

প্রায় প্রচণ্ড বেগে গমন করিতেছে। চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সূর্য্যও অন্য স্থান পরিবেষ্টন করে। অন্যান্য গ্রহ ও ধূমকেতু সমুদায়ও সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, এবং কত শত নক্ষত্রও দ্রুতবেগে নিয়ত ধাবিত হইয়া থাকে।

অতএব কোন বস্তু একবার চালিত হইলে, যদি অন্য বস্তু দ্বারা প্রতিহত না হয়, তবে ক্রমাগত চলে. কোনমতে স্থির হয় না। এই নিয়ম টি সর্ব্বদাই হৃদয়ঙ্গম রাখা উচিত, যে কোন বস্তু অন্য বস্তুর শক্তি কর্তৃক চালিত না হইলে চলিতে পারে না, এবং চালিত হইলে পর অন্য বস্তুর শক্তি দ্বারা প্রতিহত না হইলে স্থির হইতেও পারে না।

শক্তি

অন্য বস্তুর শক্তি বিনা কোন বস্তুর গতি উৎপন্ন হয় না। যদ্দ্বারা কোন বস্তু চালিত হয়, তাহাকে শক্তি বলে। অশ্বের শক্তি দ্বারা রথ চালিত হয়, বৃষের শক্তি দ্বারা হল চালিত হয়, বাষ্পের শক্তি দ্বারা বাষ্প-যন্ত্রের চক্র সকল ঘূর্ণিত হয়, এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি দ্বারা বৃক্ষের ফল ও মেঘের জল ভূতলে পতিত হয়। শক্তি বিনা গতির উৎপত্তি হয় না, এবং গতি বিনা ভূমণ্ডলের কোন ব্যাপার সম্পন্ন হয় না।

বেগ

কোন বস্তু কোন নির্দ্দিষ্ট কালে যত দূর গমন করে, তাহাকে সেই বস্তুর বেগ বলে। যে অশ্ব এক এক ঘণ্টায় ৪ ক্রোশ চলে, তাহার বেগ প্রতি ঘণ্টায় ৪ ক্রোশ বলিতে হয়। দূরের সংখ্যাকে সময়ের সংখ্যা দিয়া হরণ করিলে, বেগের সংখ্যা নিরূপিত হয়। যেমন, যে অশ্ব ১০ ঘণ্টায় ৫০ ক্রোশ গমন করে, তাহার বেগ প্রতি ঘণ্টায় ৫ ক্রোশ; কারণ দূরের সংখ্যা যে ৫০, তাহাকে সময়ের সংখ্যা ১০ দিয়া হরণ করিলে, ৫ হয়।

সমান শক্তি দ্বারা চালিত হইলে, যে বস্তু যত ভারী, তাহার বেগ তত মন্দ হইয়া থাকে। যদি কোন কামানে সমান প্রমাণ বারুদ দিয়া ক্রমে ক্রমে পাঁচ সের, দশ সের, পঁচিশ সের ভারী তিন গোলা চালনা করা যায়, তবে পাঁচ সের ভারী গোলার যত বেগ হয়, দশ সের ভারী গোলার বেগ তাহার অর্দ্ধেক, এবং পঁচিশ সের ভারী গোলার বেগ তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হস্তের বলে কোন ক্ষুদ্র ঢেলককে দ্রুত বেগে চালন করিতে পারে, সে ব্যক্তি তদ্দ্বারা কোন মস্তরপ্রস্থকে কোন ক্রমেই তাদৃশ বেগে চালন করিতে সমর্থ হয় না, এবং কোন প্রকাণ্ড ভারাক্রান্তকে কিছুই চালনা করিতে পারে না।

আবার, যে সকল দ্রব্য সমান ভারী, তন্মধ্যে যে দ্রব্য যত শক্তি দ্বারা চালিত হয়, তাহার বেগ তত প্রবল হইয়া থাকে। কোন কামানের গোলা এক ছটাক বারুদ দ্বারা চালিত হইলে যত বেগে চলে, দুই ছটাক বারুদ দ্বারা চালিত হইলে তাহার দ্বিগুণ বেগে চলিবে, তিন ছটাক বারুদ দ্বারা চালিত হইলে তাহার ত্রিগুণ বেগে চলিবে।

এইরূপ শক্তির তারতম্য ও ভারিত্বের তারতম্যানুসারে বেগের তারতম্য হইয়া থাকে।

শক্তি-প্রয়োগের ক্রম ও প্রকারাদি অনুসারে নানা প্রকার গতির উৎপত্তি হইয়া থাকে; তন্মধ্যে কয়েক প্রকার গতির বিবরণ করা যাইতেছে।

সমগতি

চালিত বস্তু অন্য বস্তু দ্বারা প্রতিহত না হইলে যেমন স্থির হয় না. সেইরূপ তাহার গতির হ্রাস বৃদ্ধিও হয় না, সর্ব্বদা সমানই থাকে। এই প্রকার গতিকে সমগতি কহে। ভূমণ্ডলস্থ কোন বস্তু চালিত হইলে পৃথিবীর আকর্ষণাদি দ্বারা তাহার গতির ব্যতিক্রম ঘটিয়া ক্রমে ক্রমে হ্রাস ও নাশ হইয়া আইসে। এ কারণ, পৃথিবীতে সমগতির উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু গগনমণ্ডলস্থ গ্রহ চন্দ্রাদির গতি এ বিষয়ের সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত-স্থল। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, পৃথিবী এবং অন্যান্য সমুদায় গ্রহ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, ইহাদিগের গতি প্রায় সমগতি। ইহারা অদ্যাও যেমন বেগে চলিতেছে, সহস্র সহস্র

বৎসর পূর্ব্বেও প্রায় সেইরূপ বেগে চলিত, তাহার সন্দেহ নাই। তাহারা এক প্রকার সমান বেগে চলে বলিয়াই জ্যোতির্ব্বেত্তারা গ্রহণ গণনা করিতে পারেন এবং কখন্ কোন্ গ্রহ কোন্ স্থানে থাকে তাহাও স্থির বলিতে পারেন।

পৃথিবী যে ৩৬৫ দিবস ১৫ দণ্ডে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, তাহাতে আমারদের এক বৎসর হয়। আর চলিতে চলিতে ৬০ দণ্ডে রথ চক্রের ন্যায় যে এক একবার আবর্ত্তন করে, তাহাতে দিবারাত্রি হয়। আমরা এই উভয় কালকে বিভাগ করিয়া ঋতু, মাস, দিবস, প্রহর, দণ্ড, পল, অনুপল প্রভৃতি গণনা করিয়া থাকি। পৃথিবী এইপ্রকার সমান বেগে চলে বলিয়া আমরা তৎসংক্রান্ত ভবিষ্যৎ ঘটনা সকল গণনা করিয়া বলিতে পারি, এবং আমারদের বিষয়কর্ম্মের তদনুযায়ি ব্যবস্থা করিয়া যথা কালে তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। পৃথিবীর এইরূপ গতির নিয়ম না থাকিলে কোন্ দিন কোন্ সময়ে রাত্রিশেষ ও দিবাবসান হইবে, এবং কোন্ সময়ে কোন্ ঋতু পরিবর্ত্ত হইবে, পূর্ব্বে তাহার কিছুই জানিতে পারিতাম না, সুতরাং বিষয়কার্য্য ও আহার ব্যবহারের নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলা করিতে সমর্থ হইতাম না। ইহা হইলে, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যের বিষম ব্যতিক্রম ঘটিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিত।

পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহেরও দুই প্রকার গতি আছে, তদনুসারে তাহারদেরও বৎসর ও দিন গণনা হইতে পারে। ইহাতে, যদি সেই সকল গ্রহ পৃথিবীগ্রহের ন্যায় বুদ্ধিজীবি জীবের নিবাস-ভূমি হয়, তবে বোধ হয়, তাহারাও দিন, মাস, বৎসরাদি নিরূপণ করিয়া তদনুযায়ি সাংসারিক ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া থাকে। আমারদের ন্যূনাধিক ১২ বৎসরে বৃহস্পতির এক বৎসর এবং ২০ দণ্ডে এক অহোরাত্র হয়। আমারদের ৬৮৬ দিনে মঙ্গলের বৎসর এবং ৬১ দণ্ড ৩৭ পলে তাহার অহোরাত্র হয়। আমারদের ২২৪ দিনে শুক্রের বৎসর এবং ৫৮ দণ্ড ২২ পলে তাহার অহোরাত্র হয়।

সরলগতি।

কোন বস্তু একবার চালিত হইলে যেমন চিরকাল সমান বেগে চলে, সেইরূপ যে দিকে চালিত হয়, ঠিক সেই দিকেই চলিয়া থাকে, অন্য কোন দিকে গমন করে না। হস্ত হইতে পুস্তক স্খলিত হইয়া, বৃক্ষ হইতে ফল গলিত হইয়া এবং মেঘ হইতে জলবিন্দু নিঃসৃত হইয়া সরল ভাবে ভূতলে পতিত হয়, বিনা কারণে অন্য দিকে গমন করে না। কামানের গোলা, ধনুকের শর প্রভৃতি অনেকানেক দ্রব্য এক দিকে চলিতে চলিতে যে ক্রমে অন্য দিকে গমন করিতে দেখা যায়, তাহার কারণ পশ্চাৎ প্রদর্শন করা যাইবেক। কিন্তু এই নিয়ম অবধারিত জানিতে হইবে, যে কোন বস্তু এক শক্তি দ্বারা এক দিকে চালিত হইলে ঠিক সেই দিকেই চলে, ইহাকেই সরল গতি বলে।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথম খণ্ডং

দ্বাদশোধ্যায়ঃ

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং॥

অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ রহিয়া আপনার স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্ম দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে।

যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে॥

হে প্রিয়! যেমন পক্ষি সকল তাহারদিগের বাসস্থান বৃক্ষেতে স্থিতি করে, তদ্রূপ সমুদায় পদার্থ পরমাত্মাতে স্থিতি করিতেছে।

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

এক যে পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বভূতেতে প্রচ্ছন্ন ভাবে স্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সকলের অন্তর্যামী। তিনি তাবৎ কার্য্যের অধ্যক্ষ, তিনি সর্ব্ব ভূতের আশ্রয়,

তিনি সকলের সাক্ষী, জ্ঞান স্বরূপ, ও সঙ্গ রহিত এবং সৃষ্ট পদার্থে যে সমস্ত গুণ আছে, তাহার কিছুই তাঁহাতে নাই।

সর্ব্বা দিশ ঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্। এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিঃস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

সূর্য্য যেমন ঊর্দ্ধ, অধ, তির্য্যক্, সমুদায় দিক্ প্রকাশ করিয়া প্রকাশ পায়েন, অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যবান্ বিশ্ব প্রকাশক জগৎ কারণ বরণীয় পরমেশ্বর সেই রূপ প্রকাশ পাইতেছেন। একাকী তিনি সর্ব্বভূতে তাহারদিগের স্বীয় ভাব সকল নিয়োজন করিতেছেন।

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ। ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ॥

কি ঊর্দ্ধ দেশে, কি তির্য্যক্, কি মধ্যদেশে, কোথাও তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্যশ।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

তাঁহার স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, সুতরাং কেহ তাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না; তিনি মনোগত সংশয় রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন, যাঁহারা ইঁহাকে এই প্রকারে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥

শুনিবার উপায় অভাবে অনেকে যে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় না, অনেকে শ্রবণ করিয়াও যাঁহাকে জানিতে পারে না, তাঁহার জ্ঞান উপদেশ করিতে পারে এমত বক্তা অতি দুর্লভ, ও অত্যন্ত নিপুণ যে ব্যক্তি সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। নিপুণ রূপে অনুশিষ্ট হইয়াছে, এমত জ্ঞাতাও দুর্লভ।

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥

অল্প বুদ্ধি লোক সকল বহির্বিষয়েতেই আসক্ত হইয়া বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়; এই হেতু ধীর ব্যক্তি সকল নিত্য অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারের তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং। অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং॥

যাহার দ্বারা আমি অমর না হই তাহাতে আমি কি করিব। হে জ্যোতির্ম্ময়! অসৎ কর্ম্ম হইতে আমাকে সৎ কর্ম্মে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও এবং মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। আমার নিকট প্রকাশিত হও, হে রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ইতি প্রথমখণ্ডে দ্বাদশোধ্যায়ঃ।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীক পর্ব্ব

১০৮ সংখ্যক পত্রিকার ৪৭ পৃষ্ঠার পর

উগ্রশ্রবা কহিলেন, রাজা জনমেজয় আস্তীককে এইরূপে বরদানে উদ্যত হইলে, আমরা তাঁহার অগ্রে এই এক অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। নাগরাজ তক্ষক ইন্দ্র হস্ত হইতে চ্যুত হইয়া সেই স্থানেই থাকিল। তখন রাজা জনমেজয় অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। ঋত্বিক্ তখন সেই বিধি পূর্ব্বক হুত অতি প্রদীপ্ত যজ্ঞীয় হুতাশনে পতিত হইল না।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! সেই মনীষাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের মন্ত্র সকল কি নিস্তেজ হইয়াছিল, যে তক্ষক অগ্নিতে পতিত হইল না। উগ্রশ্রবা কহিলেন, পন্নগরাজ ইন্দ্র হস্ত হইতে চ্যুত ও বিচেতন হইয়া পতিত হইতেছেন, এমত সময়ে আস্তীক "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই বাক্য তিন বার উচ্চারণ করিলেন, এবং তক্ষকও উদ্বিগ্নচিত্তে অন্তরিক্ষে অবস্থিত হইল।

এইরূপে তক্ষক আকাশ ও পৃথিবী উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইলে রাজা সদস্যগণের উপদেশ বশবর্ত্তি হইয়া কহিলেন, আস্তীক যাহা কহিলেন তাহাই হউক; এই কর্ম্ম সমাপিত হউক, নাগগণ নিরাপদ হউক; আস্তীক প্রীত হউন; এবং সূতের সেই বাক্য সত্য হউক।

রাজা আস্তীককে বর প্রদান করিবামাত্র চতুর্দ্দিকে আনন্দসূচক কোলাহল উত্থিত হইল, সেই সর্পসত্র নিবৃত্ত হইল; ভরতকুলতিলক রাজা জনমেজয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, যে সমস্ত ঋত্বিক্‌ ও সদস্যগণ সেই সর্পসত্রে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারদিগকে অপর্য্যাপ্ত অর্থ প্রদান করিলেন; আর যে লোহিত নয়ন সূত স্থপতি নিমিত্ত কালে কহিয়াছিলেন, যে এক ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ করিয়া সর্পসত্র রহিত হইবেক, তাঁহাকেও প্রভূত অর্থ, অন্যান্য নানা দ্রব্য এবং অন্ন ও বস্ত্র দান করিলেন। তদনন্তর যথাবিধি অবভৃথ ক্রিয়া সমাপন করিলেন।

রাজা প্রীত মনে যথোচিত সৎকার করিয়া কৃতকৃত্য মহাত্মা আস্তীককে স্বগৃহে প্রেরণ করিলেন, এবং তাঁহার প্রস্থান কালে কহিলেন, ভগবন্‌! পুনর্ব্বার যেন আপনকার আগমন হয়। আর যৎকালে আমি অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, আপনাকে সদস্য হইতে হইবেক।

আস্তীক এইরূপে স্বকার্য্য সাধন ও রাজার সন্তোষোৎপাদন করিয়া তথাস্তু বলিয়া পরম প্রীত চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং আনন্দে উত্তীর্ণ হইয়া মাতুলের ও জননীর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তদীয় পাদ বন্দন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। যে সমস্ত নাগ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, শ্রবণ মাত্র তাহারদের শোক, ভয় ও মোহ দূর হইল; তাহারা সাতিশয় প্রীত হইয়া আস্তীককে কহিল, বৎস! অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তাহারা চারি দিক্‌ হইতে ভূয়োভূয়ঃ ইহাই কহিতে লাগিল, হে বিদ্বন্‌! আমরা তোমার কি প্রিয় কর্ম্ম করি বল; আমরা সকলে পরম প্রীত হইয়াছি; তুমি আমারদিগকে ঘোর বিপদ্‌ হইতে মুক্ত করিয়াছ; বৎস! আমরা তোমার কি অভীষ্ট সম্পাদন করি বল।

আস্তীক কহিলেন, যে সকল ব্রাহ্মণ অথবা অন্যান্য মানবগণ প্রসন্ন মনে সায়ং ও প্রাতঃকালে আমার এই ধর্ম্মাখ্যান পাঠ করিবেক, এই বর দাও, যেন তোমাদের হইতে তাহারদিগের কোন ভয় না থাকে। নাগগণ প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিল, হে ভাগিনেয়! তুমি যে প্রার্থনা করিলে আমরা পরম প্রীত চিত্তে তাহা সম্পাদন করিব।

যে ব্যক্তি দিবাভাগে অথবা রাত্রিকালে অসিত, আর্ত্তিমান্‌ ও সুনীথকে স্মরণ করিবে, তাহার সর্পভয় থাকিবেক না। হে মহাভাগ নাগগণ! যে মহাযশস্বী মহাপুরুষ মহর্ষি জরৎকারুর ঔরসে নাগভগিনী জরৎকারুর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে তোমারদিগের রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাহাকে স্মরণ করিতেছি, অতএব, তোমাদের আমাকে হিংসা করা উচিত নহে। হে মহাবিষ সর্প! অপসরণ কর, তোমার মঙ্গল হউক, চলিয়া যাও, জনমেজয়ের যজ্ঞান্তে আস্তীক যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর। যে সর্প আস্তীক বাক্য শুনিয়া নিবৃত্ত না হয়, তাহার মস্তক শিংশ বৃক্ষ ফলের ন্যায় শতখণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দ্বিজেন্দ্র আস্তীক সমাগত ভুজগগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত ও গমনাভিলাষী হইলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা ভুজগগণকে সর্পসত্র ভয় হইতে মুক্ত করিয়া পুত্র পৌত্র রাখিয়া যথাকালে কাল প্রাপ্ত হইলেন। হে ঋষিপ্রবর! আমি আপনকার নিকট আস্তীকের উপাখ্যান যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম। এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে কখনও সর্প ভয় থাকে না। হে ভৃগুকুলাবতংস! আপনকার পূর্ব্বপুরুষ ভগবান্‌ প্রমতি স্বীয় পুত্র রুরু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে আস্তীকের পরম পবিত্র চরিত্র যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, আপনকার নিকট আদ্যোপান্ত অবিকল বর্ণন করিলাম। আপনি

তুষ্টুক বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আস্তীকের সেই পরম পবিত্র ধর্ম্মময় আখ্যান শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে আপনকার মহৎ কৌতূহল নিবৃত্ত হউক। সর্পসত্র সমাপ্ত।

ঊনষষ্টি অধ্যায়

শৌনক কহিলেন, হে সূত নন্দন! তুমি আমার নিকট ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত প্রভৃতি অখিল মহৎ আখ্যান কীর্ত্তন করিলে, ইহাতে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাকে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি ব্যাস সংক্রান্ত যে সমস্ত কথা আছে, সে সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সেই অতি দুঃসাধ্য সর্পসত্রে মহাত্মা সদস্যগণ অবসর কালে যে যে বিষয়ে যে সকল বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমরা তোমার নিকট সেই সমস্ত কথা যথাযথ শ্রবণ করিতে বাসনা করি; তুমি আমারদিগের নিকট বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পসত্র নিযুক্ত ব্রাহ্মণেরা অবসর কালে বেদ মূলক নানা আখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যাসদেব মহাভারত রূপ বিচিত্র আখ্যান কীর্ত্তন করেন।

শৌনক কহিলেন, ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অবসর কালে রাজা জনমেজয় কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পাণ্ডবদিগের যশস্কর যে মহাভারত রূপ আখ্যান বিধি পূর্ব্বক শ্রবণ করাইয়াছিলেন, মহানুভব মহর্ষির মনঃসাগর সম্ভূত সেই পরম পবিত্র কথা যথাবিধি শুনিতে অভিলাষ করি; হে সাধুশ্রেষ্ঠ! তুমি তাহা কীর্ত্তন কর, আমি অদ্যাপি আখ্যান শ্রবণে তৃপ্ত হই নাই। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ঋষিপ্রবর! আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত মহৎ উৎকৃষ্ট মহাভারত নামক আখ্যান প্রথমাবধি সমুদায় কীর্ত্তন করিব, আপনি শ্রবণ করুন। আমারও এই আখ্যান কীর্ত্তন করিতে অত্যন্ত আহ্লাদ উদয় হইতেছে।

ষষ্টিতম অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন [illegible] জনমেজয়কে সর্পসত্রে দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। যে পাণ্ডব পিতামহ মহাপুরুষ যমুনাদ্বীপে শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর কন্যাবস্থাতেই তদীয় গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি যাত মাত্র স্বেচ্ছাক্রমে দেহ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; যিনি অঙ্গ সহিত সমস্ত বেদ ও সমস্ত ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, পুত্রোৎপাদন, ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কেহ যাঁহার তুল্য হইতে পারে না, যে অদ্বিতীয় বেদবেত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সদাচারজ্ঞ, সত্য পরায়ণ কবি, ব্রহ্মর্ষি এক বেদকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যে পবিত্র কীর্ত্তি মহাযশস্বী মহাপুরুষ শান্তনুর বংশ রক্ষার্থে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরকে জন্ম দিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা বেদবেদাঙ্গ পরায়ণ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে রাজর্ষি জনমেজয়ের যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন রাজা বহু সংখ্যক সদস্য, নানা দেশীয় নরপতিগণ, এবং প্রজাপতি তুল্য যজ্ঞানুষ্ঠান নিপুণ ঋত্বিক্‌গণে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন।

ভরতকুলপ্রদীপ রাজর্ষি জনমেজয় সেই মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া সত্বর হইয়া স্বগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমন করিলেন, এবং বসিবার নিমিত্ত কাঞ্চন নির্ম্মিত আসন প্রদান করিলেন। অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণের পূজনীয় মহর্ষি উপবিষ্ট হইলে, রাজা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। প্রথমতঃ পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় প্রদান করিয়া পরিশেষে মধুপর্কোক্ত বিধানে এক গো নিবেদন করিয়া দিলেন। ব্যাসদেব জনমেজয়ের পূজা গ্রহণ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন, এবং নিরপরাধে গোর বধ করা বিধেয় নহে, এই বলিয়া উহার প্রাণবধ নিবারণ করিলেন।

রাজা এইরূপে প্রপিতামহের পূজা সমাধান করিয়া প্রীতমনে তৎ সমীপে উপবেশন পুরঃসর তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্‌ও আত্মকুশল নিবেদিলেন। পরে সমুদায় সদস্যগণ তাঁহার স্তব করিলেন। তিনিও তাঁহারদের যথোচিত

সমাদর করিলেন। অনন্তর জনমেজয় স- মস্ত সদস্যগণ সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া এই জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি কৌরব ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ দেখিয়া- ছেন, অতএব আমার একান্ত বাসনা এই, আপনি তাঁহাদের চরিত্র কীর্ত্তন ক- রেন, আমার পিতামহেরা রাগ দ্বেষাদি শূন্য ছিলেন, তথাপি কি নিমিত্ত তাদৃশ বিবাদ, তাদৃশ সর্ব্ব সংহারকারি মহাযুদ্ধ ঘ- টিয়াছিল; আপনি এই সকল বৃত্তান্ত আ- দ্যোপান্ত বর্ণন করুন।

ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপোপবিষ্ট স্বীয় শিষ্য বৈশম্পায়নকে এই আদেশ করিলেন। পূর্ব্বে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যেরূপে আ- ত্মবিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, তাহা আমার নিকট তুমি যেরূপ শুনিয়াছ সেই সমস্ত ইহাঁকে শ্রবণ করাও। বৈশম্পায়ন গুরুর আদেশ পাইয়া রাজা ও সদস্যবর্গ এবং অন্যান্য নৃ- পতিগণের নিকট কুরুপাণ্ডবের আত্মবিচ্ছেদ ও কুলক্ষয় সংক্রান্ত পুরাতন ইতিহাস আ- দ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একষষ্ট অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রথমতঃ গুরুদে- বকে ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একাগ্র চিত্তে সা- ষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ- গণ ও অন্যান্য বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের সম্মান ও সৎকার করিয়া, সর্ব্বলোক বিখ্যাত মহা- ত্মা মহর্ষি ব্যাসদেবের সংশেষ মত বর্ণন করিব. মহারাজ! আপনি এই ভারতীয় কথা শ্রবণের যোগ্যপাত্র বটেন, এবং গুরু- দেবের আদেশ পাইয়া আমারও এই মহতী কথার কীর্ত্তনে উৎসাহ জন্মিতেছে।

মহারাজ! শ্রবণ করুন। রাজ্যের নি- মিত্ত দ্যূত ক্রীড়া দ্বারা যেরূপে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের আত্মবিচ্ছেদ ও পাণ্ডবদিগের বনবাস এবং সর্ব্বসংহারকারী সংগ্রাম ঘটি- য়াছিল. তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণন করিব।

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ বীর, পিতার পরলোক প্রস্থানের পর, অরণ্য হইতে আলয়ে প্র- ত্যাগমন করিলেন; এবং অচির কাল মধ্যেই বেদে ও ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে এইরূপ শ্রী, কীর্ত্তি, বল, বীর্য্য, ঔদার্য্য সম্পন্ন ও পুরবাসিগ- ণের প্রিয় দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ষা পরবশ হইলেন। ক্রূরস্বভাব দুর্য্যোধন, কর্ণ, ও শৌবল একমতাবলম্বী হইয়া পাণ্ডবদিগকে নানা নিগ্রহ করিতে ও তাঁহাদিগের উপর যৎ- পরোনাস্তি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল।

পাপাত্মা দুর্য্যোধন ভীমকে অন্নের সহিত বিষপান করাইয়াছিল, কিন্তু ভীম তাহা জীর্ণ করিয়াছিলেন। ভীম প্রমাণ কোটী- তে নিদ্রিত ছিলেন, দুরাত্মা দুর্য্যোধন সেই অবস্থায় তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া গঙ্গা প্রবাহে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক গৃহে আসিয়াছিল। পরে কুন্তীনন্দন জাগরিত হইয়া নিজবাহুবলে বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক গঙ্গাপ্রবাহ হইতে উ- ত্থান করেন। একদা ভীমকে নিদ্রিত দে- খিয়া দুর্য্যোধন অতি তীক্ষ্ণবিষ কৃষ্ণসর্প দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দংশন করায়, তথাপি তাঁহার প্রাণ নাশ হয় নাই।

এইরূপে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের যে স- কল নিগ্রহ করিত, মহামতি বিদুর তৎপ্র- তীকার ও তাহা হইতে তাঁহাদের রক্ষা করিবার বিষয়ে সতত অবহিত ছিলেন। স্বর্গবাসী দেবরাজ ইন্দ্র যেমন জীবলোকের সুখপ্রদ, বিদুর পাণ্ডবদিগের নিরত সেই- রূপ সুখপ্রদ ছিলেন।

যখন দুরাত্মা দুর্য্যোধন কি গুপ্ত কি প্রকাশিত কোন উপায়েই পাণ্ডবদিগের বিনাশ করিতে পারিল না; তখন কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতি সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এবং ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া জতু- গৃহ নির্ম্মাণ করাইল। পুত্রের চিত্তরঞ্জন- কারী রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগাভিলাষে পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাঁহারা, পঞ্চ ভ্রাতা ও জননী, ছয় জনে, হস্তিনপুর হইতে প্রস্থান করিলেন। মহা প্রাজ্ঞ বিদুর মহাশয়, প্রস্থান কালে তাঁহাদের মন্ত্রি স্বরূপ হইয়াছিলেন; তাঁহারই উপদেশ প্রভাবে তাঁহারা নিশীথ সময়ে জতুগৃহ দাহ হইতে মুক্ত হইয়া গুপ্ত প্রস্থান করিতে পারিয়াছিলেন।

পাণ্ডবেরা বারণাবত নগরে উপস্থিত হইয়া জননী সহিত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে [illegible] অবিশ্বাস ও সতর্ক হইয়া, জতুগৃহে [illegible] বাস করিলেন। অনন্তর বিদুরের উপদেশ ক্রমে প্রথমতঃ সুরঙ্গ প্রস্তুত করিলেন, পরে সেই জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া এবং দুরাচার পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া জননী সহিত গুপ্তভাবে পলায়ন করিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া পাণ্ডবেরা এক বননির্ঝর সমীপে হিড়িম্ব নামক এক মহা ভয়ানক রাক্ষস দেখিতে পাইলেন, এবং ঐ রাক্ষসরাজের প্রাণ বধ করিয়া প্রকাশ ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। ভীমসেন এই স্থলে হিড়িম্বা রাক্ষসীর পাণিগ্রহণ করেন। এই হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়।

অনন্তর পাণ্ডবেরা একচক্রা নামক নগরীতে উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মচারি বেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নরত ও ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া কিছু কাল এক ব্রাহ্মণের আলয়ে অবস্থিতি করিলেন। তথায় এক মহাবল পরাক্রান্ত বক নামক ভয়ানক ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষস ছিল; মহাবাহু ভীমসেন তাহার নিকটে গিয়া নিজবাহুবীর্য্য প্রভাবে তাহার প্রাণ বধ করিয়া নগরবাসিদিগের ভয় নিরাকরণ ও শোক নিবারণ করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে পাণ্ডবেরা শ্রবণ করিলেন, পাঞ্চালদেশে দ্রৌপদী নামে এক কন্যা স্বয়ম্বরা হইয়াছেন। স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহারা তথায় গমন করিলেন, এবং দ্রৌপদী লাভ করিয়া সংবৎসর কাল পাঞ্চালদেশে অবস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারদিগকে সকলে পাণ্ডব বলিয়া জানিতে পারিবাতে পুনর্ব্বার হস্তিনা পুর প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও [illegible] পাণ্ডবদিগকে কহিলেন, হে বৎসগণ! কিসে তোমাদিগের ভ্রাতৃবিরোধ না হয়, [illegible] বিবেচনা করিয়া আমরা স্থির [illegible], তোমাদিগকে খাণ্ডব প্রস্থে বাস [illegible] দিতেছি। অতএব তোমরা খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর। ঐ নগর [illegible] রমণীয়, বাসের উপযুক্ত স্থান। তাঁহারা তাঁহাদিগের দুই জনের আদেশানুসারে, আত্মনাদিগের সমুদায় বস্তু [illegible] পূর্ব্বক সমস্ত সুহৃজ্জন সমভিব্যাহারে খাণ্ডব প্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবেরা তথায় বহু বৎসর বাস করিলেন এবং শস্ত্রপ্রভাবে অন্যান্য নরপতিদিগকে বশীভূত করিলেন। এইরূপে তাঁহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যব্রতপরায়ণ, সর্ব্ব বিষয়ে সাবধান ও ক্ষমাশীল হইয়া অনেকানেক বিপক্ষগণকে বশীভূত করিতে লাগিলেন। মহাযশাঃ ভীমসেন পূর্ব্ব দিক্ জয় করিলেন; মহাবীর অর্জ্জুন উত্তর দিক্; নকুল পশ্চিম দিক্; বিপক্ষ পক্ষ ক্ষয়কারী সহদেব দক্ষিণ দিক্ জয় করিলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলে সমস্ত পৃথিবীকে আপনাদিগের বশীভূতা করিলেন। সূর্য্যদেব স্বভাবতঃ সতত বিরাজমান আছেন, এক্ষণে যথার্থ বিক্রমশালী পঞ্চ পাণ্ডবেরা সূর্য্যদেবের ন্যায় বিরাজমান হওয়াতে, পৃথিবী ষট্‌সূর্য্য সম্পন্নার ন্যায় হইল।

অনন্তর যথার্থ বিক্রমশালী, তেজস্বী, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন নিমিত্তবশতঃ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, পুরুষ শ্রেষ্ঠ, স্থিরমতি, মান, গুণালঙ্কৃত অর্জ্জুনকে বন প্রেরণ করিলেন। তিনি পূর্ণ সম্বৎসর ও একমাস বনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দ্বারকা গমন করিলেন। তথায় তিনি বাসুদেবের অনুজা, রাজীবলোচনা, মধুরভাষিণী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন। যেমন ইন্দ্রের শচী, নারায়ণের লক্ষ্মী, সেইরূপ সুভদ্রা পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের সহধর্ম্মিণী হইলেন।

কুন্তীতনয় অর্জ্জুন বাসুদেবের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া খাণ্ডবদাহে হব্যবাহনের তৃপ্তি সম্পাদন করিলেন। বাসুদেব সহায় থাকাতে খাণ্ডবদাহে অর্জ্জুনের কষ্ট সাধ্য হইল না। অগ্নি প্রীত হইয়া অর্জ্জুনকে ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব, অক্ষয় বাণপূর্ণ দুই তূণ, এবং কপিধ্বজ রথ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন খাণ্ডবদাহ কালে ময় নামক অসুরকে মুক্ত

করেন,* এই নিমিত্ত ময়দানব রাজসূয় যজ্ঞ কালে সর্ব্বরত্নালঙ্কৃত দিব্য সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই সভাতে নিতান্ত দুর্ম্মতি হীনবুদ্ধি দুর্য্যোধন লোভাক্রান্ত হইলেন; তৎপরে শকুনির সহিত পাশক্রীড়াতে যুধিষ্ঠিরকে বঞ্চনা করিয়া দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত বন প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকিলেন।

পাণ্ডবেরা এইরূপে ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া যখন চতুর্দ্দশ বর্ষে স্বীয় রাজ্যাধিকার প্রার্থনা করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না, তখন যুদ্ধারম্ভ হইল। তাঁহারা সেই যুদ্ধে ক্ষত্রিয় কুল বংশ ও রাজা দুর্য্যোধনের প্রাণ বধ করিয়া রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

মহাত্মা পাণ্ডবদিগের পুরাবৃত্ত, রাজ্যাধিকারের নিমিত্ত ভ্রাতৃভেদ, এবং যুদ্ধ জয়ের বৃত্তান্ত এই।

বিক্রেয় পুস্তকের মূল্যের বিবরণ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্পের তৃতীয় ভাগ ৫
ঐ চতুর্থ ভাগ ৫
ঐ দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ ৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ৫
ঐ তৃতীয় ভাগ ৫
ঐ চতুর্থ ভাগ ৫
ঐ তৃতীয় কল্পের প্রথম ভাগ ৫
ঋগ্বেদ সংহিতা পুস্তক প্রথম খণ্ড ১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১
ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অনুবাদ ১
ঐ কেবল সংস্কৃত .... ॥০
ঐ কেবল বাঙ্গলা অনুবাদ .... ।০
ঐ ইংরাজী অনুবাদ..... ..... ।৵০
বস্তু বিচার .... ।০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন .... ।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা .... ।০
বাঙ্গলা ভাষার সংস্কৃত ব্যাকরণ ..... ॥০
সংস্কৃত পাঠোপকারক .... ।৵০
ভূগোল .... ॥০
পদার্থ বিদ্যা .... ॥০
বর্ণমালা ৵০
ইংরেজী ভাষায় ভ্রান্তি প্রশস্তি.......... ॥০
ইংরেজী ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতিপয় অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয় .... ॥০
বেদান্তিক ডাক্ট্রিন বিণ্ডিকেটেড..... ।৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক .... ।০
পৌত্তলিক প্রবোধ.......... .... ।৵০
বঙ্গভাষায় কঠোপনিষৎ ৵০
বৃত্তি সহিত ঐ দেবনাগর অক্ষরে .... ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ঐ অক্ষরে .... ॥০

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৭৪ শকের শ্রাবণ মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

দানপ্রাপ্ত .... ৫॥৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয় .... ১১।৵০
গত মাসের স্থিত......... .... ৪৩২৮৶৫

৪৪৯৮৶৫

ব্যয়

কর্ম্মচারিগণের বেতন .... ৪৯।০
বিবিধ ব্যয় ১৯

৬৮।০

স্থিত

নগদ.................. .... ৩৮১॥৶৫
তদতিরিক্ত কম্পানির কাগজ ৫০০

দান প্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ২
শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু ২
শ্রীযুক্ত তুলসীদাস দত্ত .... ।০
দানাধারে প্রাপ্ত..................... ১॥৶০

৫॥৶০

১ ভাদ্র রবিবার শক ১৭৭৪। [illegible]

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

আগামি ৫ আশ্বিন রবিবার প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা }
শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা } উপাচার্য্য

প্রতি দিবস পরম পিতা পরমেশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলাভিপ্রায় প্রতিপাদক বাক্য উচ্চারণ ও মনন পূর্ব্বক প্রীতি, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার উপাসনা করা ব্রাহ্মদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাকে প্রীতি করা যে তাঁহার উপাসনার প্রথম অঙ্গ, ব্রাহ্মেরা তাহা এই রূপে সম্পাদন করিয়া থাকেন, এবং তন্নিমিত্ত ব্রহ্মোপাসনার এক পদ্ধতিও প্রস্তুত আছে। কিন্তু সে পদ্ধতিতে সংস্কৃত বচন থাকাতে, তাহা পাঠ ও তাহার অর্থ প্রতীতি করা অনেকের পক্ষে সুকঠিন, এ কারণ কেবল বাঙ্গলা ভাষায় আর এক পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে। অপর সাধারণ সকলেই তৎপাঠ দ্বারা পরমারাধ্য পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত পাঠ করা কঠিন বোধ করেন, তাঁহারা অনায়াসে এই বাঙ্গলা পদ্ধতি দ্বারা আপনাদিগের প্রাত্যহিক উপাসনা সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

ব্রহ্মোপাসনা

ওঁ তৎসৎ

যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের চেতনাচেতন সমুদায় পদার্থ সৃজন করিয়াছেন, যিনি বিবিধ উপায় দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিতেছেন, যিনি জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি নিমিত্তে সুকৌশল সম্পন্ন নানাবিধ উপায় করিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহার অজস্র প্রবাহিত করুণাস্রোতে কীট পতঙ্গ পশু পক্ষি মনুষ্য সকলেই নিরন্তর [illegible]ছে, আমরা সেই সর্ব্বস্রষ্টা মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরকে মনের সহিত বার বার নমস্কার করি।

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতং।

সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, সর্ব্বপাপশূন্য, বিশুদ্ধ স্বভাব, নিত্য, পরাৎপর পরমেশ্বর সর্ব্ব লোকে প্রজাদিগকে সন্তান সদৃশ চিরকাল প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি প্রাণ মন সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং পৃথিবী জল বায়ু জ্যোতি আকাশ চরাচর সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার [illegible] সুন্দর নিয়মানুসারে অগ্নি

প্রজ্বলিত হইতেছে, ঋতু সকল পর্য্যায় ক্রমে গমনাগমন করিতেছে, তরু সকল ফলমুখ হইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। তিনি আতপ তাপ নিবারণার্থে সুশীতল ছায়া সঞ্চারের উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি পরিশ্রান্ত জীবের বিশ্রামার্থে নিস্তব্ধ রজনী ও শান্তিপ্রদ নিদ্রার সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি রোগ প্রতীকারের নিমিত্তে ঔষধের সৃজন করিয়াছেন। তিনি পিতা মাতার মনে স্নেহ প্রদান করিয়া সন্তানদিগকে পালন করিতেছেন। আমরা সেই মঙ্গলস্বরূপ, জগৎ প্রসবিতা পরম পিতার অনন্ত জ্ঞান, অসীম শক্তি ও অপার প্রেম চিন্তনে প্রবৃত্ত হই।

স্তোত্র

হে অদ্ভুত শক্তি অনাদি কারণ! তুমি অতি নিগূঢ় তত্ত্ব, কে তোমার মহিমা ও স্বরূপ জানিতে পারে? তুমি আমারদের বাক্য মনের অগোচর। আমরা তোমাকে না বাক্যেতে ব্যক্ত করিতে না মনেতেই বুঝিতে পারি। আমরা তোমার স্বরূপ জানিব কি? তুমি ইচ্ছা মাত্র যে সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছ, তাহার একটি ক্ষুদ্র পদার্থেরও স্বরূপ জানি না। আমরা তোমার ইচ্ছার, তোমার নিয়মের বা তোমার কার্য্যের, কিছুরই নিগূঢ় তত্ত্ব জানি না; কেবল তুমি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা এই মাত্র জানি। তুমি সৃষ্টি না করিলে কোথায় বা এই বিচিত্র বিশ্ব, কোথায় বা ইহার সুখ সৌন্দর্য্য থাকিত এবং কোথায় বা আমরাই থাকিতাম। হে পরমাত্মন্! তুমি সমস্ত পদার্থের ও সকল মঙ্গলের নিদানভূত। তুমি আমারদের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, ধন জন যৌবন, বুদ্ধি বিদ্যা শক্তি, সকলের মূলাধার। তুমি দয়ার সাগর। আমারদের উপর তোমার যে কত স্নেহ ও কত প্রেম তাহা কি বলিব? তুমি আমারদের নিমিত্তে সুধা সম স্তন্য দুগ্ধের সৃষ্টি করিয়াছ। আমরা শৈশব কালে যে অকৃত্রিম স্নেহ দ্বারা লালিত পালিত হই, তাহা যে কি অদ্ভুত পদার্থ কিছু বুঝিতে পারি না, বোধ হয় যেন তোমার অপার গম্ভীর প্রেম সুকুমার স্নেহ রূপে অবতীর্ণ হইয়া মাতার হৃদয়ে অবস্থিতি করে। তোমার প্রেমের সীমা কোথায়? আমরা যখন মাতৃ গর্ব্ভে জরায়ু শয্যায় অচেতন প্রায় শয়ান থাকি, যৎকালে প্রার্থনা করা দূরে থাকুক আমরা কোন প্রকার শব্দ করিতেও পারি না, তুমি সেই সময়ে আমারদের ভাবি প্রয়োজন সাধন উদ্দেশে আপনা হইতেই জ্ঞান দ্বার ইন্দ্রিয় ও কার্য্য-সাধন অঙ্গ সমুদায় প্রদান কর। তোমার উদার করুণা প্রার্থনা সাপেক্ষ নহে। তুমি আমারদিগকে কি না দিয়াছ? অপরাপর বৃত্তির সহিত বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় প্রদান করিয়াছ। যাহাতে আমরা সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক ইহকালে ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখাস্বাদন করিয়া পরকালে চরিতার্থ হইতে পারি, তুমি আমারদিগকে তদুপযুক্ত শক্তি দিয়াছ এবং বাহ্য বস্তু সকলকেও তাহার অনুকূল করিয়াছ; তথাপি যে আমরা তোমার অভিপ্রেত সুখ সম্ভোগ করি না, সে আমারদিগেরই দোষ। আমরা তোমার প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সহকারে কি না করিতে সমর্থ হই? অনন্ত কৌশল রচিত এই বিচিত্র বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা সর্ব্বত্রই তোমার অনন্ত জ্ঞান, মহীয়সী শক্তি, অনির্ব্বচনীয় মহিমা, অপার প্রেমের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া অতুল বিমল প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে পারি; কিন্তু আমরা এরূপ অকৃতজ্ঞ যে তোমার মত স্নেহময় পরম পিতা ও প্রীতিপূর্ণ পরম বন্ধুকেও ভুলিয়া থাকি। আমরা বিষয় রস পরবশ হইয়া তোমাকে মনের সহিত প্রীতি করি না ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নশীল হই না। পুণ্যের মনোহর স্বরূপ আমরা দেখিয়াও দেখি না। তুমি আমারদের মনের ভাব প্রভৃতি সকলই জান। তুমি যে রূপ পরম ন্যায়বান্ রাজা, সেইরূপ পরম করুণাময় পিতা। অতএব আমরা অতি বিশ্বস্ত চিত্তে তোমার উপর নির্ভর করিতেছি এবং অতি বিনীত ভাবে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ধর্ম্মনীতি

(১৭৮২ শকের অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকার ৫২ পৃষ্ঠার পর)

আত্ম বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম

আমারদের আত্ম বিষয়ক কর্ত্তব্যের মধ্যে জ্ঞানোপার্জন করা যেমন প্রথম কার্য্য, সেইরূপ আপনার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা দ্বিতীয় কার্য্য। পরাৎপর পরমেশ্বর অন্যান্য অশেষ প্রকার সুখকর ব্যাপারের ন্যায় শারীরিক স্বাস্থ্য লাভও আমারদের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি মনুষ্যকে উৎকৃষ্ট দেহ প্রদান করিয়া কতকগুলি এ প্রকার নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, যে তাহা পালন করিলেই পরম আরোগ্য উপভোগ করা যায়।

শরীরি জীবের পক্ষে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষায় সুখকর বিষয় আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্ন হইলে সমুদায় সংসার কেবল দুঃখের আগার স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন গগণ মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে পূর্ণচন্দ্রের সুধাময় কিরণ প্রকাশ পায় না, সেইরূপ শরীর অসুস্থ হইলে, শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার সুখাস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায় না। অতুল ঐশ্বর্য্য, বিস্তারিত যশ, প্রভূত মান সম্ভ্রম কিছুতেই অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও মুখ-মণ্ডল প্রফুল্ল হয় না। রোগী ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসুখী, সকল বিষয়েই বিরক্ত, এবং কেবল রোগের চিন্তাতেই চিন্তাকুল। কত কষ্টেই তাহার দিন যাপন হয়! তাহার দুঃখের দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়! চিররোগি ব্যক্তিদিগের শরীর কেবল দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ হইয়া উঠে। তাঁহারা নিয়তই উদ্বিগ্ন এবং সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত-চিত্ত। আহার বিহারাদি শরীর-সুখোপযোগি সকল ব্যাপারেই কুণ্ঠিত থাকিয়া কোন ক্রমে কষ্ট-সৃষ্টে কাল হরণ করা তাঁহারদের নিত্যব্রত হইয়া উঠে। শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে যত্ন না করা যে দুষ্কর্ম্ম, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তিই তাহার [illegible] প্রমাণ।

পরমেশ্বর মনুষ্যের মনের সহিত শরীরের এরূপ [illegible] সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, যে শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, অন্তঃকরণ [illegible] উৎসাহ-বিশিষ্ট থাকে, এবং অন্তঃকরণ সতেজ ও প্রফুল্ল থাকিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ বিষয়ে বিশিষ্ট রূপ উপকার দর্শে। উভয়ের সুস্থতা উভয়ের পক্ষে উপকারী, এবং উভয়ের অসুস্থতা উভয়ের পক্ষেই অপকারী। অন্তঃকরণ শোকাকুল হইলে শরীরও শীর্ণ হয়, এবং শরীর পীড়িত হইলে ক্রোধ রিপু প্রবল হয় এবং দয়া ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তি দুর্ব্বল হয়। যে শিশু [illegible] সহাস্য-বদন, পীড়িত হইলে, সেও সর্ব্বদা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। তখন আর তাহার মনোহর মধুর হাস্য দৃষ্ট হয় না এবং অর্দ্ধস্ফুট সুমিষ্ট শব্দ সকলও শ্রুত হয় না। প্রখর ক্ষুধার সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ না করিলে, শরীর বলহীন হইয়া মনও নিস্তেজ হইতে থাকে এবং অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিলে, শরীর ও মন উভয়েরই গ্লানি হয় এবং তখন শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রম করিতেই ক্লেশ বোধ হয়। সুরাপান করিলে কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, আর প্রাতঃকালে বিশ্বপতির বিশ্বকার্য্যের আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শন পুরঃসর সুশীতল সমীরণ সেবন করিলে, মনের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তি পাইয়া অতুল আনন্দ উদ্ভাবন করে। শারীরিক পীড়া হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মরণ-শক্তি হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে, এবং রোগ-শান্তি ও স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মৃতি-শক্তি প্রবল হইয়াছে। অতএব, যখন শরীরের সহিত মনের এ প্রকার নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং যখন শরীর সুস্থ না থাকিলে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় বিহিত বিধানে সম্পাদন করিতে পারা যায় না, তখন জীবন রক্ষা, ধর্ম্ম রক্ষা, সুখসাধন প্রভৃতি সকল বিষয়ের নিমিত্তেই শারীরিক স্বাস্থ্য লাভার্থে যত্নবান্ থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি প্রীত মনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হয়, পুত্রের পালন করা বিহিত হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরকে [illegible] ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত হয়, তবে স্বীয় শরীরকে সুন্দররূপ সুস্থ ও [illegible] রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই; কারণ শরীর ভগ্ন হইলে এ

সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায় না। যদি পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতা মাতাকে যন্ত্রণা রূপ অগ্নি শিখায় দগ্ধ করা অধর্ম্ম হয়, এবং যদি প্রাণাধিক প্রিয়তর পুত্র কন্যাদিকে যথোচিত প্রতিপালন না করা দুষ্কর্ম্ম হয়, তবে সাধ্য সত্ত্বে শারীরিক নিয়ম পালনে অবহেলন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়া এই সমস্ত বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা অবশ্যই অধর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। আত্মহত্যা যে মহাপাপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু জলপ্রবেশ, অগ্নি-প্রবেশ, উদ্বন্ধনাদি দ্বারা একেবারে প্রাণত্যাগ করা আর ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দেহ নাশ করা উভয়ই তুল্য। কেবল শীঘ্র আর বিলম্ব এই মাত্র বিশেষ। অতএব, পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমারদের শরীর রক্ষার্থে যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। না করিলে প্রত্যবায় আছে।

রোগ ও অকাল-মৃত্যু দ্বারা যে সমুদায় ক্লেশ ও যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়, তাহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। শারীরবিধান বিদ্যায় যে সমস্ত ব্যবস্থার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত থাকে। তন্মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ কয়েক টি প্রধান প্রধান বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

পরমেশ্বর ইতর প্রাণিদিগকেও শারীরিক নিয়মের অধীন করিয়াছেন, এবং তাহারদিগকে তৎপ্রতিপালনে সমর্থ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন। তাহারা সেই সমস্ত স্বাভাবিক সংস্কারের অনুবর্ত্তি হইয়া স্ব স্ব শারীরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করত সুস্থ শরীরে কাল যাপন করে। অতএব এ বিষয়ে তাহারদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে। ফলতঃ, যে যে বিষয়ে তাহারদের শরীরের সহিত আমারদের শারীরিক প্রকৃতির ঐক্য আছে, সেই সেই বিষয়ে তাহারদের ব্যবহার আমারদের আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করা যাইতে পারে। সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক তাহারদের ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান বিষয়ে সমূহ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ। ইতর জন্তুরা স্বভাবতঃ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে। সকলেই পক্ষিদিগকে অঙ্গ প্রক্ষালন ও পক্ষ বিন্যাস করিতে দেখিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। যখন তাহারা পক্ষ সমুদায় মার্জ্জিত ও বিন্যস্ত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন তাহারদিগকে কেমন সুন্দর দেখায় ও কেমন স্ফূর্ত্তিযুক্ত বোধ হয়! গৃহস্থের গৃহস্থিত বিড়াল সকল স্ব স্ব লোমাবৃত কলেবর পরিষ্কৃত ও চিক্কণ করিয়া রাখে। গাভীগণ কত যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক বৎসের শরীর লেহন করিতে থাকে। অশ্বের শরীর মার্জ্জিত করিয়া না দিলে, তৃণাদির উপর অঙ্গ আবর্ত্তন করে। বনের সমুদায় পশু পক্ষিই স্ব স্ব স্বভাবানুসারে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে, কেবল মনুষ্যের আলয়ে থাকিলে নানা কারণে তাহার কিছু কিছু অন্যথা হইতে দেখা যায়।

দ্বিতীয়তঃ। তাহারদিগকে আহার অন্বেষণার্থ পরিশ্রম করিতে হয়, ইহাতে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থ অঙ্গ সমুদায়কে যত চালনা করা আবশ্যক, তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ পরমেশ্বর তাহারদের শারীরিক প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর এরূপ শৃঙ্খলা করিয়া দিয়াছেন, যে নিয়মাতীত অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় না, অথচ পরিমিত পরিশ্রম না করিলেও চলে না।

তৃতীয়তঃ। প্রত্যেক প্রাণী আপন আপন স্বভাবানুসারে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে। জগদীশ্বর যে যে জন্তুর যে যে খাদ্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই তাহারদের শরীর সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ ও সবল থাকে। তাহারা মনুষ্যের ন্যায় পুনঃ পুনঃ অতিভোজন করিয়া পীড়িত হয় না, এবং অহিতকারি দ্রব্য আহার করিয়াও অকাল-মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না।

ইতর জন্তু সকল পরমেশ্বর-প্রদত্ত সংস্কার বিশেষের বশবর্ত্তি হইয়া এই প্রকার খাদ্য বস্তু ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু-

ষেরা যে প্রকার [illegible] সংস্কার প্রাপ্ত হন নাই বটে, কিন্তু পরমেশ্বর তাঁহারদিগকে প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া সে অভাব পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারা বুদ্ধি সহকারে শরীরের স্বভাব, প্রত্যেক অঙ্গের প্রয়োজন, এবং তাহারদিগের কার্য্যের রীতি নিরূপণ পূর্ব্বক শারীরিক নিয়ম জানিতে পারেন, এবং তাহা প্রতিপালন করিয়া পরম আরোগ্য সম্ভোগ করিতে পারেন। পশ্চাৎ এ বিষয়ের এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে।

আমারদের গাত্র চর্ম্মে আবৃত, সেই চর্ম্ম লোম-কূপে পরিপূর্ণ, এক এক লোম-কূপ শরীরস্থ অনিষ্টকারি নষ্ট পদার্থ নির্গত হইবার এক এক দ্বার স্বরূপ। প্রতি দিন ন্যূনকল্পে প্রায় ১৩ ছটাক নির্গত হইয়া থাকে। যদি লোমকূপ রুদ্ধ হইয়া সেই সমস্ত অনিষ্টকারি পদার্থ বহির্গত হইতে না পায়, তবে তাহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে দোষাশ্রিত করে; রক্ত দূষিত হইলেই শরীর অসুস্থ হয়। শরীর হইতে যে স্বেদ নির্গত হয়, তাহার জলীয় ভাগ বাষ্প হইয়া উঠিয়া যায়, অবশিষ্ট ভাগ গাঢ় হইয়া লোম-কূপ সমুদায় রোধ করে। অতএব, তাহারদিগকে পরিষ্কৃত রাখিবার নিমিত্ত অঙ্গ সকল প্রক্ষালন ও মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য। যে বস্ত্র এপ্রকার ছিদ্রযুক্ত ও পরিষ্কৃত, যে অনায়াসে স্বেদ শোষণ করিতে পারে, এবং তাহার মধ্য দিয়া স্বেদ বহির্গত হইতে পারে, তাহাই পরিধান করা বিধেয়, নতুবা শরীর অপরিষ্কৃত থাকিলেও যে প্রকার অপকার হয়, অত্যন্ত ঘন ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিলেও সেই প্রকার হইয়া থাকে। চর্ম্ম যেমন লোম-কূপ দ্বারা শরীরের নষ্ট পদার্থ বাহির করিয়া দেয়, সেইরূপ আবার বাহিরের বস্তুও শোষণ করে। অতএব গাত্র ধৌত ও মার্জ্জিত না করিলে, [illegible] প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। [illegible] এই, যে লোম-কূপ রুদ্ধ হওয়াতে [illegible] নষ্ট পদার্থ সকল শরীর [illegible] পায় না, আর এক [illegible] কল মল [illegible] হইয়া রোগ উপস্থিত করে। শরীরস্থ চর্ম্মের এই প্রকার গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গাত্র ও বস্ত্র পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হয়, এবং যাহারা এই প্রকারে এই নিয়ম অবগত হইয়াছেন, তাহারা তৎপ্রতিপালনে যেমন যত্নবান্ হয়, ইতর ব্যক্তিদিগের তাদৃশ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই প্রকারে শরীরস্থ মাংসপেশী, মস্তিষ্ক প্রভৃতির স্বভাব ও প্রয়োজন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায়, যে স্বাস্থ্য সাধনার্থ শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা আবশ্যক।

কোন অঙ্গকে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট রাখা উচিত নহে এবং কোন অঙ্গকে অতিমাত্র চালিত করাও শ্রেয় নহে। উভয়ই দোষ, উভয়েতেই শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন হয়। সুস্থ শরীরে উৎসাহ সহকারে শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করিলে, আপনাকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বোধ হইয়া অতি অপূর্ব্ব বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে। ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত ভোগবিলাসি ব্যক্তিরা তদনুরূপ সুখাস্বাদনে সমর্থ নহেন। তাঁহারা যাহাকে ইন্দ্রিয়-সুখ কহেন, তাহা শারীরিক সুস্থতা-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ অপেক্ষায় অনেকাংশে নিকৃষ্ট।

সাংসারিক আচার ব্যবহারের এ প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, যে প্রায় সকলেই অঙ্গ সঞ্চালন বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত দুই দোষের কোন না কোন দোষে লিপ্ত আছেন। ধনিদিগের মধ্যে অনেকে পরিশ্রম-বিমুখ হইয়া আলস্য সলিলে শারীরিক স্বচ্ছন্দতাকে বিসর্জ্জন দেন, নির্ধনেরা ধনোপার্জ্জনার্থ নিয়মাতীত পরিশ্রম করিয়া পরমায়ু হ্রাস করিয়া ফেলেন, এবং বিদ্যার্থিরা শারীরিক পরিশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়া শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ করেন, ও তন্মধ্যে কেহ কেহ চিররোগী হইয়া বহু কষ্টে জীবন যাপন করেন। প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের অনেকানেক ছাত্রকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার কিছু কাল পরেই [illegible] শীর্ণ [illegible]

সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা ছাত্রদিগের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের বিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি না রাখাতে, এবং বিদ্যালয়স্থ সমস্ত ছাত্রকে শারীরবিধান বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আপনারদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া না জানাতেই এই মহানর্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

এক্ষণে বিষয় কর্ম্মে যে প্রকার রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। বিষয়ি ব্যক্তিরা দিবসের অধিক ভাগ কেবল বিষয় কার্য্যেই ক্ষেপণ করেন, জ্ঞান ও ধর্ম্ম অনুশীলন করিতে অবকাশ পান না। কিন্তু মনুষ্যের সকল প্রকার বৃত্তিই যথা নিয়মে চালনা করা উচিত, এবং কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদ করাও কর্ত্তব্য; তদ্ব্যতিরেকে কোন মতেই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সর্ব্বতোভাবে সুখি হওয়া যায় না। যখন পরম কারুণিক পরমেশ্বর কৃপা করিয়া আমারদিগকে গান-শক্তি ও পরিহাস-প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন তদ্দ্বারা নির্দ্দোষ আমোদ করা কোন মতেই গর্হিত নহে। তাহারদিগকে অসৎ বিষয়ে অসৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনার্থে নিয়োজন করাই অধর্ম্ম; নির্দ্দোষ আমোদ স্বাস্থ্য সাধন পক্ষে অত্যন্ত উপকারী ও সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এইরূপে পরিপাক-শক্তি, শোণিত সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া পশ্চাল্লিখিত নিয়ম সমুদায় নিরূপিত হইয়াছে; যথা প্রতিদিন পরিমিত ভোজন ও নির্ম্মল বায়ু সেবন করা উচিত; যে গৃহ শুষ্ক, প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত এবং যাহাতে অহোরাত্র বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকে, তাহাতেই বাস করা বিধেয়; সচরাচর মাদক সেবন করা অকর্ত্তব্য; প্রতিরাত্রিতে ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক; মনোমধ্যে উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে না দেওয়া ও উপস্থিত বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এ সমুদায় পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা; অপর সাধারণ সকলেরই এই সমুদায় শুভদায়ক আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ থাকা উচিত। সকলে এই সমস্ত নিয়ম [illegible]

প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইয়া শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ ও তন্নিবন্ধন অশেষ প্রকার সুখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়।

কোন কোন ব্যক্তিকে কিছু কিছু অত্যাচার করিয়াও কতক দিন সুস্থ থাকিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহাতে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শাস্তি ভোগ করিতে হয় না, এমত বিবেচনা করা উচিত নহে; পরমেশ্বরের অখণ্ড্য আজ্ঞার অবহেলা করিয়া সুখে থাকা যায়, এ অতি অর্ব্বাচীনের কথা। তাহারদের শরীর স্বভাবতঃ সুস্থ ও বলিষ্ঠ, এই নিমিত্তে অধিক অত্যাচার ব্যতিরেকে রুগ্ন ও ভগ্ন হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রমাগত অহরহ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, সে যে পুনঃ পুনঃ পীড়িত ও অকাল-মৃত্যু প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। আহা! কত কত রূপ-লাবণ্য-বিশিষ্ট তরুণ-বয়স্ক যুবকের সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীরকে অত্যাচারে পীড়িত ও ভগ্ন হইতে দেখা যায়! যেমন কোন পুষ্প-কলিকা কীট দ্বারা দংশিত বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা আহত হইলে, প্রস্ফুটিত না হইতেই বিশীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ কত শত পরম রূপবান্ মনুষ্যের লাবণ্য রূপ রমণীয় পুষ্প অত্যাচার রূপ বিষম উৎপাত দ্বারা অকালে মলিন ও বিবর্ণ হইয়া যায়। কোন কোন ব্যক্তি যে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ থাকিয়াও সর্ব্বদা সুস্থ থাকিতে পারেন না, তাহারও কারণ আছে। হয়, তাঁহারা পিতা মাতার কোন উৎকট রোগ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, নয়, আপনারা পূর্ব্বে এমত অত্যাচার করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা তাঁহারদের শরীর এক প্রকার ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভগ্ন হইলে পরেও, তাঁহারা শারীরিক নিয়ম পালন করিলে যেমন সুস্থ থাকিতে পারেন, লঙ্ঘন করিলে তেমনও থাকিতে পারেন না।

শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, যে শারীরিক নিয়ম নিরূপণ

ও প্রতিপালন করা আমারদের কর্ত্তব্য [illegible]। যে কর্ত্তব্য সম্পন্ন না হইলে অন্যান্য [illegible] কথা বিধানে সম্পাদন করা যায় না, তাহা সর্ব্ব প্রযত্নে সাধন করা উচিত। অপর সাধারণ সকলেরই শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করা শ্রেয়, সমুদায় বিদ্যালয়েই তদ্বিষয়ক বিদ্যা অধ্যয়ন করান কর্ত্তব্য, এবং ধর্ম্মোপদেশকদিগেরও তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্য কৃত্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করা বিধেয়। এক্ষণে যদিও তাঁহারা শরীর রক্ষার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু স্বমতানুযায়ি অন্যান্য বিষয় যে রূপ যত্ন ও দার্ঢ্য সহকারে শিক্ষা দিয়া থাকেন, শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করেন না। কিন্তু এক্ষণে বিশ্ব-কার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় যত দূর জানা গিয়াছে, তদ্দ্বারা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা আমারদের এক প্রধান কার্য্য এবং তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা বলিয়া উপদেশ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।
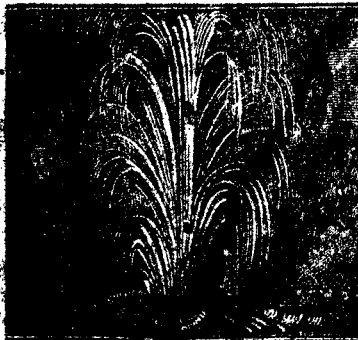
উষ্ণপ্রস্রবণ

[illegible] নামক উষ্ণপ্রস্রবণ

পৃথিবীর [illegible] কত প্রকারই [illegible] [illegible] তদ্দ্বারা [illegible] [illegible] থাকে। স্থানে স্থানে ভূমণ্ডলের অভ্যন্তর হইতে যে জল-প্রবাহ নির্গত হয়, তাহার নাম প্রস্রবণ। যে সকল প্রস্রবণের জল স্বভাবতঃ সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে, তাহার নাম উষ্ণ প্রস্রবণ। ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে সীতাকুণ্ড প্রভৃতি যে সকল উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডেও অনেকানেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বিশেষতঃ আইসলণ্ড দ্বীপে যত আছে, এত আর কুত্রাপি নাই, এবং তৎ সদৃশ প্রবলতর উষ্ণ প্রস্রবণও আর কোথাও নাই। তাহার অধিকাংশ কোন কোন পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তি ভূমি হইতে, অনেকগুলি পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ হইতে, আর কয়েকটা শিখরদেশের নিকট হইতে বহির্গত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত দ্বীপে যত উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাহার মধ্যে গয়সের নামে বিখ্যাত ৩১৪ টি প্রস্রবণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তন্মধ্যেও আবার দুটি বিশিষ্ট রূপে প্রসিদ্ধ; মহাগয়সের ও নবগয়সের। এই প্রস্তাবের শিরোভাগে মহাগয়সের নামক উষ্ণ প্রস্রবণের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল।

তথায় মৃত্তিকাময় বেষ্টনে পরিবেষ্টিত এক বৃহৎ কুণ্ড আছে। যখন স্থির থাকে, তখন তাহার জল বিলক্ষণ উষ্ণ ও কাচের ন্যায় নির্ম্মল, এবং সর্ব্বদা জলীয় বাষ্প ও অল্প অল্প বুদ্বুদ্ উঠে। কুণ্ডের বেষ্টন ন্যূনাধিক ১০০ হস্ত, কিন্তু তাহার জল অধিক গভীর নহে। যখন পরিপূর্ণ থাকে, তখনও ৩ হাতের অপেক্ষা অধিক জল থাকে না। তাহার মধ্যস্থলে ন্যূনাধিক ৫৪ হস্ত গভীর একটা কূপ আছে, তাহার ব্যাস প্রায় ৬ হস্ত, কিন্তু মুখের নিকট ক্রমে প্রশস্ত হইয়া কুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে।

মধ্যে মধ্যে আগ্নেয় গিরির যেরূপ অগ্নি [illegible] সেই রূপ এই প্রবল প্রস্রবণ হইতে [illegible] উষ্ণ জল ও বাষ্পাদি প্রচণ্ড বেগে নির্গত হইয়া থাকে। প্রথমে [illegible] কামানের শব্দের ন্যায় ঘোরতর [illegible] শ্রবণ [illegible] করা যায়, [illegible]

ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, পরক্ষণেই কুণ্ডের জল উত্তরোত্তর প্রবলরূপে ফুটিতে থাকে, অবশেষে জল ও বাষ্পাদি সহসা উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সেই সমস্ত বাষ্প এত ঊর্দ্ধে উঠে, যে প্রায় আট ক্রোশ হইতে দৃষ্টি করা যায়। বারম্বার এইরূপ জল ও বাষ্প নির্গত হইবার পর এক টী প্রকাণ্ড জল-প্রবাহ প্রভূত বাষ্প রাশিতে পরিবেষ্টিত হইয়া অত্যন্ত ঊর্দ্ধগামী হয়। এই প্রবাহের জলীয় ভাগ চতুর্দ্দিকে বাষ্পেতে এরূপ আবৃত থাকে, যে তাহার অধিকাংশ দৃষ্টিগোচর থাকে না। সে সময়কার অত্যদ্ভুত মহদ্ব্যাপার দৃষ্টি করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ভূরি ভূরি বাষ্পরাশি উপর্যুপরি ঘূর্ণিত হইতে হইতে উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত করে, তাহার মধ্যবর্ত্তি ঊর্দ্ধগামি জল-প্রবাহ সকল কম্পিত হইতে হইতে ফেণাকার হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, এবং সেই জলের কিয়দংশ বাষ্প হইয়া অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ ফেণ রূপে পতিত হইলে অপূর্ব্ব শোভা প্রদর্শন করে। ইহা অপেক্ষায় সুদৃশ্য আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি আছে? কুণ্ড হইতে জল নির্গত হইবার সময়ে নানা প্রকার বর্ণ ধারণ করে, কখন কৃষ্ণাভ উৎকৃষ্ট নীলবর্ণে, কখন কখন উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণে, কিঞ্চিৎ অধিক দূর উত্থিত হইলে শুক্ল শ্বেত বর্ণে শোভা পায়। ঊর্দ্ধগামি প্রবাহ সমুদায় নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া সহস্র সহস্র পদ্ম কোরকের শুভ্র বর্ণ জলধারা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে কতকগুলি ঠিক সরল ভাবে উত্থিত হয়, আর কতকগুলি ধারা সুন্দর রূপ বক্র ভাবে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে। ইহার অপেক্ষায় রমণীয় ব্যাপার আর কি আছে? ঐ সকল জল-ধারার এ প্রকার প্রখর বেগ, যে তাহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে, মগ্ন না হইয়া জলের তেজে অনেক দূর ঊর্দ্ধগামী হয়। কিয়ৎ কাল এইরূপ জল-ধারা নির্গত হইয়া পরে নিবৃত্ত হয়, তখন সে জলকুণ্ড একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়, পরে তাহার জল উঠিয়া পূর্ব্ববৎ স্থির থাকে।

ঐ কুণ্ডের জল এমন তপ্ত, যে পার্শ্ববর্ত্তি লোকে তাহাতে মাংস পাক করিয়া খায়। তাহারা একটা পাত্রে শীতল জল পূরিয়া তাহাতে মাংস রাখে, পরে ঐ কুণ্ডের উষ্ণ জলে সেই পাত্র স্থাপন করে। ইহাতেই মাংস পাক হয়, আর অগ্নি আবশ্যক করে না।

কত দেশে কত আশ্চর্য্য উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। পূর্ব্বোক্ত আইসলণ্ড দ্বীপেই এমত অদ্ভুত দুই প্রস্রবণ পরস্পর নিকটবর্ত্তি আছে, যে যখন তাহার একটা হইতে জল-ধারা সকল পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ৬।৭ হাত উত্থিত হইতে থাকে, তখন তাহার পার্শ্ববর্ত্তি দ্বিতীয় কুণ্ড নিবৃত্ত হইয়া থাকে, এবং তৎপরে যখন ঐ দ্বিতীয় কুণ্ড হইতে জল-ধারা নির্গত হয়, তখন প্রথমোক্ত কুণ্ড নিবৃত্ত থাকে। এইরূপে পর্য্যায় ক্রমে উভয় কুণ্ডের জলোৎক্ষেপ হইয়া পরম কৌতুক প্রকাশ করে। আপাততঃ ইহা দেখিবা মাত্র অদ্ভুত বোধ হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

সমুদ্রের গর্ভমধ্যেও এ প্রকার অনেকানেক উষ্ণ প্রস্রবণ দৃষ্ট হইয়াছে। কোন কোন টীর জল-ধারা সাতেজে নির্গত হইয়া সমুদ্রের উপরিস্থ জল অপেক্ষায়ও ঊর্দ্ধে উঠে।

কোন কোন প্রস্রবণ হইতে জলের সহিত এরূপ দাহ্য পদার্থ সকল নির্গত হয়, যে অগ্নি-সংযুক্ত হইবামাত্র জ্বলিয়া উঠে। বোধ হয়, যেমন জলই জ্বলিতেছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে মঙ্গের, চন্দ্রশেখর, পাটেট্, চিতোর, পঞ্জাব প্রভৃতি নানা স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বস্তু গুণে যে এই সমস্ত প্রস্রবণের উষ্মা উৎপন্ন হইয়াছে ইহা না জানাতে, ভারতবর্ষীয় লোকে তৎসমুদায়কে মনঃকল্পিত দেবতা বিশেষের আবির্ভাব স্থান জ্ঞান করেন।

হিন্দুরা যে স্থানে কোন অসাধারণ ব্যাপার দেখেন, তাহাই দেবস্থান জ্ঞান করেন। পঞ্জাবের পূর্ব্বোত্তর ভাগে চাঙ্গা নামক পর্ব্বত সন্নিধানে মৃত্তিকা হইতে যে অগ্নিশিখা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তাহা জ্বালামুখী বলিয়া বিখ্যাত [illegible]

পরিগণিত। [illegible] লোকেরা তাহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা বোধ করেন, এবং ভূরি ভূরি তীর্থযাত্রি তথায় সর্ব্বদা গমন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তথায় ভূমি হইতে কার্ব্বন্ ও হায়ড্রজন্ নামক বায়ুপদার্থ ঘটিত এক প্রকার বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে, সেই বাষ্পের এ প্রকার গুণ যে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইলে জ্বলিয়া উঠে। যখন আপনা হইতে না জ্বলে, তখন যাত্রিরা তথায় ছিদ্র করিয়া দীপ ধরিয়া দেয়, দিলেই তখন ক্রমাগত জ্বলিতে থাকে।

যে স্থানে অধিক বাষ্প উত্থিত, সুতরাং অধিক শিখা প্রজ্বলিত হয়, তথায় এক মন্দির নির্ম্মিত আছে। সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে যে এক ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে, তাহা হইতে নিয়ত অগ্নিশিখা প্রকাশিত হইতে থাকে। তাহার পার্শ্বে ইতস্ততঃ আরও অনেক স্থান হইতে বাষ্প নির্গত হইয়া প্রজ্বলিত হয়, কিন্তু সে সমুদায় তাদৃশ প্রবল নহে। অন্যত্র কোন কোন ক্ষুদ্র জলাশয়ের জলোপরি এই বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাতে দীপ ধরিয়া দিলে কিঞ্চিৎকাল জ্বলিতে থাকে। এই সমস্ত ব্যাপারের একত্র সংঘটন হওয়াতে, জ্বালামুখী মহাতীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু এ সমুদায়, বস্তু বিশেষের বিকার ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

যে যে প্রদেশে আগ্নেয় গিরি আছে, অথবা পূর্ব্বে কোন কালে ছিল, অথবা যে স্থানে কোন কালে অগ্নি-ঘটিত অন্য কোন প্রকার নৈসর্গিক উৎপাত ঘটনা হইয়াছিল, প্রায় সেই সেই প্রদেশেই উষ্ণ প্রস্রবণ [illegible]। যুক্তি[illegible] যে রূপে আগ্নেয় গিরির [illegible] সেই রূপেই উষ্ণ কু[illegible] ও জল উষ্ণ হইয়া [illegible]

[illegible] বাকেব উষ্ণ প্রস্র[illegible] বিবেচনা [illegible]

সঞ্চিত হয়*। সেই বাষ্পের তেজে গহ্বরস্থ জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া উৎস স্বরূপে অবনীতলে উপনীত হয়, পরে বাষ্পও প্রচণ্ড বেগে উত্থিত হইয়া আইসে।

অজ্ঞশ্রেণীয় অপর সাধারণে সীতাকুণ্ড প্রভৃতি উষ্ণপ্রস্রবণকে দেবস্থান জ্ঞান করেন। কিন্তু বস্তু বিচার করিয়া দেখিলে অনায়াসে জানিতে পারা যায়, যে এ সমুদায় কেবল নানা প্রকার জড় পদার্থের পরস্পর সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে, এবং সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরেরই অচিন্ত্য শক্তি ও অনুপম কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। তিনি সৃষ্টি কালে যে যে বস্তুকে যে যে গুণ প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে।

উপাসক-সম্প্রদায়

সৎনামি

এ সম্প্রদায়ের লোকেরা পরমেশ্বরকে ‘সৎনাম কহে’ একারণ ইহারা সৎনামি বলিয়া বিখ্যাত।

অযোধ্যা নিবাসী জগজ্জীবন দাস নামে এক ক্ষত্রিয় এ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যা নগরীর মধ্যবর্ত্তি কাটোয়া নামক স্থানে তাঁহার সমাধিক্ষেত্র আছে। তিনি যাবজ্জীবন সংসারাশ্রমে থাকিয়া হিন্দী ভাষায় জ্ঞানপ্রকাশ, মহাপ্রলয়, প্রথম গ্রন্থ প্রভৃতি কয়েক খান গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া যান। তন্মধ্যে জ্ঞানপ্রকাশ নামক পুস্তক ১৮১৭ সম্বতে লিখিত হয়।

---

* কিরূপে পৃথিবীর গর্ভে জলাদি সঞ্চিত ও বাষ্প উৎপন্ন হইতে পারে, এস্থলে তাহা জ্ঞাপন করা উচিত। সমুদ্রের জল সূর্য্যের তেজে বাষ্প হইয়া উত্থিত হয় এবং বায়ু দ্বারা পর্ব্বত শিখরে সঞ্চালিত হইয়া শীত দ্বারা ক্রমে ক্রমে জল রূপে পরিণত হয়; [illegible] ছিদ্রাদি দ্বারা নিঃসৃত হইয়া ভূমি মধ্যে [illegible] অবস্থিত হয়, এবং তাহার [illegible] পরিবিষ্ট [illegible] পার্শ্বদেশ হইতে চ্যুত হওয়া [illegible] উৎপত্তি করে। এইরূপ অন্যান্য জল ও [illegible] দিয়া তথায় পতিত হইতে পারে। পৃথিবীর অভ্যন্তর অত্যন্ত উষ্ণ এবং স্থানে স্থানে [illegible] সঞ্চিত আছে, অতএব তথায় [illegible] থাকে।

ভার দিয়াছেন। মনুষ্য স্বীয় বুদ্ধিবলে পঙ্কিল ভূমিকে শুষ্ক ও অনুর্ব্বরা ভূমিকে উর্ব্বরা করিয়া শারীরিক শক্তি সহকারে তাহা কর্ষণপূর্ব্বক উত্তম বীজ বপন করিয়া ক্ষান্ত হয়েন, পরিশেষে করুণাকর পরম পুরুষ এই সময়ে বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা ক্ষেত্র সকলকে শস্যপূর্ণ করিয়া মনুষ্যের শ্রম সফল করেন ও তাহার সম্বৎসরের অন্ন সংস্থান করেন। যদিও পৃথিবীর কোন কোন স্থানে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি দ্বারা অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটনা হয়, তথাপি অনেকানেক দেশে পর্য্যাপ্ত শস্যোৎপন্ন হইয়া সেই ক্ষতি পূরণ করে। জগদীশ্বরের রাজ্যে অন্নাভাবে শীর্ণ না হইবার এই এক প্রশস্ত উপায় বিহিত হইয়াছে। অপিচ গ্রীষ্মকালের প্রখর সূর্য্যরশ্মি দ্বারা পৃথিবী হইতে যে সকল বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা নিশ্বাসের সহিত সেবন করিলে আমারদিগের বিস্তর অনিষ্টের সম্ভাবনা, কিন্তু ঈশ্বরের নিয়মে বৃষ্টি বর্ষণ হইয়া সেই সকল বাষ্প দূরীকৃত হয় ও বায়ু নির্ম্মল হইয়া আমারদিগকে স্বাস্থ্য বিধান করে। পরন্তু বৃষ্টি দ্বারা গ্রীষ্মাতিশয় নিবারিত হয় ও আমরা নানা বিধ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হই। বৃষ্টিতেই নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় সকল জলে পরিপূর্ণ হয় ও তদ্দ্বারা প্রাণিগণ প্রচুর বারি প্রাপ্ত হইয়া বিনা ক্লেশে জীবন যাপন করে। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে বর্ষাকালে পর্ব্বত সকল হইতে এক প্রকার সার মৃত্তিকা নিম্নস্থ ভূমিতে নিপতিত হইয়া তাহাকে অত্যন্ত উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করে। এই প্রকার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে বৃষ্টি দ্বারা মনুষ্য ও ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় প্রাণির অশেষ প্রকার উপকার হইতেছে। কিন্তু ইতর জন্তুরা ইহ লোকে নানাবিধ সুখ প্রাপ্ত হইয়াও সেই সুখ প্রদাতার হস্তকে দেখিতে পায় না, কেবল মনুষ্যই শ্রদ্ধা ও ভক্তি সমন্বিত হইয়া সেই জগৎ পিতাকে প্রণিপাত করিতে পারেন। অতএব যাঁহার অজস্র করুণাবারি এই পৃথিবীকে অহরহ সিক্ত করিতেছে এবং যাঁহার [illegible]

দিগেরই অধিকার আছে, তাঁহার প্রতি আমরা মনের সহিত কৃতজ্ঞতা ও প্রেম প্রকাশ করিয়া মানব জন্ম সার্থক কেন না করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ
প্রথম খণ্ডং

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ

সত্যমেব জয়তে নানৃতং। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়োহ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানং॥

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। সত্য কথন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা এই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋষি সকল এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা তৃপ্ত চিত্ত হইয়া সত্যের পরম আশ্রয় স্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজোহপ্রাণোহ্যমনাঃ। যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥

প্রকাশবান্, নিরবয়ব, পূর্ণ স্বরূপ, সকলের বাহিরেও আছেন এবং সকলের অন্তরেও আছেন এবং জন্ম রহিত, তাঁহার প্রাণও নাই এবং মনও নাই; যত্নশীল নিষ্পাপ জ্ঞানি সকল যাঁহাকে দৃষ্টি করেন।

যো দেবানামধিপো যস্মিন্ লোকা অধিশ্রিতাঃ। য ঈশেহস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ। স বা এষ মহানজ আত্মা॥

যিনি দেবতাদিগের অধিপতি, যাঁহাতে লোক সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ তাবৎ জন্তুদিগকে শাসনে রাখেন, তিনি এই জন্ম রহিত মহান্ আত্মা।

অদৃষ্টো দ্রষ্টাহশ্রুতঃ শ্রোতাহমতো মন্তাহবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা॥

এই পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রুতি গোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই মনন করেন; কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন।

স এষ নেতি নেত্যাত্মাগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে।

ইহা নহে, ইহা নহে, এই প্রকার সেই

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সুরাপান

যখন কোন কণ্টকি লতার বীজ কোন মনোহর পুষ্পোদ্যানে পতিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টিক্ষেপ না হইলেও না হইতে পারে, কিন্তু যখন সেই অঙ্কুর হইতে এক বিশাল বিষলতা উৎপন্ন হইয়া পার্শ্ববর্ত্তি পুষ্প-বৃক্ষ সমুদায় পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সংহার করিতে থাকে, তখন তাহার উচ্ছেদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। সেই প্রকার যখন কোন কুরীতি রূপ বিষলতা জনসমাজে বদ্ধমূল হইয়া লোকের ধন প্রাণ বিনাশ করিতে থাকে, তখন আর বিচক্ষণ বিজ্ঞ লোকেরা তাহাকে উন্মূলন করিবার চেষ্টা না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন না। সুরাপান রূপ মহাপাপ এদেশে প্রবিষ্ট হওয়াতে যে অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইতেছে, তাহা এক্ষণে সকলেরই বিদিত হইয়াছে। ঔষধ স্বরূপ ভিন্ন অন্য প্রকারে সুরাপান করা যে কর্ত্তব্য নহে, ইহা অধিক লোকের প্রতীত না হউক, কিন্তু তাহার আতিশয্য দ্বারা যে লোকের অর্থনাশ, বীর্য্য হানি, মোহ বৃদ্ধি, পাপাসক্তি প্রভৃতি বহু প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে, তাহা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং তাহার নিবারণার্থে হিন্দু ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ি অনেকে ইংলণ্ডস্থ পার্লিয়ামেণ্ট নামক রাজসভায় আবেদন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যেরা এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারক মিশনরীরা কোম্পানির চার্টর পরিবর্ত্তন উপলক্ষে ইংলণ্ডে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাদক ব্যবসায়ে কোম্পানির উৎসাহ প্রদান নিরাকরণার্থে প্রার্থনা করিয়া সদ্বিবেচনা-সিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছেন। এই জঘন্য ব্যবসায়ে তাঁহারদের উৎসাহ প্রদান রূপ বিষম ব্যবহার প্রচলিত থাকাতে রাজ্যের সকল ভাগেই দিন দিন মদ্য ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের বিপণী বৃদ্ধি হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা লোকের মাদক সেবনের প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া এদেশ উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইতেছে। পূর্ব্বে মোসলমান সম্রাটেরা মদমত্ত ও মদ্য ব্যবসায়িদিগকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিতেন, এ কারণ তাঁহারদের রাজত্ব কালে এতদ্দেশে সুরাদোষের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের রীতি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা আপনারা যত্ন ও উৎসাহ প্রকাশ পূর্ব্বক চেষ্টা করিয়া মদ্য ব্যবহার প্রচলিত করিতেছেন। তাঁহারদের যাদৃশ ক্রূর অর্থলোভ ও কুটিল কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারা স্বকীয় লোভানলে প্রজাদিগের ধন, প্রাণ, মান, ধর্ম্ম সকলই

আহুতি দিতে পারেন। তাঁহারা আপনারদের অন্যায়াচরণ গোপনার্থে যত কৌশল করুন ও যত প্রকার বাগ্জাল প্রস্তুত করুন, কিছুতেই তাঁহারদের এ দুরপনেয় কলঙ্ক অপনীত হইবার নহে। যখন তাঁহারা রাজ্যের স্থানে স্থানে মদ্যালয় সংস্থাপন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারদের যে কর্ম্মচারী মাদক-দ্রব্যের কর বৃদ্ধি করণার্থে স্বাধিকার মধ্যে যত মদিরার বিপণি সংস্থাপন করিতে পারে, তাহার প্রতি তত সন্তোষ প্রকাশ করেন, তখন তাঁহারদের এই কার্য্য-গত উপদেশ বাচনিক উপদেশ অপেক্ষাও প্রবল মানিতে হইবেক। এক্ষণে এতদ্দেশে পানদোষ রূপ মহাপাপ যে প্রকার প্রবল হইতেছে, আর কিছু দিন এপ্রকার রহিলে, প্রজাগণ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া বিনষ্ট-প্রায় হইবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ডে গোয়ানগর-নিবাসী কতকগুলি এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টান এই প্রকার পানদোষ অবলম্বন করাতে, বলহীন ও শ্রীহীন হইয়া বল, বীর্য্য, ভাগ্য ও শ্রীতে তত্রস্থ হিন্দুদিগের অপেক্ষায় অত্যন্ত হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের লোক স্বভাবতই অল্পজীবি, তাহাতে আবার মদিরাসক্ত হইলে কি আর রক্ষা আছে? তাঁহারা যদি লোভ সম্বরণ না করিয়া এই প্রকার অত্যাচারে প্রবৃত্ত থাকেন; তাহা হইলে তাঁহারদের সুরা রূপ বিষপানে জর্জ্জরীভূত হইয়া সমূলে নির্মূল হইবার সম্ভাবনা।

রাজপুরুষেরা আপনারদের স্বার্থলাভার্থে রাজ্যমধ্যে মাদক ব্যবসায় বিস্তার করিতেছেন, কিন্তু আমরা কি বিবেচনায় তাঁহারদের প্রদর্শিত কুপ্রবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক কুপথগামি হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হই? ইহা কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নয়, যে যে ভয়ঙ্কর গরলপান অভ্যাস করিলে বল, বীর্য্য, ধন, ধর্ম্ম সমুদায় নষ্ট হয়, তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কি নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম নহে? কত কত পানাসক্ত ব্যক্তি এরূপ অবশ-চিত্ত, যে শরীর জীর্ণ হইয়াছে, অন্তঃকরণ অবসন্ন হইয়াছে, ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা পাপ-পঙ্কে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, তথাপি চৈতন্য হয় না। তাঁহারদের মোহ ভ্রম হইতে উত্থান করিবার আর সামর্থ্য নাই। কলিকাতাস্থ অনেকানেক ভদ্রলোকের যে প্রকার অভদ্র রীতি দৃষ্ট করা যায়, তাহা স্মরণ হইলে স্বদেশের দুর্দ্দশা ভাবিয়া অনর্গল অশ্রুপাত হয়। তাঁহারা মাদক সেবন ও তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য পাপাচরণ করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি অথবা তাহার অধিক ভাগ জাগরণ করেন, দিবসের প্রথম ভাগ নিদ্রায় ক্ষেপণ করিয়া স্নান ভোজনাদি প্রকৃতিসিদ্ধ কর্ম্ম সকল সাধন করেন, পরে কেহ কেহ অল্পায়াস-সাধ্য সামান্য প্রকার বিষয়কার্য্য সম্পাদন, কেহ কেহ বা নিরর্থক অলীক ক্রিয়াতে কিঞ্চিৎ কাল হরণ করিয়া রজনীর আগমন প্রত্যাশায় প্রত্যাশাপন্ন থাকেন, এবং রজনী উপস্থিত হইলেই পুনর্ব্বার মোহ-হ্রদে মগ্ন হইয়া পাপ পঙ্কে লিপ্ত হইতে থাকেন। এই তাঁহারদের প্রচলিত রীতি, ইহাই তাঁহারদের নিত্য কৃত্য, এইরূপে তাঁহারদের জীবন যাপন হইতেছে, ইহাতে তাঁহারা অবিলম্বে অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠেন। তাঁহারদের অধর্ম্মের ফল কেবল তাঁহারদের নিজ দুঃখেতেই পর্য্যাপ্ত হয় না; তাঁহারদের সন্তান সন্ততিরাও তদনুরূপ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া সংসারের পাপ-প্রবাহ প্রবল করিতে থাকে। এইরূপ কত শত সুপ্রসিদ্ধ সদ্বংশ কলুষ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া একেবারে উচ্ছিন্ন যাইতেছে। মহা নগরী কলিকতা এই সমস্ত পাপের আকর স্থান। কলিকাতা রূপ পাপ-সমুদ্র হইতে যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তদ্দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম সমুদায় অবিলম্বে প্লাবিত হইতে থাকে। এই পাপ-সমুদ্র হইতে যে প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহা ভাগীরথীর স্রোতের সহিত সমভাবে প্রবাহিত হইয়া উভয় তট প্লাবন করিতে থাকে। সম্প্রতি যে শারদীয় মহোৎসব উপস্থিত, তদুপলক্ষে ইতি মধ্যেই যে সমস্ত মোহতরঙ্গ উত্থিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই মহোৎসব সমাধানার্থে ইংরাজেরা কত উপকার- [illegible]

ন সমস্তবিবাহাদির কত প্রকার মাদক দ্রব্যেরই আয়োজন হইতেছে। এই উপলক্ষে সুরাসক্ত ধনাঢ্য যুবকেরা স্ব স্ব পারিষদগণে পরিবেষ্টিত ও অপর্য্যাপ্ত পানরসে রসিত হইয়া মনের উল্লাস প্রকাশ করিবেন, এবং সেই সমস্ত পারিষদেরাও বাবুর প্রসাদে হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটন করিয়া পান-তৃষ্ণা চরিতার্থ করিবেন, এই রমণীয় লোভে লোলুপ হইয়া উভয় পক্ষই পুলকিত চিত্তে ব্যগ্র রহিয়াছেন। এই উপলক্ষে সুরাপায়িদিগের সম্প্রদায় কতই বৃদ্ধি হইবেক এবং কত তরুণবয়স্ক ব্যক্তি অধর্ম্ম ব্রতে নূতন ব্রতি হইবেন। এইরূপে সুরাপানরূপ পাপানল ক্রমাগত প্রজ্জ্বলিত হইতেছে; কিরূপে যে নির্ব্বাণ হইবে তাহা অনুভূত হয় না। স্বদেশস্থ যে সমস্ত প্রণয়াস্পদ মহাত্মারা এই বিষম বিগর্হিত মহাপাপ অবলম্বন করেন নাই, ইহা সমূলে উন্মূলন করণার্থে তাঁহারদের সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্তব্য। কিন্তু রাজপুরুষেরা স্বীয় লোভ সম্বরণপূর্ব্বক অশেষ দোষাকর সুরা ব্যবসায়ে উৎসাহ প্রদান করিতে ক্ষান্ত না হইলে, এবং প্রবল রাজনিয়ম দ্বারা তাহার যথোচিত শাসন না করিলে, কোন ক্রমেই এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্মনীতি

(গত মাসের পত্রিকার ৬৯ পৃষ্ঠার পর)

আত্ম বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল প্রবল ও পরিশোধিত করা আমারদের আত্ম বিষয়ক এক প্রধান কার্য্য। ধর্ম্মের পর আর পদার্থ নাই। যিনি ধর্ম্ম স্বরূপ মহা রত্নের যথার্থ মর্য্যাদা জানিয়াছেন, তিনি তদর্থে সমস্ত সুখ সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিতে পারেন। পরমেশ্বর মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান করিয়াছেন, অতএব তাহারদিগকে উন্নত করিতে ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে তাহারদের বশীভূত রাখিতে নিরত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক অধ্যয়ন, মহাত্মাদিগের চরিত্র পাঠ, [illegible] কীর্ত্তি শ্রবণ ইত্যাদি যে কোন উপায়ে ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও উৎসাহ এবং অধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা জন্মে, তাহাই কর্ত্তব্য; আর পান-দোষ প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাপার দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দুর্ব্বল হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। আমরা যখন যে অবস্থায় যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকি, পুণ্য-নদীর পবিত্র নীরে অবগাহন পূর্ব্বক স্বকীয় চরিত্রকে পরিশুদ্ধ রাখিতে সর্ব্বদা তৎপর থাকা উচিত। সুচরিত্রের সমান অমূল্য সম্পত্তি আর কিছুই নাই। যিনি হৃদয় ভাণ্ডারে এমন মহামূল্য ধন সংস্থান করিতে পারেন, তিনি পরম ভাগ্যবান্। তাঁহার মনোরূপ মনোহর সরোবর সুনির্ম্মল সুখ-সলিলে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে।

কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্য পরিত্যাগই ধর্ম্ম, তদ্দ্বারাই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উন্নত ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সংযত হয়, এবং তদ্দ্বারাই ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অধর্ম্মে অশ্রদ্ধা জন্মে। অতএব আমারদের ধর্ম্মোন্নতি ও চরিত্র শোধন বিষয়ে যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহা সেই সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ মধ্যে ক্রমে ক্রমে উক্ত হইতে থাকিবে। এ স্থলে কেবল দুই একটি বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

অনেকে অশ্লীল বাক্য কথন, কথা প্রসঙ্গে পরনিন্দা করণ, আমোদ বিশেষে সাতিশয় আসক্তি প্রকাশ, কুলোকের সংসর্গ ইত্যাদি সামান্য সামান্য কুক্রিয়া করিয়া তাদৃশ দোষ ও যথোচিত অনুতাপ করেন না, এবং তদ্দ্বারা তাঁহারদের চরিত্র যে ক্রমে ক্রমে মলিন হইতে থাকে তাহাও বিবেচনা করেন না। গুরু দোষই হউক আর লঘু দোষই হউক, কর্ত্তব্যের অন্যথা হইলেই অধর্ম্ম হয়, ও তন্নিমিত্তে পরমেশ্বর সন্নিধানে সাপরাধ থাকিতে হয়। তদ্ভিন্ন, কোন দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অধর্ম্মেতে অশ্রদ্ধা হ্রাস হইয়া আসক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ হইলেই প্রবল হয়, এবং একবার যে কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার প্রতি

আর তাদৃশ ঘৃণা থাকে না। অধর্ম্মের প্রতি সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তিদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা থাকে, তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ। তাহার হ্রাস হইলেই পাপের পথ প্রশস্ত হইতে থাকে। যেমন কোন সেতুর কোন স্থানে ছিদ্র হইলে তদ্দ্বারা প্রতিক্ষণ জল নির্গত হইয়া প্রতিক্ষণেই সেই ছিদ্রের আয়তন বৃদ্ধি হয়, এবং ক্রমে ক্রমে সমুদায় সেতু ভগ্ন হইয়া জলপ্রবাহে পার্শ্ববর্ত্তি ভূমিখণ্ড জলে প্লাবিত হয়, সেইরূপ আমরা যতবার কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তাহার প্রত্যেক বারেই ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ হ্রাস হইয়া অধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়; এবং এইরূপ অল্পে অল্পে অভ্যাস করিয়া অন্তঃকরণ এমত পাপাসক্ত হইতে পারে, যে অবশেষে ঘোরতর কুকর্ম্ম করিতেও আর সঙ্কুচিত হয় না। এক সময়ে যে ব্যক্তি যে কুকর্ম্মের প্রসঙ্গ শুনিবা মাত্র অত্যন্ত ঘৃণা ও বিস্ময় প্রকাশ করে, পরে সেই ব্যক্তিই অভ্যাসের বশীভূত হইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে অম্লান বদনে সেই সকলের কুৎসিত পাপে প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব যাঁহারা পুণ্যের পথে চলিতে মনোহর স্বরূপ প্রতীতি করিয়া তাহাকে অন্তঃকরণে স্থাপন করিতে অভিলাষ করেন, অতি সামান্য পাপকেও লঘু জ্ঞান করা তাঁহারদের কর্ত্তব্য নহে। বস্তুতঃ যে লঘু পাপ হইতে অতি গুরুতর পাপের উদয় হয়, তাহাকে সামান্য জ্ঞান করাই বা কিরূপে শ্রেয়স্কর হইতে পারে? যখন কোন লঘু পাপের প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তখন তাহা হইতে কি পর্য্যন্ত ঘোরতর পাপের উৎপত্তি হইতে পারে তাহাই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, এবং এই বিবেচনা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া বিধেয়। যেমন পুষ্পোদ্যান-স্থিত কণ্টকি লতার অঙ্কুর উৎপাটন না করিলে, তাহা হইতে এক বিশাল লতা উৎপন্ন হইয়া পার্শ্ববর্ত্তি পুষ্প-বৃক্ষ সকল নষ্ট করিতে পারে, সেইরূপ পাপাঙ্কুরের মূল পর্য্যন্ত উন্মূলন না করিলে অবশেষে তাহা হইতে ঘোরতর পাপ-লতা উৎপন্ন হইয়া চিত্ত-[illegible]। অতএব, অতি সামান্য কুকর্ম্মও এক বারও না করিতে হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া [illegible] যাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, অধর্ম্মের প্রতি সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের যে প্রকার স্বভাব-সিদ্ধ ঘৃণা ও দ্বেষ আছে, তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ। অসৎ সংসর্গ এ দোষের এক প্রবল কারণ। অধার্ম্মিকদিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস করিতে যাহারদের প্রবৃত্তি হয়, অধর্ম্মেতে যেরূপ ঘৃণা থাকা উচিত তাহা তাহারদের কখনই থাকে না। স্বভাব সর্ব্বোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাসও সামান্য প্রবল নহে। যে পরমার্থ-পরায়ণ পুণ্যবান্ ব্যক্তি পাপের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া অসৎ সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করেন, পরে নানা কারণে কুলোকের সহিত সহবাস করা তাঁহারও অভ্যাস পাইতে পারে, তদ্দ্বারা অধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা হ্রাস হইতে পারে, পরিশেষে নানা প্রকার পাপাচরণে প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধুসঙ্গ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। সাধু সঙ্গের গুণ অতি আশ্চর্য্য। যেমন পরম শোভাকর পূর্ণ চন্দ্র সুধাময় কিরণ বিস্তার করিয়া ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুকে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত করে, সেইরূপ পরমেশ্বর-পরায়ণ পুণ্যাত্মারা পার্শ্ববর্ত্তি পুণ্যার্থিদিগের অন্তঃকরণে ধর্ম্মস্বরূপ সুধারস সঞ্চার করেন। তাঁহারদের সহিত সহবাসে যাহার অত্যন্ত অনুরাগ ও পরম পরিতোষ জন্মে, এবং আপনার অন্তঃকরণকে সর্ব্বদা প্রসন্ন ও পবিত্র রাখিতে যাহার একান্ত প্রতিজ্ঞা থাকে, এমত ব্যক্তিই অধর্ম্মকে দুর্গন্ধবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগে অধিকারী হইতে পারে। পরম রমণীয় পুষ্পোদ্যান-স্থিত বিশুদ্ধ বায়ু-সেবিত পরিপাটী গৃহমধ্যে অবস্থিতি করা যাঁহার সতত অভ্যাস, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, প্রাকারবদ্ধ, অপরিচ্ছন্ন স্থানে বাস করিতে অবশ্যই তাঁহার [illegible] যে ব্যক্তি

আত্ম-প্রসাদ ও সাধুসঙ্গ অমূল্য সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া তদর্থে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকেন, এবং তাহা লাভ করিয়া পরম পবিত্র আনন্দ অনুভব করেন; সে ব্যক্তি উপস্থিত দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে অন্যান্য অপেক্ষায় অধিক সমর্থ তাহার সন্দেহ নাই। অতএব আপনাকে অধর্ম্মের আক্রমণ হইতে রক্ষা করণার্থে আত্ম-প্রসাদ ও সাধুসঙ্গ লাভে নিয়ত যত্নবান্ থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

আত্ম সুখ চেষ্টা করা আর এক আত্ম-বিষয়ক কর্ত্তব্য। যে স্থলে আপনার সুখ সৌভাগ্য সাধন করা অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিরোধি না হয়, সে স্থলে তাহার চেষ্টা করা কোন ক্রমেই গর্হিত নহে। যদি সকলেই স্ব স্ব সুখ চেষ্টায় অযত্ন ও অবহেলা করে, তবে সকলেই বিবিধ সুখে বঞ্চিত ও নানা দুঃখে আকীর্ণ হইয়া সংসার-ধাম কেবল নিরানন্দ দুঃখধাম হইয়া উঠে। অতএব, পরোপকার যেরূপ পুণ্য কর্ম্ম, ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন পূর্ব্বক আত্ম সুখ সাধন করাও সেইরূপ এক কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই।

যথা নিয়মে শরীর ও মনের চালনাই সুখের মূল। আমারদের প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যেক মনোবৃত্তি সুখ-রত্নের এক এক আকর স্বরূপ। করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে তাহারদিগকে চালনা করিলেই, আন্তরিক সুখ ও সাংসারিক উপকার উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরমেশ্বর মনুষ্যের শরীর ও অন্তঃকরণে যে সমস্ত পরম শুভকরী শক্তি ও বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সমুদায় বাহ্য বিষয়ও তাহারদের সম্পূর্ণ উপযোগি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সকল বিষয়ে তাহারদিগকে নিয়োজন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শরীর-সঞ্চালনের বিবরণ শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানের প্রসঙ্গ মধ্যে লিখিত হইয়াছে, এবং প্রধান প্রধান বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক জ্ঞানামৃত পান ও ধর্ম্ম-রূপ অমূল্য ধন লাভ যে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় বিশুদ্ধ সুখের সমুৎপাদক, তাহাও ইতি পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-বৃত্তি ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-জনিত বিহিত সুখেও আমারদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জগদীশ্বর জগতের কোন পদার্থ নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। আমরা ঐ সমস্ত বৃত্তিকে পরিচালিত ও চরিতার্থ করিয়া সুখসৌভাগ্য লাভ করিব, এই অভিপ্রায়েই তিনি তাহারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এক এক ইন্দ্রিয় ও এক এক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে অপর্য্যাপ্ত সুখের আধার করিয়াছেন। বসন্ত কালে যখন পৃথিবী নানা রূপে পরিপূরিত হইয়া পরম রমণীয় পুষ্প-পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে, এবং পুষ্প-ভারাবনত তরু-শাখা সকল সুমন্দ মারুত হিল্লোলে কম্পিত হইয়া অবিশ্রান্ত কুসুম বর্ষণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করে, ও বৃক্ষ শাখারূঢ় বিহঙ্গম সকল মুহুর্মুহু শাখা পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক মধুর স্বরে মনের সুখে গান করত পথিকের মন হরণ করে, তখন যাহার নেত্র উন্মীলন করিবার সামর্থ্য আছে, এবং শ্রবণেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্ববশ আছে, তাহার অন্তঃকরণ সুধামৃত-রসে অভিষিক্ত না হইয়া, কতক্ষণ শান্ত থাকিতে পারে। ন্যায়ানুগত থাকিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক ধন, মান, যশ উপার্জ্জন করা অশেষ সুখের বিষয়। অতএব এই সমস্ত বৃত্তিকে বিহিত বিষয়ে নিয়োজন পূর্ব্বক সুখ সৌভাগ্য লাভ করা কোন রূপেই গর্হিত নহে; প্রত্যুত আত্ম সুখ সম্পদ্ লাভ অন্যান্য গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনের বিরোধী না হইলে তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বদা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশীভূত রাখা অত্যাবশ্যক; নতুবা মোহকূপে পতিত হইয়া পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়।

কোন কোন উপাসক-সম্প্রদায় সর্ব্ব প্রকার ইন্দ্রিয়-সুখ বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন, কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকে ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ সাধনকে ইন্দ্রিয়-সংযম জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়-দ্বার রোধ করিবার চেষ্টা করে-

রেন, কেহ কেহ বা শরীর শুষ্ক ও ক্লিষ্ট করাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্যের যেরূপ স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এই সমস্ত মত নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক বোধ হয়। দয়াসাগর বিশ্ব-বিধাতা দয়া করিয়া আমারদিগকে যে সমস্ত সুখ সম্ভোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার ও উপভোগ করা কর্ত্তব্য। আর সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎসমুদায় পরিত্যাগের চেষ্টা করিলে, তাঁহার অপার কারুণ্য স্বরূপে অবহেলা করা হয়, এবং তজ্জন্য তাঁহার সমীপে অপরাধী থাকিয়া বিবিধ সুখে বঞ্চিত হইতে হয়।

উপস্থিত প্রস্তাব সমাপন করিবার পূর্ব্বে আর একটি বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইতেছে। সুখ-স্বস্তি যেমন দুর্লভ পদার্থ, উদ্বেগ ও বিরক্তি তেমনি ক্লেশকর। মনের শান্তি ব্যতিরেকে ধন, মান, সম্ভ্রম সকলই বৃথা; কিছুতেই সুখী হওয়া যায় না। অনেকে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিয়াই পরমায়ু ক্ষেপণ করে। কত শত ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্যবান্ ও প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াও নিয়ত এরূপ উৎকণ্ঠিত ও উদ্ব্যস্ত, যে কিছুতেই তাহারদের স্বস্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কাহারও বা কোন দুরাশা পূর্ণ না হওয়াতে অবিরতই অসুখ ও উৎকণ্ঠা। কেহ বা কোন অসিদ্ধ সঙ্কল্প অথবা কোন পূর্ব্বাচরিত ভ্রান্তি-মূলক ক্ষতি জনক ব্যাপার স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা সন্তাপিত। কেহ কেহ এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষ, যে কিছুতেই তৃপ্ত নহে। তাহারদের যত অর্থ লাভ ও যত পদ বৃদ্ধি হইতে থাকে, লালসা রূপ অগ্নি-শিখা ততই প্রজ্বলিত হইয়া তাহারদিগকে নানা প্রকার উৎপাতে পাতিত করে। অনেকের শুভাশুভ দিন, ক্ষণ, লগ্ন ঘটিত কুসংস্কারই বা কত অসুখের কারণ। কোন কোন ব্যক্তি এ প্রকার সন্দিগ্ধ, মৎসর ও অসন্তুষ্ট-স্বভাব, যে কোন রূপেই তাহারদের সুখি হইবার উপায় নাই। তাহারা অধিক শীত বা অধিক গ্রীষ্ম হইলেও মহা ক্ষুণ্ণ, অধিক বৃষ্টি বা অধিক রৌদ্র হইলেও মহা দুঃখি, বায়ু প্রবাহ কিঞ্চিৎ প্রবল হইলেও অত্যন্ত বিরক্ত। তাহারদের অসন্তোষ রোগের প্রতীকার হওয়া দুর্ঘট।

অনেকের স্বভাব-দোষ এরূপ উদ্বেগ ও অস্বস্তির এক প্রধান কারণ বটে, কিন্তু বিবেচনা ও অভ্যাস দ্বারা অনেক হ্রাস করা যায়, তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল ক্লেশ কেবল কুসংস্কার-মূলক, জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়া কুসংস্কার বিমোচন হইলেই তাহা দূর হইতে পারে। আর সন্তোষ সমস্ত অনর্থক উদ্বেগের মহৌষধ স্বরূপ। সন্তোষ অপেক্ষায় সুখজনক এবং অসন্তোষ অপেক্ষায় দুঃখজনক আর কিছুই নাই। মনুষ্য সকল অবস্থাতেই সন্তোষ রূপ স্পর্শমণি দ্বারা সুখ স্বরূপ স্বর্ণ লাভে সমর্থ হইতে পারেন। কিন্তু অতিশয় অপকৃষ্ট অবস্থাতে অবস্থিত হইলেও যে দুঃখ শান্তির চেষ্টা না করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে চিরকাল কষ্ট স্বীকার করিবে এমত নহে। যে অবস্থায় থাকিলে অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ বশতঃ শরীর শীর্ণ হয়, অপরিষ্কৃত, অপরিশুষ্ক, সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করাতে শারীরিক স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, এবং পরিবারের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে সঙ্গতি অভাবে রীতিমত চিকিৎসা করাইতে এবং পুত্র ও কন্যাদিগকে উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা করাইতে অসমর্থ হইতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া এই সমস্ত ক্লেশ নিবারণ করিবার নিমিত্তে যত্ন না করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে নানা মতে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কদাপি তাঁহার অভিপ্রেত নয়, অতএব কোন মতেই উচিত নহে। সন্তোষের যথার্থ লক্ষণ এরূপ নয়। আপন আপন উপায় ও ক্ষমতানুসারে ন্যায়ানুগত চেষ্টা দ্বারা যত দূর উৎকৃষ্ট অবস্থা হইতে পারে, তাহাতেই তৃপ্ত হওয়া, এবং যে সকল অনিষ্ট ঘটনা নিবারণ করিবার সাধ্য নাই, তাহাতে ব্যাকুলিত না হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্থির ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই যথার্থ সন্তোষ। [illegible] সন্তোষ [illegible]

পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের অপার কারুণ্য স্বরূপে দৃঢ়তর বিশ্বাস এ প্রকার সন্তোষের মূল। তিনি বিশ্ব পালনার্থে কতকগুলি কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন; আমারদিগকে সেই সমস্ত নিয়ম পালন পূর্ব্বক বিহিত সুখ সম্ভোগে অধিকারি করিয়াছেন; সেই সকল নিয়ম পালন করিলে পুরস্কার ও লঙ্ঘন করিলে শাস্তি প্রদান করেন; বায়ুপ্রবাহই প্রবল হউক, আর রৌদ্র ও বৃষ্টিরই আধিক্য হউক, তাঁহার নিয়মানুগত যে সমস্ত বিষয় আপাততঃ ক্লেশজনক বোধ হয়, তাহা কোন ভাবি শুভ সাধনার্থে নিঃসন্দেহ সংঘটিত হইয়া থাকে; পরমেশ্বর বিশ্ব-রাজ্যের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে বস্তু বিশেষকে যে প্রবল পরাক্রম প্রদান করিয়াছেন, তাহার আধিক্য প্রযুক্তই হউক, কিম্বা আপনারদের কর্ম্ম-দোষেই হউক, কোন বিপদ্ বা ক্লেশের বিষয় উপস্থিত হইলে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্থির চিত্তে তাহার প্রতীকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, ব্যাকুল হওয়া কোন মতেই উচিত নহে; রাজকীয় কার্য্যই হউক, গার্হস্থ্য ধর্ম্মই হউক, আর আত্ম বিষয়ই হউক, কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে সাধ্যানুসারে যথা বিধি যত্ন করিয়াও যদি কৃতকার্য্য না হওয়া যায়, তবে অনিবার্য্য অনিষ্ট ঘটনা নিবারণ করা আমারদের সাধ্যাতীত ও যথা সাধ্য চেষ্টা করা মাত্র আমারদের আয়ত্ত ও কর্ত্তব্য জানিয়া অনুদ্বিগ্ন ও অনাকুলিত চিত্তে কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর থাকা উচিত; এই সমস্ত শুভ তত্ত্বে অবিচলিত বিশ্বাস রাখিয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলে, অব্যাকুল হৃদয়ে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক সন্তোষ রূপ সুধা রস পানে অধিকারী হওয়া যায়।

বৃক্ষ লতাদির উৎপত্তির নিয়ম

আমরা অকস্মাৎ কোন অভিনব বস্তু দৃষ্টি করিলেই আশ্চর্য্য বোধ করি, কিন্তু সর্ব্বদা আমারদের দৃষ্টিগোচরে যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, তদ্বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করি না। বৃক্ষেতে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে এবং দিন কয়েকের মধ্যেই তাহা হইতে ফল উৎপন্ন হইতেছে ইহা সকলে সচরাচর দেখিয়া থাকেন, কিন্তু অনেকেই তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করেন না; যেমন স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সংযোগ দ্বারা পশু পক্ষ্যাদি প্রাণিদিগের সন্তান উৎপন্ন হয়, বৃক্ষাদির উৎপত্তির নিয়মও তদনুরূপ। তদ্বিষয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, সকলে চমৎকৃত হইবেন।

পুষ্পের পাপড়ি কাহাকে বলে, সকলেই জানে; সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম দল। চতুর্দ্দিকে পাপড়ি, তাহার মধ্যস্থলে যে কতক গুলি সরু সরু সূত্র থাকে, তাহাকে কেশর কহে। তন্মধ্যে যে সূত্র গাছি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, তাহার নাম গর্ভকেশর। এস্থলে একটি পুষ্পের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল।
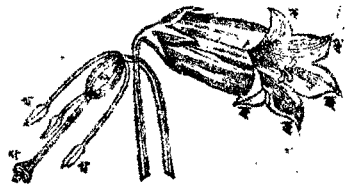
ক, ক, ক, ক, ক, ইহার পাপড়ি; খ, খ, ইহার কেশর; গ ইহার গর্ভকেশর; আর ঘ ইহার বীজকোষ, যাহাতে বীজ থাকে। স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত পুষ্পের পাপড়ি ও কেশরাদি পৃথক্ পৃথক্ চিত্রিত করা হইয়াছে।

বীজকোষে যে বীজ থাকে, প্রথমে তাহার উৎপাদিকা শক্তি থাকে না। কেশরের শিরোভাগে যে ধূলির ন্যায় এক প্রকার গুঁড় গুঁড় পদার্থ থাকে, যাহাকে পুষ্পরেণু কহে, তাহাই গর্ভকেশরের শিরোভাগে পতিত হইয়া বীজকোষের বীজ সমুদায়কে উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কেশরকে পুরুষ স্বরূপ এবং গর্ভকেশরকে স্ত্রী স্বরূপ কহিতে হয়। কেশরে যেমন রেণু থাকে, গর্ভকে-

শরের শিরোভাগে সেইরূপ এক প্রকার দ্রব পদার্থ থাকে।

অনেক স্থলেই এই প্রকার দৃষ্টি করা যায়, যে যে পুষ্পের কেশর ছোট, আর গর্ব্ভকেশর বড়, তাহা পৃথিবীর দিকে অধোমুখ হইয়া থাকে। এবং যে পুষ্পের কেশর বড়, গর্ব্ভকেশর ছোট, তাহা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া থাকে। অতএব, তাহা হইলে গর্ব্ভকেশরের শিরোভাগ কেশরের শিরোভাগ অপেক্ষায় নীচে থাকে, সুতরাং কেশরস্থ রেণু অনায়াসে গর্ব্ভকেশরে পতিত হইয়া বীজের উৎপত্তি শক্তি সম্পাদন করিতে পারে। [illegible] অনেক প্রকার আশ্চর্য্য কৌশল দৃষ্টি গোচর থাকে, তন্মধ্যে ইহাকে এক প্রধান কৌশল বলিয়া গণ্য করিতে [illegible]।

সকল পুষ্পেই যে কেশর গর্ব্ভকেশর উভয়ই থাকে, এমত নহে। কতক গুলি পুষ্প আছে, তাহাতে কেবল কেশর থাকে, আর কতক গুলি পুষ্পেতে কেবল গর্ব্ভকেশর থাকে। এক পুষ্পের কেশরের রেণু অন্য পুষ্পের গর্ব্ভকেশরে পতিত হইয়া ফল উৎপাদন করে। পরমেশ্বর এ বিষয় সম্পাদনার্থে আশ্চর্য্য কৌশল করিয়া রাখিয়াছেন। পুষ্পরেণু এরূপ লঘু, যে বায়ু দ্বারা অনায়াসে এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে সঞ্চারিত হয়। আর পুষ্পে মধু থাকাতে, মক্ষিকারা তাহা পান করিতে আইসে। যখন তাহারা কোন কেশর বিশিষ্ট পুষ্পে [illegible] করে, তখন তাহার রেণু তাহাদের গাত্রে লিপ্ত হইয়া যায়। অনন্তর, যে পুষ্পে কেবল গর্ব্ভকেশর আছে, তাহাতে গমন করিলেই, তাহাদের গাত্রস্থ রেণু গর্ব্ভকেশরে পতিত হইয়া ফল উৎপাদন করে।

এই প্রকারে যে বীজ পরিপক্ব হয়, তাহা মৃত্তিকাস্থ হইয়া আবশ্যক মত বায়ু, জল ও [illegible] প্রাপ্ত হইলেই অঙ্কুরিত হয়। প্রথমে [illegible] স্ফীত হইয়া উঠে, পরে, বীজের যে স্থানকে 'চোক' বলে, সেই স্থান বিদীর্ণ হইয়া সূত্রের ন্যায় একটি অঙ্কুর বাহির হয়। [illegible] অবস্থায় সেই অঙ্কুর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ মৃত্তিকার মধ্যে গিয়া মূল হয়, আর এক ভাগ ঊর্দ্ধগামী হইয়া কাণ্ড, শাখাদিরূপে পরিণত হয়। এ স্থলে একটি অঙ্কুরিত বীজের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। এই বীজ বিদীর্ণ হইয়া ক, খ, চিহ্নিত দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে যে বৃক্ষ, লতা, বা তৃণ উৎপন্ন হইতেছে, গ, তাহার মূল, এবং ঘ, তাহার কাণ্ড।

সকল বীজের অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে সমান কাল আবশ্যক করে না। সর্ষপের অঙ্কুর এক দিবসেই উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু গোলাপের বীজ অঙ্কুরিত হইতে ন্যূনাধিক দুই বৎসর আবশ্যক করে।

পরিপক্ব বীজের উৎপাদিকা শক্তি অল্পে নষ্ট হয় না। ২০০০। ৩০০০ বৎসরের পুরাতন বীজও অঙ্কুরিত হইতে দেখা গিয়াছে। মিশর দেশের কোন সমাধিক্ষেত্রে ৩০০০ বৎসরের একটা পলাণ্ডু প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে উত্তম পলাণ্ডু বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল। এ প্রকার কত ফল আছে, যে অতি প্রখর তেজেও তাহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করিতে পারে না।

কতক গুলি উদ্ভিজ্জের পুষ্প হয় না, সুতরাং তাহাদের উৎপত্তির নিয়ম এরূপ নহে। তাহাদের মূল, পত্র, অথবা অন্য কোন স্থানে এক প্রকার [illegible] ক্ষুদ্র অঙ্কুরবৎ পদার্থ থাকে, তাহা হইতে বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়।

পদার্থবিদ্যা

বিরুদ্ধগতি

পূর্ব্বে ফল ও জল পতনাদির যে কয়েক উদাহরণ প্রদর্শন করা গিয়াছে, তাহা সরলগতির দৃষ্টান্ত, সমকালিক নহে। [illegible] দ্বারা পৃথিবীর [illegible] দেখ, পতিত হইয়া [illegible] কোন

বস্তু অন্য কোন বস্তুকে এক বার মাত্র আকর্ষণ বা সঞ্চালন করিয়াই নিরস্ত হয়, তবে তাহা সমান বেগে চলে, কিন্তু যদি নিরস্ত না হইয়া ক্রমাগত আকর্ষণ বা সঞ্চালন করিতে থাকে, তবে তাহার বেগ ক্রমাগতই বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণানুসারে যখন জল, ফল ও পুস্তক পতিত হয়, তখন পৃথিবী তাহারদিগকে ক্রমাগত আকর্ষণ করিতে থাকে, এ কারণ ক্রমাগতই তাহারদের বেগ বৃদ্ধি হয়। এইরূপ যে গতির অবিরত বেগ বৃদ্ধি হয়, তাহাকে বিবৃদ্ধ গতি বলে। যদি পৃথিবী পূর্ব্বোক্ত ফল, জল বা পুস্তককে একবার মাত্র আকর্ষণ করিয়া নিরস্ত থাকিত, তথাপি তাহারা ক্রমাগত সমান বেগে পতিত হইত; ইহাতে যখন পৃথিবী তাহারদিগকে অনবরত আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন যে তাহারদের বেগ ক্রমাগত বৃদ্ধি হয়, ইহা না দেখিলেও অনায়াসে বিশ্বাস হইতে পারে।

বজ্রাঘাতে পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন হইলে প্রথমে অল্পে অল্পে পতিত হইতে থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে তাহার বেগ এ প্রকার প্রবল হয়, যে আর কিছুতেই তাহার গতি রোধ করিতে পারে না।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, উচ্চ দেশ হইতে জল পতিত হইবার সময়ে একটি স্রোতের ন্যায় হইয়া পড়ে। সেই স্রোতের উপরিভাগ প্রশস্ত, আর যত নিম্ন ততই সরু। ইহার কারণ, জল যখন পড়িতে আরম্ভ হয়, তখন তাহার তাদৃশ দ্রুত বেগ থাকে না, পরে যত নীচে আইসে, তত বেগ বৃদ্ধি হয়। ইহাতে প্রথমে যে প্রমাণ জল যে সময়ে ১১ হাত পড়ে, তৎ পরেই সেই প্রমাণ জল সেই সময়ে ৩৩ হাত পতিত হয়। সুতরাং প্রথমে [illegible] হইয়া দীর্ঘে অধিক হয়; দীর্ঘে অধিক হইলেই ক্রমশঃ সরু হয়।

নায়েগেরা নদীর [illegible] জলপ্রপাতের অতিপ্রশস্ত জলরাশি [illegible] অল্প অল্প চলিতে আরম্ভ করে, পরে ক্রমে ক্রমে নিম্নগামী হইয়া [illegible] তত সরু হইতে [illegible]।

জলের ন্যায় অন্যান্য দ্রব দ্রব্যও এই প্রকার। এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে দুগ্ধ অথবা ইক্ষুরস ঢালিলে, তাহা প্রবাহ হইয়া পড়ে, সেই প্রবাহের উপরিভাগ স্থূল, এবং অধোভাগ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম।

তক্তপোষের উপর হইতে লম্ফ দিয়া অনায়াসে ভূতলে অবতরণ করা যায়। উচ্চ খট্টাঙ্গের উপর হইতে লম্ফ প্রদান করিলে ধাক্কা লাগে। ছাদের উপর হইতে পড়িলে হস্ত পদাদি ভগ্ন হইতে পারে। আর বেলুন হইতে পতিত হইলে শরীর চূর্ণ হইয়া যায়। কেবল বেগের ইতর বিশেষই ইহার কারণ। অধিক উচ্চ হইতে পতিত হইলে বেগ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং হস্ত পদাদি অধিক তেজে আহত হয়। কোন দ্রব্য পিটিবার সময়ে হস্তের বল এবং পৃথিবীর আকর্ষণ উভয়েই কর্ম্ম করে। কর্ম্মকারেরা অধিক দূরে মুদ্গর উত্তোলন করিয়া লৌহাদিকে আঘাত করে, কারণ অধিক দূর হইতে মুদ্গর পতিত হইলে, হস্তের বলে ও পৃথিবীর আকর্ষণে তাহার বেগ বৃদ্ধি হইয়া সতেজে ঘা পড়ে।

ধনুক হইতে শর নিক্ষেপ করিবার সময়ে ধনুকের জ্যা কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত শরের সহিত লগ্ন থাকিয়া তাহাকে প্রক্ষেপ করে। ইহাতে, শরের বেগ অত্যন্ত প্রবল হয়।

বন্দুক ও কামান হইতে যে গুলি গোলা নিক্ষিপ্ত হয়, তাহারও গতি বিবৃদ্ধ গতি। বন্দুক ও কামানের নলের ভিতরে অগ্রে বারুদ পুরিয়া তাহার উপর গুলি গোলা স্থাপন করিতে হয়, অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ শূন্য থাকে। ইহাতে, সেই বারুদ অগ্নিসংযুক্ত হইলে নলের প্রান্ত পর্য্যন্ত গুলি ও গোলার সঙ্গে থাকিয়া তাহারদিগকে ক্রমাগত সতেজে চালনা করিতে থাকে। এই নিমিত্ত যে সকল বন্দুক ও কামান অধিক দীর্ঘ, তাহা হইতে অধিক তেজে গুলি গোলা নিক্ষিপ্ত হয়।

কোন কোন ইতর জন্তু বিবৃদ্ধ গতির নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। মেষ, বৃষ, ও ছাগ যুদ্ধ করিবার সময়ে এক এক বার [illegible] হটে, পরে দূর হইতে

দুরবেগে পতিত হইয়া প্রহার করে; কারণ তাহাতে শরীরের বেগ বৃদ্ধি হইয়া অধিক তেজে আঘাত করিতে পারে। কোন কোন পক্ষী শম্বুকাদি ভক্ষ্য বস্তু মুখে করিয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, এবং তথা হইতে প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করে; কারণ তাহা হইলে, ঐ শম্বুকাদি প্রস্তরোপরি অধিক তেজে আহত হইয়া ভগ্ন হইয়া যায়।

কোন কোন বস্তু উচ্চ স্থান হইতে পৃথিবীতে পতিত হইবার সময়ে যে তাহার বেগ বৃদ্ধি হয়, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সেই বেগ নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই নিয়ম টি জানিলে, কোন্ দ্রব্য কত উচ্চ হইতে পতিত হয়, তাহা পরিমাণ না করিয়াও অনায়াসে বলিতে পারা যায়। পণ্ডিতেরা সেই নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন। কোন বস্তু উচ্চ হইতে পতিত হইবার সময়ে এক সেকণ্ড কালে, অর্থাৎ ২॥* অনুপলে ১৬ ফুট পড়ে। পৃথিবী যদি এক বার মাত্র ঐ বস্তু আকর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিত, তবে তাহা এই নিয়মানুসারেই নিয়ত পতিত হইত। কিন্তু পৃথিবী তাহাকে ক্রমাগত আকর্ষণ করিতে থাকে, এ কারণ ঐ ১৬ ফুট পড়িতে পড়িতে তাহার বেগ এত বৃদ্ধি হইয়া আইসে, যে দ্বিতীয় সেকণ্ডে ৪৮ ফুট পতিত হয়। এইরূপে তৃতীয় সেকণ্ডে ৮০ ফুট, চতুর্থ সেকণ্ডে ১১২ ফুট, পঞ্চম সেকণ্ডে ১৪৪ ফুট ইত্যাদি। এই ১৬, ৪৮, ৮০, ১১২, ও ১৪৪ একত্র যোগ করিলে ৪০০ ফুট হয়। অতএব, যদি ঘড়ি ধরিয়া দেখা যায়, যে এক খান প্রস্তর পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে ৫ সেকণ্ড প্রমাণ কালে ভূতলে পতিত হইল, তবে অনায়াসেই বলিতে পারা যায়, ঐ পর্ব্বত ৪০০ ফুট উচ্চ। ইহার একটি সুন্দর সঙ্কেতও আছে, তাহা সকলের স্মরণ রাখা উচিত। পড়িতে যত সেকণ্ড লাগে, তাহার তত গুণ করিয়া পুনর্ব্বার ১৬ দিয়া পূরণ করিতে হয়। ইহাতে যত অঙ্ক প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে স্থান তত ফুট উচ্চ। যদি কোন গভীর কূপের উপর হইতে তাহার জলে লোষ্ট্র পতিত হইতে দুই সেকণ্ড লাগে, তবে সে কূপ ৬৪ ফুট গভীর। কারণ দুয়ের দুই গুণ করিলে ৪ হয়, সেই ৪ কে পুনর্ব্বার ১৬ দিয়া পূরণ করিলে ৬৪ হয়। কোন কীর্ত্তিস্তম্ভের উপর হইতে ইষ্টক পতিত হইতে যদি ৩ সেকণ্ড লাগে, তবে সে কীর্ত্তিস্তম্ভ ১৪৪ ফুট উচ্চ। কারণ, তিনকে তিন গুণ করিলে ৯ হয় এবং সেই ৯ কে ১৬ দিয়া পূরণ করিলে ১৪৪ হয়। পূর্ব্বোক্ত নিয়মের বিষয় অধ্যয়ন করিবামাত্র সকলের মনেই এরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, যে সকল বস্তু কিছু এক সময়ে পতিত হয় না, কোন বস্তু শীঘ্র, কোন বস্তু বা বিলম্বে পতিত হয়। তবে সকল বস্তুর পতন বিষয়ে কি রূপে এক রূপ নিয়ম থাকা সম্ভব হইতে পারে? কি কারণে এক দ্রব্য অপেক্ষায় অন্য দ্রব্য শীঘ্র বা বিলম্বে পতিত হয়, তাহা জানিলেই ঐ বিষয়ের মীমাংসা হইবেক।

পৃথিবী নিকটস্থ প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যেক পরমাণুকে আকর্ষণ করে; সুতরাং যে দ্রব্যে যত পরমাণু থাকে, তাহাকে তত আকর্ষণ করিয়া থাকে। এক সের প্রস্তরকে যত শক্তি সহকারে আকর্ষণ করে, দশ সের প্রস্তরকে তাহার দশ গুণ শক্তি সহকারে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এ দিকেও, বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, যদি কাহারও দশ হস্ত অন্তরে দুটি বস্তু থাকে, একটি এক সের, আর একটি দশ সের, আর যদি এক সময়েই উভয় বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া আপনার নিকট আনিতে হয়, তবে এক সের পরিমিত বস্তুকে আকর্ষণ করিতে যত বল আবশ্যক, দশ সের পরিমিত বস্তুকে আকর্ষণ করিতে তাহার দশ গুণ বল আবশ্যক করে। অতএব, সকল বস্তুকে সমান উচ্চ হইতে এক সময়ে ভূতলে আনিতে হইলে, যাহাকে যত বলে আকর্ষণ করা আবশ্যক, পৃথিবী তাহাকে তত বলে আকর্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং গুরু লঘু সকল দ্রব্যই, সমান উচ্চ হইতে এক সময়ে পতিত হইলে, এক সময়েই ভূতল স্পর্শ করিবে তাহার সন্দেহ কি।

তবে যে কোন বস্তু শীঘ্র, কোন বস্তু বা বিলম্বে পতিত হইতে দেখা যায়, তাহার

* ২॥ অনুপলে ইংরেজি ১ সেকণ্ড।

কারণ এই যে যদি প্রতিবন্ধক না পায়, তবে সকল বস্তুই এক সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সমুদায় পতমান বস্তু সর্ব্বদাই প্রতিবন্ধক পায় এবং এই নিমিত্তই তাহারদের পতনের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। ভূমণ্ডল চতুর্দ্দিকে বায়ু-রাশিতে পরিবেষ্টিত, অতএব যত বস্তু তাহার মধ্য দিয়া পতিত হয়, সকলকেই বায়ু ভেদ করিয়া পতিত হইতে হয়, সুতরাং বায়ু তাহাদের পতনের প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই জন্মায়। যে বস্তুর যেমন আয়তন, বায়ু তাহার তদনুযায়ি প্রতিরোধ করে। যাহার অধিক আয়তন, তাহার অধিক প্রতিরোধ করে, এবং যাহার অল্প আয়তন, তাহার অল্প প্রতিরোধ করে। যে বস্তু অধিক প্রতিবন্ধ পায়, তাহার পতিত হইতে অধিক সময় লাগে, এবং যে বস্তু অল্প প্রতিবন্ধক পায়, সে তদপেক্ষা অল্প সময়ে আসিয়া ভূতল স্পর্শ করে। কোন উচ্চ স্থান হইতে একটা স্বর্ণ-পিণ্ড নিক্ষেপ করিলে, যতক্ষণে আসিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়, তাহাতে অতি সূক্ষ্ম পাত নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিয়া দিলে, তদপেক্ষা বহু বিলম্বে পতিত হয়। কারণ, পিণ্ড অপেক্ষা পাতের আয়তন অধিক, সুতরাং বায়ু পাতের অধিক প্রতিবন্ধকতা জন্মায়, ইহাতেই তাহার পতিত হইতে বিলম্ব হয়।
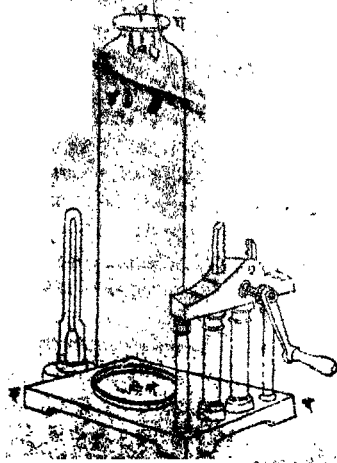
যদি বাতনির্য্যান যন্ত্র দ্বারা, কোন স্থান বায়ু-শূন্য করিয়া তাহাতে একটি লঘু আর একটি গুরু দ্রব্য নিক্ষেপ করা যায়, তবে দুইটিই এক সময়ে পতিত হয়। পদার্থ-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা এইরূপ বায়ুশূন্য স্থানে স্বর্ণ মুদ্রা ও পালক ফেলিয়া দেখিয়াছেন, উভয়েই এক সময়ে পতিত হয়। এই ক খ চিহ্নিত ক্ষেত্র বাতনির্য্যান যন্ত্রের প্রতিরূপ; গ ঘ একটি কাচ পাত্র, উহার মধ্য হইতে বায়ু নির্গত করা হইয়াছে; চ একটি স্বর্ণমুদ্রা, আর ছ একটি পালক, উভয়েই সমান বেগে পড়িতেছে।

পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা গিয়াছে, যে বস্তুতে যত পরমাণু থাকে, সে বস্তু তত বলে অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে, সুতরাং তাহার নিকটবর্ত্তি বস্তু সমুদায় তত বেগে পতিত হয়। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি অধিক, এ কারণ পৃথিবীর নিকটস্থ কোন বস্তু যে সময়ে ১৬ ফুট মাত্র পড়ে, সূর্য্যের নিকটস্থ বস্তু সে সময়ে ৪৩৩ ফুট পতিত হয়। ভূপৃষ্ঠে যে বস্তু এক সের ভারী, সূর্য্যমণ্ডলে তাহা ন্যূনাধিক ২৭ সাতাইশ সের ভারী, এবং বৃহস্পতি গ্রহে তাহা দুই সের চারি ছটাক, আর চন্দ্রমণ্ডলে তিন ছটাক এক তোলা মাত্র।

সংবাদ

পরম আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, যে প্রায় তিন মাস হইল শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মধর্ম্মোৎসাহি মহাশয় ব্যক্তি দ্বারা ভবানীপুরে এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। তথায় প্রতি সোমবার সায়ংকালে সমাজ হইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা ও গীতাদি হইয়া থাকে, এবং তৎকালে ৫০।৬০ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। সমাজের কার্য্য-প্রণালী দিন দিন উন্নত হইতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে পরিশোধিত হইয়া আরও উন্নত হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে সমাজের অধ্যক্ষেরা সমাজের নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত করিতে

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মনীতি

১১১ সংখ্যক পত্রিকার ৭১ পৃষ্ঠার পর

আত্মবিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে অন্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহার বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। যেমন ঘটিকা যন্ত্রের প্রত্যেক চক্র পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়াও পরস্পর দৃঢ়রূপ সম্বদ্ধ থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াও পরস্পর নানা প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। এই কোলাহলপরিপূর্ণ জনাকীর্ণ জনসমাজ একটি সুশৃঙ্খলা-সম্পন্ন পরম রমণীয় যন্ত্র স্বরূপ, প্রত্যেক মনুষ্য তাহার এক এক চক্র স্বরূপ, সেই মানব-রূপ চক্র সমুদায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকিয়া কার্য্য করে, কদাপি স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না।

পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করা মধুমক্ষিকার স্বভাব। ইহাতে, যদি এক একটি মধুমক্ষিকা এক একটি, প্রশস্ত পুষ্পোদ্যানে স্থাপিত হয় এবং পরস্পর সাক্ষাৎ করিতে না পারে, তাহা হইলে অপর্য্যাপ্ত আহার দ্রব্য প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর তাহারদিগকে যেরূপ সুখ সম্ভোগ ও কার্য্য সম্পাদনের ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহা সাধন করিতে না পারিয়া অবশ্যই অসুখে কাল যাপন করিবে। মনুষ্যের বিষয়ও ঠিক সেইরূপ। জগৎপাতা জগদীশ্বর আমারদিগকে ভক্তি, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি যে সমস্ত মনোরম মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার স্বভাবাদি বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চিত জানিতে পারা যায়, সমাজ বদ্ধ হইয়া গ্রাম ও নগর মধ্যে একত্র বাস করাই মনুষ্যের পক্ষে শ্রেয়স্কল্প, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র অবস্থিতি করা কোন মতেই উচিত নহে। সমাজ-বদ্ধ থাকিয়া পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, ক্রমে ক্রমে তদ্বিষয়ের বিচার করা যাইবেক। তন্মধ্যে প্রথমে গৃহ-ধর্ম্মের বিষয় বিবেচনা করিতে আরম্ভ করা গেল।

কাম, অপত্যস্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা এই তিন প্রবল প্রবৃত্তি থাকাতেই, আমারদিগের গৃহি হইতে হইয়াছে। এই সমস্ত প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়া সন্তান উৎপাদন ও পরস্পর একত্র সহবাসের বাসনা হয়, এবং দাম্পত্য বন্ধন যে অত্যন্ত শুভজনক ও সুখ কারণ তাহা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হয়। অতএব যখন করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর আমারদিগকে এই সমস্ত শুভবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন আমারদিগের উদ্বাহ সূত্রে সংযুক্ত হইয়া সংসারাশ্রম প্রবেশ পূর্ব্বক তৎসংক্রান্ত নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা তাঁহার সম্পূর্ণ অ-

থেন, তাঁহারদের গুণাগুণ বিবেচনা করা তাদৃশ আবশ্যক বোধ করেন না। ইহাতে এদেশের অনেক পরিবারেই যে দম্পতির অসম্প্রীতি রূপ অগ্নি শিখায় অবিরত দগ্ধ হইতে দেখা যায়, তাহার আশ্চর্য্য কি!

"পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব, অসম-বুদ্ধি ও বিপরীত-মতাবলম্বি স্ত্রীপুরুষের পাণিগ্রহণ হইলে উভয়কেই যাবজ্জীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মানসিক ভাব ও বুদ্ধি চালনা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকাতে, কত কত দম্পতি, মহা অসুখে কাল যাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারা আপনারাই আপনারদের অপ্রণয়ের কারণ বুঝিতে পারেন না। ফলতঃ উভয়ের মানসিক বৈলক্ষণ্যই অনৈক্য ঘটনার একমাত্র কারণ। যদিও প্রথম উদ্যমে তাঁহারদের প্রণয় সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। পরম সুন্দরী ভার্য্যার কুসুম সদৃশ মনোহর সৌন্দর্য্যও অচিরাৎ অতি মলিন বোধ হয়, এবং সেই [illegible] প্রণয়ও ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

"যদি স্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও বিশ্বাস-ঘাতক হয়, আর স্ত্রী যদি সদাচারিণী, সত্যবাদিনী, ও অতিশয় ধর্ম্মভীতা হন, তবে নিজ পতিকে পুনঃপুনঃ অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তিনি সর্ব্বদাই ক্লেশানুভব ও গ্লানি প্রকাশ করেন। যে স্থলে স্বামী অর্থলাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া কোন ক্রমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আপনাকে সুখি ও চরিতার্থ বোধ করেন, আর তাঁহার চির-সহচরী ভোগাভিলাষিণী পত্নী পরম শোভাকর বেশ ভূষা ও বৈষয়িক আড়ম্বর প্রকাশার্থেই সতত ব্যাকুলা থাকে, সে স্থলে যে রূপ অসুখের সম্ভাবনা, তাহা অনেকানেক ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। ফলতঃ, বিদ্যাবান্, উদার-স্বভাব, জ্ঞানশীল পুরুষের সহিত কোন বিদ্যাহীনা, কলহপ্রিয়া, ক্ষুদ্রাশয়া রমণীর পাণিগ্রহণ হওয়া অপেক্ষা অধিক ক্লেশের বিষয়। ইহার [illegible] আর অধিক দর্শনের প্রয়োজন নাই; এদেশীয় অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই এ বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ স্থল। বিদ্যাবান্ পতি মানব জাতির [illegible] ক জ্ঞান রসের রসিক হইয়া তদ্বিষয়ের অনুশীলনেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু মূর্খ স্ত্রীর সহবাসে কোন ক্রমেই তাঁহার মনস্তুষ্টি জন্মে না, এবং স্ত্রীও পতির ভিন্ন-মতি দেখিয়া কখনই সন্তোষ প্রকাশ করেন না; স্বামী যে সকল বিষয় অলীক ও অপকারি বলিয়া জানেন, তাঁহার কুসংস্কারাবিষ্টা পত্নী তাহাই অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম বিষয়ে উভয়ের অতিশয় অনৈক্য বশতঃ একের অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় পদার্থও অন্যের উপেক্ষা ও অনাদরের আস্পদ হইয়া উঠে; এক্ষণে এদেশীয় বিদ্যাবান্ যুবক মণ্ডলীর মধ্যে এই রূপ শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, এবং অনেকেরই মনস্তাপ ও দুষ্প্রবৃত্তিরও কারণ হইয়াছে। ইহাতে, এমত যে সুশান্ত-সুখ সংসার ধাম, তাহাও বিষাদ রূপ বিষম বিষদূষিত হইয়া সর্ব্বদাই দুঃখরূপ দারুণ রোগের উৎপত্তি করে।"

দ্বিতীয় নিয়ম।— যেমন বীজ পরিপক্ক না হইলে তদুৎপন্ন বৃক্ষ সতেজ হয় না, সেইরূপ অল্প বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা না হইতে হইতে সন্তান উৎপাদন করিলে সে সন্তান তাদৃশ বল-বীর্য্য-সম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ যে সময়ে মনুষ্যের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল থাকে, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায় সম্যক্‌রূপে পরিপক্ক ও পরিশোধিত না হয়, তাহার সে সময়ের সন্তান অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বয়সের সন্তান অপেক্ষায় কোন কোন অংশে হীন হয়, তাহার সন্দেহ নাই। অনেকানেক ব্যক্তির কোন কোন কনিষ্ঠ সন্তানকে যে জ্যেষ্ঠ সন্তান অপেক্ষায় বুদ্ধিমান্ ও বীর্য্যবান্ দেখা যায়, তাহার এই এক প্রধান কারণ। অতএব, কি স্ত্রী কি পুরুষ, অল্প বয়সে বিবাহ করা কাহারও পক্ষে কর্ত্তব্য নহে।

সন্তানের স্বভাব-দোষ এই প্রবল পাপের প্রধান প্রতিফল। যেমন এক গৃহে অগ্নি লাগিলে তাহার সংস্পর্শে অন্যান্য

নিকটবর্ত্তি তৃণ ও অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হয়, সেইরূপ এই একপ্রথা দ্বারা অন্যান্য অনেক পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যে যে দেশে অ[illegible] বয়স [illegible] কন্যাদিগকে মনোনীত করিয়া [illegible] বিবাহের রীতি আছে, তথাকার অনেক [illegible] শিশু তরুণবয়স্ক [illegible] প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অযোগ্য পাত্র বা কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক চির জীবনের দুঃখ-সূত্র সঞ্চার করেন। তাঁহারা প্রিয় পতি বা প্রিয়তমা পত্নীর রূপ লাবণ্য ও হাস্য কৌতুক মধ্যে একেবারে বিমোহিত হইয়া যান, এবং তদীয় গুণাগুণ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া অগ্রে আপন বিমুগ্ধ চিত্তকে পরস্পরের প্রেম-পাশে বদ্ধ করিয়া ফেলেন। প্রথমে উভয়ের দোষ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় উক্ত স্নেহ মোহাবরণে আবৃত থাকে, কালক্রমে প্রকাশিত হইয়া উভয়কেই দগ্ধ করিতে আরম্ভ করে। এতদ্দেশীয় লোকদিগের মধ্যেও ঘটনাক্রমে কোন কোন দম্পতির যৌবন দশায় এই প্রকার অপরাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, পরে কলহরূপ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। বয়োবৃদ্ধি, বিদ্যাশিক্ষা ও বহু দর্শন দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিপক্ক ও পরিশোধিত হইয়া বিবাহ হইলে, এই সমস্ত অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা অনেক হ্রাস হয় তাহার সন্দেহ নাই।

দারিদ্র্য দশা বাল্য বিবাহের আর এক বিষময় ফল। এ দেশের ভদ্রলোকেরা সচরাচর যেরূপ তরুণ বয়সে পুত্র পৌত্রাদির বিবাহ দিয়া থাকেন, তখন তাহাদের কার্য্যক্ষম ও উপায়ক্ষম হওয়া দূরে থাকুক, বিবাহ রূপ বন্ধন বিদ্যাশিক্ষারও এক প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। তাহারা বিদ্যা ও ব্যবসায় শিক্ষার কাল পায় না; অল্প কালেই পিতৃ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তখন জ্ঞানানুশীলনই বা কোথায়, ধর্ম্মালোচনাই বা কোথায়, স্বদেশের মঙ্গল চিন্তাই বা কোথায়? জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগি ব্যবসায় শিক্ষা না করাতে পর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া সর্ব্বদাই চিন্তাকুল থাকে। কি আক্ষেপের বিষয়! পরিবার প্রতিপালনের উপায় অবধারণ না করিয়া বিবাহ করা যে কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, ইহা এ দেশের লোক এক বার স্বপ্নেও স্মরণ করেন না, এবং এই পরম শুভকর ঐশ্বরিক নিয়ম প্রতিপালন না করাতে যে পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর-সন্নিধানে অপরাধী থাকিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছেন তাহাও বিবেচনা করেন না। কিন্তু তাঁহারা ইহা বিবেচনা করুন, আর না করুন, অখিল-ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির অখণ্ড্য নিয়ম ভঙ্গের ফল কদাপি অন্যথা হইতে পারে না। তাঁহারা যাবৎ জগদীশ্বরের নিয়ম প্রণালীতে বিশ্বাস ও তদনুযায়ি ব্যবহার না করিবেন, তাবৎ তাঁহারদিগকে তন্নিবন্ধন নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। বাল্য বিবাহ যে মহাপাতক, এই সমস্ত প্রতিফল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বয়সের ভাব থাকা উচিত; অতএব তাঁহাদের বয়ঃক্রমের অধিক ন্যূনাধিক্য হওয়া বিধেয় নহে। মনুষ্যের বয়োবৃদ্ধি সহকারে শরীর ও মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে; এ নিমিত্ত সম বয়স্ক ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণের ভাব ও গতি এক রূপ হইয়া পরস্পর প্রণয় সঞ্চারের অধিক সম্ভাবনা। তাঁহারা যেমন পরস্পরের ভাব গ্রহ এবং প্রয়োজনাপ্রয়োজন আশু অনুভব করিতে পারেন, অসম বয়স্ক ব্যক্তিরা সেরূপ পারেন না। ভর্ত্তা ও ভার্য্যার বয়ঃক্রমের পরস্পর অধিক ন্যূনাধিক্য হইলে সুতরাং বয়সাভাব সমুৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এবং পিতা মাতার শরীরের অবস্থা ও মনের গতি বিভিন্ন প্রকৃতি হইলে, সন্তান কদাপি সুলক্ষণসম্পন্ন নির্দ্দোষ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না। এতদ্দেশীয় পুরুষদিগের মধ্যে আবাল বৃদ্ধ সকলেরই উদ্বাহ সংস্কার বিষয়ে অধিকার আছে, কিন্তু স্ত্রীগণের বিবাহের কাল দশম বর্ষ পর্য্যন্তই প্রশস্ত। কোন কোন বালিকা যে দশম বা একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, সেও গৌণ কল্প। [illegible] নিত্ত, ইং। ৫০ [illegible]

নবম বা দশম বর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্র-
হণ করেন, এবং তদ্দ্বারা আপনার অসুখ
ঘটনার সূত্রপাত করিয়া সন্তানের বিরুদ্ধ
স্বভাব উদ্ভাবিত করেন।

অতএব, বাল্যবিবাহ এক মহাপাপ। ভর্ত্তা
ও ভার্য্যার দারিদ্র্য, মূর্খতা ও উৎকণ্ঠা, এবং
সন্তানের দুর্ব্বলতা, নির্ব্বীর্য্যতা ও সর্ব্বাংশে
নিকৃষ্ট স্বভাব প্রাপ্তি ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল।
কিন্তু আমারদের দেশস্থ লোকের কি বি-
ষম ভ্রান্তি! তাঁহারা এই অশেষ দোষা-
কর দেশাচারকে বিধি বিহিত বিশুদ্ধ ব্য-
বহার জ্ঞান করিয়া থাকেন। যে ঘৃণাকর
কদাচার সর্ব্বনাশের হেতু স্বরূপ, তাহারা তাহা
স্বর্গ সাধন বোধ করিয়া সম্পাদন করিয়া
থাকেন। কিন্তু পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্ব-
রের শুভকর নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহার
সমুচিত শাস্তি অবশ্যই অবশ্য ভোগ ক-
রিতে হয়। এ নিমিত্ত আমরা বহু কালা-
বধি এই দুশ্ছেদ্য কুরীতি পাশে বদ্ধ থাকিয়া
যথোচিত ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি। এই কু
প্রথারূপ বিষম পাপকে এদেশ হইতে নি-
র্ব্বাসিত না করিলে আমারদের কোন ক্র-
মেই মঙ্গল নাই। এই প্রবল পাপ প্রচ
লিত থাকিলে, আমারদের সুখসৌভাগ্যের
উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, আমরা পুরুষে
পুরুষে হীনাবস্থা ও উচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হ-
ইতে থাকিব।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উদ্বাহ বিষয়ে এ প্রকার
কুৎসিত রীতি প্রচলিত ছিল না। যখন
শ্রেষ্ঠ বর্ণোদ্ভব পুরুষেরা গুরু গৃহে কেহ বা
ষট্‌ত্রিংশ, কেহ বা চব্বিশ, কেহ বা অষ্টাদশ,
কেহ বা দ্বাদশ বর্ষ বেদাধ্যয়ন করিয়া অব-
শেষে দার পরিগ্রহ করিতেন, এবং যখন
স্ত্রীদিগের স্বেচ্ছানুসারে বর গ্রহণ * এবং বি-
ধবাদিগের পুনঃ সংস্কারের প্রথা প্রচলিত
ছিল, তৎকালীন হিন্দুরা এক্ষণকার কুসংস্কা-
রাবিষ্ট ভ্রষ্টস্বভাব হিন্দুদিগের অপেক্ষায়
সদাচারি ও সৎপ্রথাবলম্বি ছিলেন তাহার
সন্দেহ নাই। যখন উদ্বাহ বিষয়ে এরূপ
অনর্থজনক অত্যুৎকৃষ্ট নিয়ম বলবৎ ছিল
না, সুতরাং তজ্জনিত দুঃখ ও যাতনায় ত-
খন ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এ-
ক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে।
ইহা ব্যক্ত করিতে লজ্জায় অধোমুখ হইতে
হয়, যে স্থান বিশেষে বর্ণ বিশেষের মধ্যে
প্রসূত শিশুর বিবাহের বিষয় কল্পিত, এ-
বং দুই তিন মাসের বালক বালিকার উদ্বাহ
সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়া থাকে।

জর্ম্মেনি দেশে এ বিষয়ে এক পরম শু-
ভকরী রীতি প্রচলিত আছে। তথায় পু-
রুষের ২৫ ও স্ত্রীলোকের ১৮ বৎসর বয়ঃক্র-
ম না হইলে পাণিগ্রহণে অধিকার হয় না,
এবং যিনি বিবাহ করিবার মানস করেন তাঁ-
হার স্ত্রী-পরিবার প্রতিপালনে সামর্থ্য ও অ-
বস্থোন্নতির আশা ভরসা আছে কি না,
শান্তিরক্ষক ও ধর্ম্মযাজকের নিকট তাহার
প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়। আমারদের
দেশেও তদনুরূপ কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত থা-
কা আবশ্যক; নতুবা কোন কালে আমার
দের শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হইবার সম্ভাবনা
নাই।

উপাসক সম্প্রদায়।

শিবনারায়ণি।

শিবনারায়ণি সম্প্রদায়িরা দাদূ ও না-
নকপন্থিদিগের ন্যায় একেশ্বরবাদি। তা-
হারা কেবল নিরাকার নির্ব্বিকার নির্গুণ পর-
মেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে। হিন্দু ও
মোসলমান দিগের শাস্ত্রে যে সকল বস্তু শ্র-
দ্ধেয় ও পূজনীয় বলিয়া উক্ত আছে, তাহার
কোন বস্তুকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা করে না।
হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত তাহারদের এই এ-
ক বিষয়ে বিভিন্নতা আছে, যে কি হিন্দু,
কি মোসলমান কি খ্রীষ্টান কোন সম্প্রদায়ি
কোন জাতীয় লোককে স্বীয় সম্প্রদায়ে নি-
বিষ্ট করিতে তাহারদের আপত্তি নাই।

তাহারদিগের দীক্ষা প্রণালী অদ্ভুত [illegible]-
[illegible] আছে। কেহ তাহারদিগের সম্প্রদায়-

*সন্তান গর্ভে থাকিতেই পিতা মাতা অন্য শিশুর পিতা
মাতাকে বলিয়া থাকেন এবার আমার কন্যা হইলে
[illegible]

বাণী শব্দাবলি, সন্তপরোয়ানা, সন্তমহিমা, সন্তসাগর ও জ্ঞানবাণী নামে একাদশ গ্রন্থ তাঁহার প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

শিবনারায়ণের চারি শিষ্য ছিল; রামনাথরাম, যুবরাজরাম, মধুনন্দনরাম, ও লক্ষ্মণরাম*। লক্ষ্মণরামের শিষ্য সদাশিবরাম হকুমনামা ও সওয়াল জবাব নামে দুই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সদাশিবরামের শিষ্য বলদিরাম কলিকাতাস্থ সন্তদিগের মহন্ত ছিলেন। লক্ষ্মণরাম এসম্প্রদায়ের এক জন প্রধান মনুষ্য, কিন্তু তিনি লোক রঞ্জনার্থে কিছু কিছু কপট ব্যবহার করিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ প্রণীত জ্ঞানবাণী ও তিন বাণী গ্রন্থে প্রতিমা পূজা ও হিন্দু শাস্ত্র সিদ্ধ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার নিষেধ আছে; একারণ লক্ষ্মণরাম তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সদাশিবরাম তিনবাণী প্রকাশ করেন এবং সংপ্রতি শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র দত্ত লক্ষ্মণরামের গ্রন্থ লেখক জ্ঞানশঙ্কর রামের নিকট জ্ঞানবাণী প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। লক্ষ্মণরাম স্বীয় সম্প্রদায়ে লোক-সংগ্রহার্থে, নানক পন্থিদিগের ন্যায় মোহনভোগের কড়া ও ভাণ্ডারা†, উপাসনার পর আরতি‡, কবীর পন্থিদিগের ন্যায় বন্দেগি, বসন্ত পঞ্চমীর উৎসব ইত্যাদি কতক গুলি কাল্পনিক ব্যবহার প্রচলিত করেন। ইহার পূর্ব্বে যে সকল সাঙ্কেতিক শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও তাঁহারই সঙ্কলিত শব্দ গিয়াছে। অবগত হওয়া গিয়াছে যে তিনিই স্বীয় সম্প্রদায় মধ্যে শিষ্যদিগের পুনঃসংস্কার প্রচলিত করিয়া যান।

এ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের সংক্ষেপে উল্লেখ করা গিয়াছে, এক্ষণে তাহা হইতে কতিপয় বচন সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে।

১—কর্ত্তা সব গুণ কারক গুণ কারণ তত্ত্বকার। সৃষ্টি সোয়াঁরণ চার ফল চাল চলন ব্যবহার ॥

২—তুঁহ দুঃখহরণ সকল সংসারা। শিবনারায়ণ দাস তোমারা ॥

৩—তোহি ছোরি আওর গহো ন্যায় কাহি। ভও সাগর যে লেতহু নিবাহি ॥

৪—সন্তপতি কান্ত তুঁহি পতি পিতা পরম গুরু সমদর্শী। শান্ত তুঁহি আদি মধ্য অন্ত বাণিমে গুণবাণি তুঁহি ॥

৫—ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সব দেবা। করত সত্য কি সব কোই সেবা ॥

৬—সত্য ব্রহ্ম রাকো বস পতি পেয়ারা। ত্যায়সে সন্তনকো সন্তপতি ইয়ারা ॥

৭—জৈঁও নৌহি সতী দুজা পতি ভাবে। ত্যায়সে সন্তজন পর দেব না সেবে ॥

৮—অপর দেব পূজা সব ভ্রম হ্যায়। মিথ্যা দুঃখ ভোগ মন শ্রম হ্যায় ॥

৯—অপর দেবতে শুভ কহে যোই। কাল কর্ম্মকে বস হ্যায় সোই ॥

১০—সন্ত নাম ধরাইকে যো পূজে দেও পাথর। ইহে লোক দুঃখ পাইকে পড়হি নরক ঘোর ॥

১১—সন্ত হোকে করত জিন জড় মূরত পরণাম। নিশ্চয় ওহাকি বাস হোহুয়ায় নরকধাম ॥

১২—উতরহু ভওপার। ছার চাল কুচাল ॥

১৩—অব চালু সমদর্শী। তব কাহে দোস্তর্শী ॥

১৪—মারহু কর্ম্ম কাল। চলিহু আপনো চাল ॥

১৫—ছাড় বাত কাঁচা। সত্য শব্দ সাঁচা ॥

১৬—সঙ্কট পড়েতো সত্য না হারে। সম্পত্তি পাইকে ধরম বিচারে ॥

১৭—যো দুঃখ পড়েতো সত্য ব্যবহারা। সত্যহি জানো পুরুখ অপারা ॥

১৮—অব মোড় তোড় রহ। তব ব্রহ্ম জ্ঞান কাঁহা ॥

১৯—[illegible]

---

* এক প্রকার প্রবাদ আছে, যে কোন ব্যক্তি শিবনারায়ণের সংসর্গে আগমন করিতেন, তিনি তাঁহাকে স্নেহ পূর্ব্বক "আইয়ে লক্ষ্মণরাম" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং যে ব্যক্তি তাঁহার মত অবলম্বন করিত তাহার নামের অন্তে "রাম" শব্দ যোগ করিয়া দিতেন।

† মিষ্টান্ন ভোজন।

‡ থালার উপরে দুইটি বাতি জ্বালিয়া তাহাতে ধুপ, ধুনা, লোবান, অগুরু বাতি, কর্পূর প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য দগ্ধ করিয়া এবং পুস্তকের উপরে সেই ধুমাদি ধারণ করিয়া আরতি করিতে হয়। [illegible]

পর্ব্বত গুহা অনুসন্ধান করে। কেহ বা পূজা, ধ্যান, কেহ বা তীর্থ ভ্রমণ, কেহ বা ব্রতানুষ্ঠান করে, কেহ বা দেবতা ও প্রস্তর পূজা করিয়া থাকে। ইহারা মনে করে এই সমুদায় দ্বারা সদ্গতি লাভ হইবে; কিন্তু ভ্রমাক্রান্ত হইয়া কিছুরই অন্ত পায়না। আর কেহ কেহ পরমেশ্বরকে না জানিয়াও আপনাকে সন্ত বলিয়া পরিচয় দেয়।

২০—পরস্ত্রী দৃষ্টি করিলে চক্ষু মুদিত করিবেক। কদাপি তৃষ্ণা করিবেক না।

গীতের অর্থ

২১—যে দেশে দিবাও নাই রাত্রিও নাই; যে দেশে পৃথিবী নাই, আকাশ নাই, পাতাল নাই; যে দেশে সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, তারাও নাই; যে দেশে বিনা দীপে জ্যোতি হয়, বিনা জলে কমল প্রফুল্ল হয় ও মধুকর গণ মধুপানে মত্ত থাকে; সেই দেশের বসন্ত গীত গান কর। সেই দেশে শিব নারায়ণ গমন করিবার মানস করিয়াছেন। সেই দেশে সন্ত গণ প্রস্থান করিবেন।

২২—এ জীবন অল্প দিন মাত্র থাকিবে, অতএব তুমি পরমেশ্বরকে কেন বিস্মৃত থাক? মনোমধ্যে বিচার করিয়া দেখ, এমন দুর্লভ মানব জন্ম আর হইবেক না। ক্ষণে ক্ষণে দেহ ক্ষীণ হইতেছে এবং এইরূপে দিন গত হইতেছে। যে দেহ ধারণ করিয়াছ, তাহাও আপনার নহে। চেতন রূপ ধুয়া, সদাচার রূপ চন্দন, ও আনন্দ রূপ আবির লইয়া হোলি খেলা কর। সমুদায় বিস্মৃত হইয়া কেবল পরমেশ্বরে দৃষ্টি রাখিয়া সিংহ-নাদ করিতে করিতে গমন কর। শিবনারায়ণ কর্ম্ম-পাশ ছেদন পূর্ব্বক এই রূপে হোলি খেলা করেন এবং অন্যকেও এইরূপ হোলি উপদেশ দিয়া থাকেন।

তদ্ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই রাজপুত, এবং অনেক শিখও এই মতাবলম্বি। গাজিপুরে ও তাহার নিকটবর্ত্তি কোন কোন স্থানে অনেক [illegible] আছে। এ প্রদেশে [illegible], [illegible] ও [illegible] অনেক ব্যক্তি অবস্থিতি করিয়া [illegible]।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথম খণ্ডঃ

চতুর্দ্দশোধ্যায়ঃ

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥

যিনি মহান্ তিনি সুখস্বরূপ, ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই। মহান্ পদার্থই সুখস্বরূপ, অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক।

স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্ তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? আচার্য্য উত্তর করিলেন, তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি অধোতে, তিনি ঊর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে তিনি উত্তরে। তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা; তিনি অদ্য আছেন পরেও থাকিবেন।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর। তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥

তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, সকল আত্মার কারণ এবং প্রজ্ঞাবান্, কালের কর্ত্তা, গুণবান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জড় কি জীব তাবতের অধিপালক, সর্ব্ব গুণের মহেশ্বর, এবং সংসারের স্থিতি বন্ধ ও মোক্ষের হেতু।

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ং। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম। [illegible] শান্তিমত্যন্তমেতি॥

ধর্ম্মনীতি

(১১২ সংখ্যার পত্রিকার ৮০ পৃষ্ঠার পর)
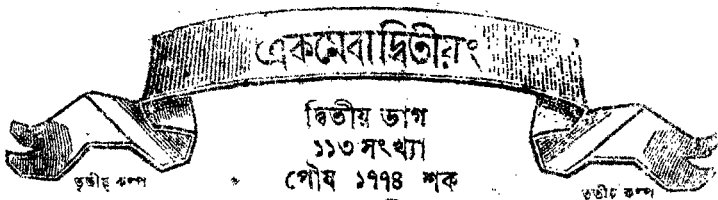
বাল্য-বিবাহের ন্যায় বার্দ্ধক্য-বিবাহও এক বিষম পাপ। শরীর ও মনের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত না হইতে হইতে সন্তান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান যেমন বলবান্ ও বীর্য্যবান্ হয় না, সেইরূপ বৃদ্ধ কালের সন্তানও সবল ও সতেজ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না। অতি পুরাতন জীর্ণ বীজ বপন করিলে, তাহা মূলেই অঙ্কুরিত হয় না, যদি অঙ্কুরিত হয়, তবে তাহা হইতে যদ্যপি বহু শস্যোৎপাদক সতেজ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ, প্রাচীনাবস্থায় উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলে নিঃসন্তান হইতে হয়, যদি বা সন্তান জন্মে, সেও ক্ষীণজীবি জীর্ণ দেহ প্রাপ্ত হইয়া কোনক্রমে কষ্টসৃষ্টে দিন যাপন করে, অথবা অল্প কালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া অপরাধি পিতা মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। সচরাচর এরূপ ঘটনাও ঘটিয়া থাকে, যে জরাগ্রস্ত জনক জননী সন্তানের বিদ্যা শিক্ষা, কর্ম্মদক্ষতা ও জীবিকা নির্দ্ধারণ না হইতে হইতেই মৃত্যু-মুখে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অনাথ করিয়া যান। অতএব, যে সময়ে শরীর সবল ও মনের বৃত্তি সমুদায় তেজস্বিনী থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে এক জন প্রাচীন হইলেও এই সমস্ত অশান্তি ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। যে সকল দেশে স্ত্রী জাতির পুনঃসংস্কারের প্রথা প্রচলিত আছে, তথায় সচরাচর এ প্রকার ঘটে, যে যুবতী স্ত্রী বৃদ্ধ পতির সহবাসে অবস্থিতি করিয়া বিধবা হইয়া থাকে, সেই স্ত্রীই পরে অন্য অল্প-বয়স্ক ব্যক্তির পাণি গ্রহণ করিয়া সন্তান উৎপাদন করে।

ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়ের মধ্যে এক জন জরাগ্রস্ত ও অন্য জন যৌবনাবস্থ হইলে, যে তাহাদের পরস্পর সম্প্রীতি ও সদ্ভাব তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না, এবিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তরুণ-বয়স্ক পতি প্রাচীনা ভার্য্যাতে, অথবা তরুণী ভার্য্যা বৃদ্ধ পতিতে পরিতৃপ্ত না হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ ও ব্যভিচার দোষ অবলম্বন করে, এবং তদ্দ্বারা দ্বেষ ও ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উভয়কে জ্বালাতন করিতে থাকে।

কন্যা পাত্রের বয়ঃক্রমের বিষয় বিবেচনা করা যে কর্ত্তব্য, নানা দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা এ নিয়ম সম্পূর্ণ রূপে অবগত ছিলেন, এবং তদনুযায়ি ব্যবস্থাও দিয়াছিলেন। লাইকর্গস্ নামক গ্রীস দেশীয় ব্যবস্থাপক এইরূপ নিয়ম করেন, যে পুরুষের ৩৭ বৎসর বয়ঃক্রমের, এবং স্ত্রী

শারীরিক উৎপন্ন হইতে থাকিবে, যে, বংশে বংশে তাহারদের হীনতা প্রাপ্তি হইতে থাকে একণে প্রায় সকলেই তাহা স্বীকার করেন। এক ভূমিতে উপর্যুপরি এক প্রকার শস্য বপন করিলে, উৎপন্ন শস্য ক্রমে ক্রমে অপকৃষ্ট হইয়া যাইবে। মনুষ্যের বিষয়েও এ নিয়মের কিছুমাত্র অন্যথা নাই। পরস্পর কুলসম্বন্ধ ব্যক্তিরা বিবাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইয়া যে সকল সন্তান উৎপাদন করেন, তাহারা সর্ব্বাংশে অশক্ত ও নির্বীর্য্য হইতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহারদের বংশ লোপ হইবার উপক্রম হয়। "স্পেন রাজ্যের রাজবংশীয় অনেকানেক ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন এবং এই প্রথানুসারে দেবে অক্রো ও পোর্ত্তুগিশ বড়লোকদিগের বংশে অনেক জড়েরও উৎপত্তি হইয়াছে।" তাঁহারা আপনারদের পরম গুরু পোপের নিকটে এ বিষয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আপনারদিগকে নির্দোষ বোধ করেন, কিন্তু যে কর্ম্ম পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে অবৈধ, মনুষ্যের মনঃকল্পিত ব্যবস্থা তাহার বৈধতা সম্পাদন করিতে পারে না। তাহার অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়।

কেহ কেহ কহেন, স্কটলণ্ড দেশে পরস্পর কুলসম্বন্ধ স্ত্রীপুরুষের সহযোগে সুস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তানও উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যায়, যে যে স্থলে পিতা মাতা উভয়ের সুস্থ উৎকৃষ্ট বলিষ্ঠ শরীর থাকে, সেই স্থলেই এই প্রকার ঘটনা ঘটে। যদি পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদি ক্রমে বংশে বংশে এইরূপ ব্যবহার হইতে থাকে, তবে এ প্রকার বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের বংশও ক্রমে ক্রমে হীন হইয়া যায় তাহার সন্দেহ নাই।

ভূমণ্ডলস্থ নানা জাতীয় পণ্ডিতেরা এ নিয়ম কিছু কিছু অবগত হইয়া তদনুযায়ি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। রোমীয় লোকের মধ্যে ভগিনী বা ভ্রাতার বংশে বিবাহ করিবার নিষেধ ছিল। এথেন্স নগরে এ-ও ভগিনীর পাণিগ্রহণ করা বিধেয় নহে। কালডিয়া দেশেও এই রীতি প্রচলিত ছিল বোধ হয়। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা ও ব্যবস্থাদায়কেরা যে প্রকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাঁহারা এইরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, যে উদ্বাহ বিষয়ে পিতৃ পিতামহাদি ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের প্রত্যেকের পরম্পরাগত সপ্তম সন্ততি পর্য্যন্ত, মাতামহ প্রমাতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পঞ্চপুরুষের প্রত্যেকের পরম্পরাগত পঞ্চমসন্ততি পর্য্যন্ত, পিতৃবন্ধু* প্রভৃতির পরম্পরাগত সপ্তম সন্ততি ও মাতৃবন্ধু† প্রভৃতির পরম্পরাগত পঞ্চম সন্ততি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেক।

আমারদিগের দেশে উদ্বাহ বিষয়ে যত গুলি নিয়ম প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কেবল এই নিয়মটি যথার্থ আমারদিগের মঙ্গলদায়ক; একণে এতদ্দেশীয় প্রচলিত বাক্যে লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিয়া হিন্দু শাস্ত্রনির্দিষ্ট রীতি নীতি সমুদায় পরিত্যক্ত হইবার উপক্রম হইতেছে। অতএব যাহাতে দুর্নীতির পরিবর্তে সুনীতি সংস্থাপিত না হয়, সে বিষয়ে সকলের সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। আমারদের মধ্যে অনেকের কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে, যে আমরা সদসৎ বিবেচনা না করিয়া অন্য জাতির ব্যবহার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হই। পূর্ব্বোক্ত উদ্বাহ বিষয়ের ব্যবস্থা প্রশংসনীয় ও শুভদায়ক, অতএব তাহা বলবৎ রাখিতে যত্নবান্ থাকা উচিত; পরন্তু তাহার প্রকৃত মূল অন্বেষণ ও কার্য্যকারণ পরিজ্ঞান পূর্ব্বক আরও পরিশোধন করা কর্ত্তব্য। পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বর, আমারদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিতে যে নিয়ম মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, উক্ত তাহার অনুবাদ স্বরূপ। তিনি এই স্বঘোষ আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, যে পরস্পর-কুল-সম্বন্ধ ব্যক্তিদিগের উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হওয়া উচিত নহে। তন্মধ্যে যে

* পিতামহের ভাগিনেয়, পিতামহীর ভাগিনেয়, পিতার মাতুল পুত্র এই তিন জনকে পিতৃবন্ধু বলে।

† মাতামহের ভাগিনেয়, মাতামহীর ভাগিনেয়, মাতার মাতুল পুত্র।

দম্পতীর মনের ভাব ও রীতি ভিন্নরূপ হইয়া সতত কলহ ঘটনা হইলে, কেবল তাঁহারাই অসুখি থাকেন এমত নহে, তাঁহারদের সন্তানেরাও দূষিত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করে। অপত্যোৎপাদন কালে জনক জননীর যে রূপ মনের অবস্থা থাকে, সন্তানেরা তদনুরূপ গুণ দোষ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। মদমত্ত হইয়া সন্তান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান স্বভাবতঃ সুরাপানে অনুরক্ত হয়। ক্রোধোন্মত্ত হইয়া গর্ভাধান করিলে সে গর্ভের সন্তান ক্রুদ্ধ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। গর্ভকালে পিতা মাতা বিপদ্গ্রস্ত অথবা ধন নষ্ট হইয়া অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ থাকেন, তাঁহারদের তৎকালোৎপন্ন সন্তান সকল তদনুরূপ দুর্গতি ঘটিলে আশু অবসন্ন ও ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। সেইরূপ, যখন জ্ঞানাপন্ন পুণ্যবান্ জনক জননীর বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায় প্রবল ও উত্তেজিত থাকে, তাঁহারদের তৎকালোৎপাদিত পুত্র ও কন্যাদিগের জ্ঞানানুশীলনেও ধর্মানুষ্ঠানে সহজেই প্রবৃত্তি জন্মে। এই অখণ্ডনীয় নিয়মের কার্য্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিতা মাতার স্বভাব-সিদ্ধ বৃত্তি দ্বারা এ নিয়মের কিছু কিছু অন্যথাভাব হইতে পারে, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

এক এক পুরুষের এক এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তব্য, অধিবেদন অর্থাৎ বহু বিবাহ কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। এই অখণ্ডনীয় নিয়ম এরূপ সহজ ও সুসঙ্গত, যে ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস করা আবশ্যক বোধ হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অতি পূর্ব্বাবধি নানা দেশে এই কুৎসিত রীতি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। [illegible] অন্তঃপাতি অনেক প্রদেশীয় লোকেরা [illegible]র ভরণ পোষণে সমর্থ, তত স্ত্রীকেই বিবাহ করিতে পারে। পারসীক ও তুরুষ্ক দেশীয় ভূপতি ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের [illegible] সহস্র সহস্র দাসী ও উপপত্নী [illegible] রাখিয়াছে, মুক্কোর রাজা [illegible], [illegible] স্ত্রী রক্ষা করেন। কামস্কাট্‌কা দেশীয় কোন কোন শ্রেণীস্থ লোক তিন স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে। আর ভারতবর্ষে এই অধিবেদন রূপ বিষম পাতক যে বহু কালাবধি প্রচলিত আছে, রামায়ণ, মহাভারত ও সমুদায় পুরাণ তাহার সাক্ষী স্বরূপ। অযোধ্যাধিপতি দশরথ রাজার সার্দ্ধ সপ্তশত মহিষী ছিল এবং রামায়ণে এক ব্যক্তিকে শত কন্যা সম্প্রদান করিবার কথা উল্লিখিত আছে। মনুষ্যের লোভপ্রবৃত্তি হইতে যত প্রকার পাপ উদ্ভাবিত হইতে পারে, তিনি তাহার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই। যেমন নানা দেশে এক এক পুরুষের বহুদারপরিগ্রহ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, সেইরূপ স্থান বিশেষে এক এক স্ত্রীর বহু স্বামী বরণ করিবার রীতিও প্রতিষ্ঠিত আছে। তিব্বৎ দেশে অনেক ভ্রাতা এক ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিয়া একত্র কাল যাপন করেন, এবং যে স্ত্রী এইরূপ বহু স্বামিকে বরণ করেন, তিনি বিশিষ্ট রূপে মান্য ও গণ্য হন। মহাভারতে দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামি সংঘটন বিষয়ে যে উপাখ্যান আছে, তাহাও এইরূপ কোন দেশাচার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বোধ হয়। এক্ষণে আমারদের দেশ অধিবেদন রূপ অগ্নি-শিখায় দগ্ধ হইয়া যে প্রকার ক্লেশ উৎপাদন করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অতএব অধিবেদনের দোষাদোষ বিবেচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনেকানেক পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। দেশ বিশেষে কিছু কিছু ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। শ্রীযুক্ত কুম্ব সাহেব স্বপ্রণীত ধর্ম্মনীতি বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "পিতা মাতার বল ও বয়ক্রমের ন্যূনাধিক্য কন্যা অথবা পুত্রোৎপত্তির হেতু। স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ড দেশীয় প্রাচীন পুরুষেরা তরুণী ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিয়া যত সন্তান উৎপাদন করেন, তাহার অধিকাংশ কন্যা। তুলবয়স্ক পুরুষ ও কোন কোন প্রদেশে যে অধিক কন্যা-সন্তান জন্মে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষাকৃত কেবল [illegible] ও [illegible]

ইহা ঐশ্বরিক নিয়মের বিরুদ্ধ জানিয়াও বলবৎ রাখিলে, পরাৎপর পরমেশ্বরে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পরম ধর্ম্মে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। কুৎসিত কৌলীন্য প্রথা যুক্তি-সিদ্ধও নহে, শাস্ত্র-মূলকও নহে। অতএব এ রীতি রহিত করনার্থে এতদ্দেশীয় প্রভুত্বশালি সুপণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রাণপণে যত্ন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহাদের ধর্ম্মে মতি, পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা ও স্বদেশের শুভানুরাগ প্রকাশ পাইবে।

উদ্বাহ সংস্কার সম্পাদনার্থে যে কতিপয় নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য, তাঁহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল। যে যে স্থলে বিবাহ-বন্ধন বিহিত নহে, এবং যে যে স্থলে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, উভয়ই লিখিত হইল। কিন্তু এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে নিশ্চিত প্রতীত হইবে, পরম কারুণিক পরমেশ্বর মনুষ্যের মঙ্গলার্থে উদ্বাহ বিধানে বিষয়ে যত গুলি নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, বিধবাদিগের পুনঃ সংস্কার নিবারণ তাঁহার কোন নিয়মের উদ্দেশ্য নহে। ফলতঃ, যখন মৃতদার পুরুষেরা পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়া পাপ গ্রস্ত হয় না, তখন পতি-বিহীনা বিধবারা পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে কেন দূষিত হইবে? যদি সন্তান উৎপাদন ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন উদ্বাহ বন্ধনের প্রয়োজন হয়, তবে অবীরা অবলারা এই সমস্ত সৎকার্য্য সাধনার্থে পুনর্ব্বার স্বামি গ্রহণ করিতে কেন অধিকারী নহে? যখন ইন্দ্রিয় সংযম করা এমন কঠিন, যে সহস্রে এক ব্যক্তিকেও শান্ত-স্বভাব সচ্চরিত্র দেখা যায় না, তখন বাল-বিধবা অবলারা যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়-বৃত্তি রোধ করিয়া রাখিবে, ইহা কি কদাপি সম্ভাবিত বোধ হয়? ফলতঃ, আমাদের কোন বৃত্তির একেবারে রোধ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। তিনি কোন বিষয় নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। তিনি এক এক মনোবৃত্তিকে বিশেষ সুখের উৎস স্বরূপ করিয়াছেন। যিনি আমাদিগকে যদর্থে যে বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তৎসমুদায় তদ্বিহিত বিষয়ে নিয়োজিত না রাখিলে সুতরাং অবিহিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব বিধবাদিগের বিবাহ প্রতিষেধ জগদীশ্বরের নিয়মানুগত নহে. ভ্রান্ত-স্বভাব মনুষ্যাদিগের মনঃকল্পিত। যাহা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের মঙ্গলাকর নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা হইতে অবশ্যই বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহার সংশয় নাই। অতএব, বিধবাদিগের মনঃপীড়া ও ব্যভিচার দোষ, পরিবারের কলঙ্ক ও যন্ত্রণা, স্বদেশে ভ্রূণহত্যাদি ভয়ঙ্কর পাপের প্রাদুর্ভাব, পাপ-জনিত যাতনা ও বিপত্তি ঘটনা এই সমুদায় এই পাপময় প্রথার অবশ্যম্ভাবি ফল।

উদ্বাহ বিষয়ে যে কয়েক নিয়মের বিবরণ করা গেল, তাহার অধিকাংশ আমাদিগের দেশাচার-বিরুদ্ধ একথা যথার্থ বটে। কিন্তু দেশাচার কদাপি অখণ্ডনীয় নহে। মনুষ্যের যত বোধোদয় হয়, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ততই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। যে নিয়ম বিশ্ব-নিয়ন্তা বিশ্বপতির নিরূপিত, তাহাই প্রতিপালন করা বিধেয়। আর যে প্রথা তাঁহার মঙ্গলময় নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা অনাদি-পরম্পরা-প্রচলিত হইলেও, বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যখন পূর্ব্বোক্ত উদ্বাহ বিষয়ক নিয়ম সমুদায় পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছে, তখন কি তদ্বিরুদ্ধ রীতি নীতিকে মনোমধ্যে ক্ষণমাত্র স্থান দেওয়া উচিত? নিশার অন্ধকার কি দিবাকরের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ নিবারণ করিতে পারে? জ্ঞানের সিংহাসন হরণ করিয়া কি অজ্ঞানকে প্রদান করা যায়? এই সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব কেবল কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেই বা কি হইবে? কেবল বুদ্ধিগোচর হইয়া সুখ-পথে আরূঢ় না হইলে বা কি ফলোদয় হইবে? জ্ঞান-নেত্র উন্মীলন করিয়া যে সমস্ত ঐশ্বরিক বিধান প্রতীতি করা যায়, তাহাতে একান্ত শ্রদ্ধা করা ও নির্ভয় হৃদয়ে তদনুযায়ি আচার ব্যবহার সম্পাদনে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

রাফ্লিশিয়া পুষ্প

এই আশ্চর্য্য পুষ্প সুমাত্রা দ্বীপে জন্মে, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে এমন প্রকাণ্ড পুষ্প আর নাই। ইহা আড়ে দুই হাত এবং ইহার বেড় ছয় হাত। পাপড়ি সকল এক ফুট উচ্চ ও পরস্পর এক ফুট অন্তর। ঘনতা সকল স্থানে সমান নহে; কোন স্থলে এক বুরুলের চারি ভাগের তিন ভাগ ও কোন স্থলে বা এক ভাগ অপেক্ষাও ন্যূন। ইহার কর্ণিকাতে ৬॥ সের জল ধরে এবং এক এক টা পুষ্প তৌল করিলেও প্রায় ৭॥ সের হইতে পারে।

বর্ষাকালের শেষে এই পুষ্প উৎপন্ন হয়, এবং মুকুল হইবার তিন মাস পরে উত্তমরূপ প্রস্ফুটিত হয়। ইহার গন্ধ উত্তম নয়, ঠিক পচা মাংসের মত; মক্ষিকা সকল ঝাঁকে ঝাঁকে গিয়া ইহাতে অবস্থিতি করে।

যদিও এরূপ বৃহৎ পুষ্প আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু যব দ্বীপের নিকটবর্ত্তি এক ক্ষুদ্র দ্বীপে* সেই রূপ আর এক পুষ্প আছে, সেও সামান্য নহে; তথাকার লোকেরা তাহাকে পদ্ম বলিয়া থাকে। তাহারও আড়ে দুই ফুট এবং বেড় ছয় ফুট হইবেক। এই স্থলে তাহার প্রতিকৃতি প্রকাশ করা যাইতেছে।

পদ্ম

এই উভয় পুষ্পই এক প্রকার। উভয়েরই কন্দ নাই, বৃন্ত নাই, পত্র নাই ও মূল নাই। উভয়ই অন্য বৃক্ষের উপরে জন্মে এবং অন্য বৃক্ষের রস পাইয়া জীবিত থাকে। এই উভয় পুষ্প এমত বৃহৎ, অথচ ইহাদের প্রকৃত বীজ হয় না। এক প্রকার অঙ্কুরবৎ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা উভয়েরই উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পদার্থবিদ্যা

হ্রসমান গতি

কোন বস্তু উচ্চ হইতে পতিত হইবার সময়ে যেমন তাহার বেগ বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ নিম্নদেশ হইতে ঊর্দ্ধ দেশে উত্থিত হইবার সময়ে তাহার বেগ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়। কারণ, পতিত হইবার সময়ে নিম্ন দিকে গমন করে, এবং পৃথিবীও তাহাকে নিম্ন দিকেই ক্রমাগত আকর্ষণ করে, ইহাতে পৃথিবীর আকর্ষণ তাহার পতনের অনুকূল হয়, কদাপি প্রতিকূল হয় না, সুতরাং তাহার বেগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু কোন বস্তু উত্থিত হইবার সময়ে নিয়ত ঊর্দ্ধ দিকে গমন করে, অথচ পৃথিবী তাহাকে নিম্ন দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। এ কারণ, পৃথিবীর আকর্ষণ তাহার ঊর্দ্ধ গতির প্রতিকূল হওয়াতে, বেগ হ্রাস হইয়া আইসে। যে আকর্ষণ অধোগামি বস্তুর বেগ বৃদ্ধির কারণ, সেই আকর্ষণই ঊর্দ্ধগামি বস্তুর বেগ হ্রাস হইবার কারণ। এই শেষোক্ত প্রকার গতিকে হ্রসমান গতি বলে।

কোন বস্তু উত্থিত হইবার [illegible] প্রতি নিমেষে তাহার বেগ হ্রাস হয়, ক্রমে [illegible] বেগ নষ্ট হইলে এক স্থানে গিয়া স্থির [illegible] পরে তথা হইতে পতিত হইয়া ভূতলে [illegible] গিয়া উপস্থিত হয়। ইহার একটি সু[illegible] নিদর্শন আছে; কোন দ্রব্য ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ [illegible] [illegible]

* এই [illegible]

যে বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রণীত নহে, তাহা পশ্চাৎ বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবে। যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক মহাভারতের ১০।১৫ অধ্যায় আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিয়াছেন, তিনি আর কখনই তাহাকে এক গ্রন্থকর্ত্তার প্রণীত বোধ করিতে পারেন না। তাহাতে এক এক বিষয় পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে*, এক উপাখ্যান কথিত হইতে হইতে বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে অন্য উপাখ্যান উত্থাপিত হইয়াছে†, এক বক্তার উক্তি মধ্যে সহসা অন্য বক্তার বাক্য সমাবিষ্ট হইয়াছে, এবং পরস্পর অসম্বদ্ধ উপাখ্যান সমুদায় একত্র স্থাপিত হইয়াছে‡। এক্ষণকার প্রচলিত সমগ্র মহাভারত এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রণীত হইলে এরূপ অব্যবস্থা কখনই হইতে পারে না। ফলতঃ মহাভারতের কিয়দংশ পাঠ করিয়া দেখিলে সহজে জানা যায়, যে ইহার অনেক ভাগ পূর্ব্ব প্রচলিত পুরাতন ইতিহাসাদির সংগ্রহ মাত্র। তাহার সমুদায় ভাগ যে এক সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছে এমত বোধ হয় না। প্রত্যুত, সমুদায় মহাভারত যে এক সময়ের সংগ্রহ নহে, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এবং মহাভারতের মধ্যেই তাহা স্পষ্টরূপে লিখিত রহিয়াছে। যথা

> মন্বাদি ভারতং কেচিদাস্তীকাদি তথাপরে।
> তথোপরিচরাদ্যন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে॥
> বিবিধং সংহিতাজ্ঞানং দীপয়ন্তি মনীষিণঃ।
> ব্যাখ্যাতুং কুশলাঃ কেচিদ্‌গ্রন্থান্ ধারয়িতুং পরে॥
>
> আদিপর্ব্ব ১ অধ্যায় ৫২ ও ৫৩ শ্লোক॥

কোন কোন ব্রাহ্মণেরা প্রথম মন্ত্র অবধি, কেহ কেহ আস্তীক পর্ব্ব অবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি এই ভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিয়া অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা অশেষ প্রকারে সংহিতার ভাবার্থ প্রকাশ করেন। কেহ কেহ গ্রন্থ ব্যাখ্যা বিষয়ে পটু, কেহ বা গ্রন্থার্থ ধারণা বিষয়ে নিপুণ।

ভদ্ভিন্ন, মহাভারতের প্রথমাধ্যায়ে এ প্রকার উল্লেখ আছে, যে প্রথমে ভারতসংহিতা চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকময়ী ছিল। অতএব ইহা অনুমানসিদ্ধ বোধ হয়, যে কোন সময়ের পণ্ডিতেরা মহাভারত চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। যথা।

> চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাং।
> উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
> ততোহধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।
> অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাং॥
>
> আদিপর্ব্ব প্রথমাধ্যায়॥

প্রথমতঃ ব্যাসদেব ভারতসংহিতাকে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকময়ী রচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা কহেন, উপাখ্যান ভাগ পরিত্যাগ করিলে ভারতের সংখ্যা এইরূপ হয়। অনন্তর সংক্ষেপে সর্ব্বার্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক সার্দ্ধশত শ্লোক দ্বারা অনুক্রমণিকা রচনা করিলেন*।

আর মহাভারতের পর্ব্ব সংগ্রহ সমাপ্ত হইবার পরেও যে অনেক স্থান পরিবর্ত্তিত ও অনেক বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কারণ পর্ব্ব সংগ্রহের প্রতি পর্ব্বে যেরূপ শ্লোক সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার সহিত এক্ষণকার মহাভারতের ঐক্য হয় না†। তবে মহাভারতের কোন্ ভাগ কোন্ সময়ের রচিত ও সঙ্কলিত, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন এবং সে বিষয় বিবেচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্যও নহে। এক্ষণে যে সমস্ত পুরাণ ও [illegible] বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা যে তাঁহার কৃত নহে,

---

* যেমন আদিপর্ব্বের ত্রয়োদশ এবং পঞ্চচত্বারিংশ ও ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ে জরৎকারুর উপাখ্যান।

‡ যেমন পৌষ্য পর্ব্বে আরুণি ও উপমন্যুর উপাখ্যান।

† যেমন আদিপর্ব্বে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে [illegible] প্রভৃতির কথোপকথন। ষোড়শ অধ্যায়ের শেষে এরূপ উক্তি আছে বটে, যে রুরু স্বীয় পিতা প্রমতির নিকট আস্তীকোপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরে তাহার আর কোন [illegible] নাই। প্রত্যুত, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উগ্রশ্রবা [illegible] কহিতেছেন, আমি পিতা লোমহর্ষণের নিকট আস্তীকোপাখ্যান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, অবিকল [illegible] বর্ণন করিতেছি। [illegible] সূচনার [illegible] [illegible]

* কিন্তু এক্ষণকার মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে [illegible] ২৬৮ টা শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব বোধ হয়, [illegible] পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা ভারতের পুরাণ রক্ষা [illegible] মধ্যে অনুক্রমণিকার ও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

† পর্ব্ব সংগ্রহে প্রতি পর্ব্বে যেরূপ শ্লোক সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, আর [illegible] [illegible]

ক্রান্ত অন্য প্রকার পুরাণ ছিল, এরূপ মীমাংসা করা কোন মতেই যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকর্ত্তা স্বপ্রণীত পুরাণানুযায়ি লক্ষণ কল্পনা করিলেন, এবং পূর্ব্ব পরম্পরা ক্রমে পুরাণের যে পঞ্চ লক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে, তাহার কোন প্রকার মীমাংসা করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া এই প্রকার কল্পিত কথা লিখিলেন, যে উপপুরাণ সকল পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত, আর মহাপুরাণ সকল দশাধিক-লক্ষণ-যুক্ত। কিন্তু এক্ষণে যে সকল গ্রন্থ উপপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা অমরকোষোক্ত-পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত হওয়া দূরে থাকুক, অমরসিংহের সময়ে যে সে সকল রচিত হইয়াছিল এমন বোধ হয় না। উপপুরাণ সমুদায় যে অধুনাতন গ্রন্থ, পুরাণোক্ত পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত নহে, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে, যে পুরাণের পৃথক্ পৃথক্ দুই লক্ষণ দ্বারা তাহার দুই সময়ের অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে। সৃষ্টি প্রকরণ ও বংশ বর্ণনা পূর্ব্বকার পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত পুরাণের উদ্দেশ্য ছিল, আর এক্ষণকার দশ লক্ষণাক্রান্ত পুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিপূর্ণ।

পূর্ব্বকার পুরাণ কি প্রকার ছিল, এবং কি রূপেই বা তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, তদ্বিষয়ে যাহা কিছু অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ করা গেল। এক্ষণে যে সকল গ্রন্থ পুরাণ বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহার বিষয় পশ্চাৎ লিখিত হইবে।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

১৯ পৌষ ১৭৭৪, শক

[illegible] সন্তোষ মূলমিহ [illegible]

মর্ত্ত্যলোকে কি তৃপ্তির অভাব! কেহই আপনার বর্ত্তমান অবস্থাতে সন্তুষ্ট নহে। যুবক বৃদ্ধের মান্যতা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন; বৃদ্ধ যুবকের অভিনব উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন। পরিব্রাজক বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বিষয়াভিজ্ঞ লোক মধ্যে গণ্য হইতে অভিলাষ করেন; বিষয় কর্ম্মে নিমগ্ন ব্যক্তি পরিব্রাজকের নিরুদ্বিগ্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে বাঞ্ছা করেন। যিনি বিষয় কর্ম্মে অতিশয় ব্যস্ত, তিনি মনে করেন যে ধনোপার্জ্জন হইলে কর্ম্মভূমি হইতে অবসর হইয়া অতি সুস্থির চিত্তে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন; যিনি ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তিনি নিষ্কর্ম্ম অবস্থাতে উত্ত্যক্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে মানস করেন। যাঁহারা গৃহস্থ, তাঁহারা ভ্রমণকারীর অবস্থাকে কি অপূর্ব্ব সুখজনক বোধ করেন! আপনার স্বদেশ দেখিবার জন্য ভ্রমণকারীর মন কখন কখন কি পর্য্যন্ত না ব্যাকুল হয়! মধ্যাবস্থ ব্যক্তি ধনি লোকের অবস্থাকে কি সুখের আকর বোধ করেন! ধনিব্যক্তি কখন কখন নানা বিধ দুর্ভাবনায় আক্রান্ত হইয়া মধ্যাবস্থ ব্যক্তির স্বচ্ছন্দতার ন্যায় স্থাপিত হইতে বাঞ্ছা করেন। যিনি ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি আরো অধিক ধন প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, যিনি যশপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি আরো অধিক যশঃ অভিলাষ করেন; যিনি মান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার আরো অধিক মান পাইবার আকাঙ্ক্ষা। বিদ্যা অনন্ত সমুদ্র, পৃথিবীতে কত উত্তম উত্তম ভাষা আছে, প্রত্যেক ভাষাতে কত উত্তম উত্তম গ্রন্থ আছে। বিদ্বান্ ব্যক্তি আপনার বর্ত্তমান বিদ্যাতে পরিতৃপ্ত নহেন। বিজ্ঞান-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি স্বোপার্জ্জিত বিজ্ঞানে সন্তুষ্ট নহেন; তিনি বিশেষ জানিতেছেন, যে এমত কত তত্ত্ব মনুষ্যের বুদ্ধি হইতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যাহার কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন না। পৃথিবীতে বন্ধুতাতেও তৃপ্তি নাই; সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ব্যক্তি পাওয়া দুঃসাধ্য, বন্ধুরও এক এক সময়ে কোন দোষ দৃষ্ট হয়, যে যদিও অমুক অংশে যদ্যপি বন্ধুতার নিয়মানুসারে তাহা পরে ক্ষমা করা যায়, তথাপি আপাতত দুঃখিত হইতে হয়। যিনি যথার্থ ধার্ম্মিক ও বর্ত্তমান ধনেতে সুতৃপ্ত, তিনি আপন চরিত্র বিশিষ্টরূপ পরিমার্জ্জন করিলে কি তাহাতে সুতৃপ্ত হইতে পারেন? ব্রহ্মজ্ঞ

ধার্ম্মিকের জ্ঞানতৃষ্ণা কি এই অবস্থাতে শান্ত হইতে পারে? পৃথিবীতে তৃপ্তি পাওয়া—নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাওয়া সুকঠিন। যাঁহাকে পুণ্যচরিত্র, বিদ্বান্ ও সুস্থশরীর ও সংসার নির্ব্বাহোপযোগি ধনশালী দেখা যায়, তাঁহারও হৃদয়গত এমন এক কণ্টক থাকিতে পারে, যাহা কোন অস্ত্র চিকিৎসক দ্বারা নিষ্কাশিত হইতে পারে না, যাহা তাঁহাকে সতত অসুখী রাখিয়াছে। যখন সাংসারিক বৃত্তি মনুষ্যের স্বভাবগত, তখন এমত বোধ হয় না, যে পৃথিবীতে দুঃখের অন্ত হইবে তাহা, যখন কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখের আলয় হইবে, কারণ তাহা হইলে "মনুষ্যের বাসযোগ্য গুণ থাকিবার সম্ভাবনা বিবর্জিত হয় ও মানসিক প্রকৃতি ও বাহ্যবস্তুর পরস্পর উপযোগিতা থাকে না।" কোন ব্যক্তি সর্ব্বগুণসম্পন্ন নহে, প্রত্যেক ব্যক্তির কোন না কোন গুণের স্বাভাবিক অভাব থাকে, যাহা পূরণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য; সে অভাব জনিত দুঃখ তাঁহাকে ভোগ করিতেই হয়। মর্ত্যলোকে সকলই সুচারু হওয়া, সকলই পরিপাটি হওয়া, সকলই মনের মত হওয়া দুষ্কর; অতএব মর্ত্যলোকে কি প্রকারে তৃপ্তি হইতে পারে? তাহা। কিসে মনুষ্যের সুখাশা কি কখন সম্পন্ন হইবে না? আমাদিগের স্রষ্টা কি এমত নির্দয়, যে যে নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণ সুখের নিমিত্তে আমরা সর্ব্বদা যত্ন করিতেছি, কিন্তু পার পাইয়া উঠিতেছি না, তাহা কি তিনি কখনই প্রদান করিবেন না? পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণ সুখের অবস্থা, যাহার আভাস মাত্র আমরা এই অবস্থাতে প্রাপ্ত হইতেছি, সে কি কেবল আভাস পাওয়া পর্য্যন্ত? আমরা কখন এমত বোধ করিতে পারি না। ভূতত্ত্ব বিদ্যা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, যে অনেক পরিবর্ত্তন ও অনেক অপকৃষ্ট জীব-জাতি নাশের পর উৎকৃষ্ট মনুষ্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। যখন কেবল সেই অপকৃষ্ট জীব সকল পৃথিবীতে বিরাজমান ছিল, তখন কে মনে করিতে পারিত, যে তাহারদিগের অপেক্ষা এমন এক শ্রেষ্ঠ জীব উৎপন্ন হইবেক? ঈশ্বরের সকল কার্য্য ক্রমশঃ হয়। মনুষ্যের জাতি অবস্থা বর্ত্তমান অপেক্ষা যে ক্রমশঃ কত উৎকৃষ্ট হইবে তাহা কে বলিতে পারে? যে কখন বট বীজ কণিকা হইতে বট বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখে নাই, সে সেই বীজ দেখিয়া কি মনে করিতে পারে, যে তাহা হইতে এমত এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে যাহার ছায়াতে সহস্র সৈন্য শয়ান থাকিতে পারে? এক দিবসের শিশু দেখিয়া আপাততঃ কি মনে হইতে পারে, যে সে ভবিষ্যতে মাতঙ্গ তুল্য বল ধারণ করিবে। যে ব্যক্তি পদ্ম পুষ্প কখন দেখে নাই, তাহাকে পাঁক আনিয়া দিলে, সে কি মনে করিতে পারে, যে এমত সুশোভন মনোহর পুষ্প কদর্য্য পঙ্ক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? পৃথিবীর কোন বিশেষ খনি খননকারি ব্যক্তিদিগের চিরকাল ভূমির নিম্নে থাকিতে হয়; যে খনি খননকারি জন্মাবধি আপনার জীবন ভূমির নিম্নে যাপন করিতেছে, তাহাকে অসংখ্য নক্ষত্র খচিত অনন্ত আকাশ, শ্যামল শোভা বিভূষিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, সুকোমল-আলোক-পূর্ণ-চন্দ্র, এবং প্রখর-জ্যোতিঃ-সমূহ-বর্ষণকারী মহিমান্বিত সূর্য্য দর্শনের সুখের বিষয় বলিলে সে তাহা কি বুঝিতে পারিবে? যিনি সমস্ত জীবন কেবল তড়াগই দেখিয়াছেন, তিনি প্রসারিত মহা সমুদ্রের বিস্তীর্ণতা ও নীলোজ্জ্বল শোভা কি মনেতেও কল্পনা করিতে পারেন? শাবকাবস্থাবধি পিঞ্জর-রুদ্ধ পক্ষী মহা দূর বিশিষ্ট আকাশে অবাধে স্বাধীন বিহারের সুখ কি জানিবে? বর্তমান রুদ্ধাবস্থাতে জীবাত্মা রূপ পক্ষির পক্ষ অতি বিক্ষিপ্ত ও তাহার বর্ণ অতিম্লান, কিন্তু যখন ক্রমশঃ মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহা যে কি অলৌকিক শোভা দ্বারা ভূষিত হইবে, কি অপূর্ব্ব সুখাকাশে বিচরণ করিবে, তাহা আমরা এক্ষণে কি বলিতে পারি? প্রিয়তম বন্ধুর সহিত সহবাসের আনন্দ ব্যতীত—সেই ভূমানন্দ ব্যতীত, মন আর কোন আনন্দেই সুতৃপ্ত হইতে পারে না। সেই আনন্দের অবস্থার নিমিত্ত আপনাকে উপযুক্ত করা উচিত। এখন বিদেশীয় কারাগার হইতে

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

[illegible]

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম বক্তৃতা

১১ মাঘ ১৭৭৪ শক

ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম আর এক বৎসর বৃদ্ধি হইল। অদ্য ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ। যিনি আমারদের স্রষ্টা, পাতা ও সর্ব্বসুখদাতা, যিনি আমারদের জীবনের জীবন ও সকল কল্যাণের আকর স্বরূপ, আমরা যাঁহার প্রসাদে শরীর মন যাঁহার প্রসাদে বল বুদ্ধি, যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম্ম রূপ রমণীয় রত্ন লাভ করিয়াছি, অদ্য তাঁহারই আরাধনার্থে এখানে একত্র হইয়াছি। আমরা তাঁহারই অধীন, তাঁহারই আশ্রিত ও তিনিই আমারদের আশ্রয়।

আমরা সেই রাজাধিরাজ মহারাজের রাজ নিয়মের অনুবর্ত্তি হইয়া নির্ভয়ে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, সেই পরাৎপর পরম পিতার স্নেহ লাভ করিয়া অতি যত্নে প্রতিপালিত হইতেছি, সেই পরম বন্ধুর প্রীতি রত্ন লাভ করিয়া আনন্দ রূপ অমৃত রসে অভিষিক্ত হইতেছি। তিনি আমারদের পিতা, প্রভু, রাজা ও সুহৃৎ—তিনি আমারদের চিরকালের পরম করুণাময় আত্মা। আমরা তাঁহার অবিচলিত কারুণ্য স্বরূপে স্থির-নিশ্চয় হইয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি। তাঁহার অখণ্ড্য অনুমতি অনুসারে, সূর্য্য অহরহ উদয় হইয়া আমারদিগকে প্রতি দিন পুনর্জ্জীবন প্রদান করিতেছে, বায়ু সতত সঞ্চলিত হইয়া আমারদিগকে প্রতি নিমেষে প্রাণদান করিতেছে, মাতৃবৎ স্নেহশালিনী পৃথিবী অপর্য্যাপ্ত শস্য, ফল, মূলাদি উৎপাদন করিয়া আমারদিগকে প্রতি দিবস পালন করিতেছেন, পরম রমণীয় পুষ্প সমুদায় প্রস্ফুটিত হইয়া বিচিত্র শোভা প্রকাশ ও মনোহর সৌরভ বিস্তার পূর্ব্বক আমারদিগকে সুখ-সরোবরে অবগাহন করাইতেছে, পর-দুঃখ-হারী পরোপকারী কারুণ্য-স্বভাব মনুষ্যদিগের হৃদয়-নিকেতনে করুণা রস প্রকটিত হইয়া আমারদের দুঃখানল নির্ব্বাণ করিতেছে। আমরা যাহা হইতে যে কিছু উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, সকলই তাঁহার প্রসাদাৎ। তিনি আমারদের সর্ব্ব সম্পদের আস্পদ। সমস্ত দিবার সমস্ত জ্যোতি যেমন এক মাত্র জ্যোতিঃ-সিন্ধু স্বরূপ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আমারদের সমস্ত সুখ সৌভাগ্য এক মাত্র অগাধ আনন্দ-সাগর স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি আমারদের ইহ কালের গতি; তিনি পরকালের গতি; তিনি আমারদের পরম গতি।

যাঁহার সহিত আমারদের এরূপ অতি নৈকট্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাঁহার পবিত্র প্রেমে মগ্ন হইয়া তাঁহার সহিত সহ-

বাস করা অপেক্ষায় সুখের বিষয় আর কি আছে? তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও প্রীতি করা কর্ত্তব্য, তাহা কি বাক্যে বলিয়া নির্ব্বচন করা যায়? যে পরমেশ্বর-পরায়ণ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি কোন দূর্ব্বাময় প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে বা কোন পরম রমণীয় সুপরিষ্কৃত পুষ্প কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে, অথবা কোন পরমার্থ বিষয়ক উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিতে করিতে, মঙ্গলাকর বিশ্বকর্ত্তার প্রেম অপূর্ব্ব কৌশল মহিমা প্রভৃতি স্মরিয়া তাঁহার প্রীতি নীরে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনিই সে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি-রসের কিছু কিছু আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকার পরম পবিত্র প্রীতি রস পান অভ্যাস করা ব্রাহ্মদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যদি কোন শ্রদ্ধাস্পদ মনুষ্যের সহিত সহবাস করা প্রার্থনীয় হয়, তবে পরম প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরের সহিত সহবাস করা কি পর্য্যন্ত প্রার্থনীয়! তাঁহার সঙ্গ সম্ভোগে কোন স্থানান্তর দেশে গমন করিতে হয় না। তিনি সর্ব্ব কালের সঙ্গে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, কেবল আন্তরিক প্রীতি করিতে পারিলেই তাঁহার সহিত সহবাস সম্ভব হয়। আপনাকে নিতান্ত অনন্য-গতি ও পরাধীন, পরম পিতাকে আপনার অদ্বিতীয় সহায় ও করুণাময় আশ্রয় জ্ঞান করিয়া এবং পবিত্র অন্তঃকরণে তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষবৎ দেদীপ্যমান দেখিয়া তাঁহার প্রতি অবিচ্ছিন্ন প্রীতি স্থাপন করাই তাঁহার সহিত সহবাস। তাঁহার সহিত এইরূপ সহবাস করাই ব্রাহ্মদিগের উদ্দেশ্য। যেরূপ সাধন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন এ উভয়ই সম্পাদনের এক মাত্র উপায়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় প্রীতি ও শ্রদ্ধাও অভ্যাস সাপেক্ষ। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! বিদ্যা, শিল্প-কর্ম্ম, বিষয়-কার্য্য এ সমুদায় যে অভ্যাস-সাপেক্ষ ইহা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু প্রীতি ও শ্রদ্ধাও যে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে হয়, ইহা অনেকে বিবেচনা করেন না। কিন্তু যেমন চালনা না করিলে, শরীরও সবল হয় না, এবং বুদ্ধিও পরিবর্দ্ধিত হয় না, সেইরূপ প্রীতি ও ভক্তিও চালনা না করিলে বৃদ্ধি হয় না। শরীরের যে অঙ্গ চালনা না করা যায়, তাহা যেমন ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আইসে, সেইরূপ মনেরও যে বৃত্তি পরিচালিত না হয়, তাহাও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে থাকে। ধর্ম্মাচলের এক স্থানে স্থির থাকিবার উপায় নাই; হয়, ঊর্দ্ধগামী, নয়, অধোগামী হইতে হয়। ঊর্দ্ধগামী হইবার চেষ্টা না করিলে অবশ্যই অধোগামী হইতে হয়।—ফলতঃ অপার-মহিমার্ণব, সর্ব্বগুণাধার, সকল মঙ্গলাস্পদ, পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতে অভ্যাস করা এমন কঠিন কর্ম্মই বা কি? তাঁহার অনন্ত গুণ, অসীম মহিমা ও অশেষ করুণাভিপ্রায় পর্য্যালোচনা করিলে, কাহার পাষাণময় হৃদয়ে প্রীতি-রসের সঞ্চার না হয়। আমরা যখন যে দিকে নেত্রপাত করি, তখনই তাঁহার অতি প্রগাঢ় অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান এবং অপার ঔদার্য্য ও কারুণ্য স্বরূপের কোটি কোটি নিদর্শন দেখিতে পাই। আমরা কীর্ত্তিকুশল মনুষ্যদিগের যে সকল মহৎ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকি, বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বাধিপতির বিশ্ব-কার্য্যের তুলনায় সে সমুদায় কিছুই নহে। অতি সূক্ষ্ম শ্যামবর্ণ দূর্ব্বাদল অবধি উজ্জ্বল নীলবর্ণ গগন মণ্ডল পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই সেই মহামহিমার্ণব মহেশ্বরের অপার মহিমা প্রচার করিতেছে। অসীম-প্রায় প্রশস্ত মহাসাগর, অত্যুন্নত বনাকীর্ণ গিরি-প্রস্থ, শতপদ-বিশিষ্ট সহস্র-শাখ বটবৃক্ষ, দিবাকরের উদয়াস্ত কালের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য, সুধাকর পূর্ণচন্দ্রের পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় শোভা এ সমুদায় অবলোকন ও স্মরণ করিলে কাহার অন্তঃকরণ পরমেশ্বরের প্রেম-নীরে নিমগ্ন না হয়? তিনি আমারদিগকে জ্ঞান-রত্ন প্রদান করিয়া কত জ্ঞানই প্রদর্শন করিয়াছেন! সুকুমার স্নেহ-বৃত্তি ও বিশুদ্ধ কারুণ্য-স্বভাব সৃষ্টি করিয়া কত স্নেহ ও কত করুণাই প্রকাশ করিয়াছেন। আমারদিগ-

স্ফূর্ত্তি পায় না, মনের স্ফূর্ত্তি না হইলে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি হয় না, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি না হইলে অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হয় না, অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ না হইলে পরম পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরের সহবাস লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। তিনি সকল জীবের সুখ সাধনার্থে যাবতীয় আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, তদনুযায়ী পালন করা কর্ত্তব্য; মানব জন্ম সার্থক করিবার আর উপায়ান্তর নাই। তাঁহার মঙ্গলময় নিয়ম সমুদায় প্রতিপালনে যত সমর্থ হইবে, ততই নিয়ত আনন্দ অনুভূত হইয়া তাঁহার করুণাময় বিশুদ্ধ স্বরূপে দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিবে, এবং ততই তাঁহার পবিত্র প্রেমে মগ্ন হইয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইবে।

যাঁহারদের ধর্ম্মে অনুরক্তি ও পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি উপস্থিত হয় নাই, তাঁহারা যে একেবারেই এই পরম প্রার্থনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, ইহা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। কুসঙ্গ পরিত্যাগ, সাধুসঙ্গ সেবন, পরমেশ্বর বিষয়ক ও ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ ও পুস্তক অধ্যয়ন, সকল জীবের প্রতি প্রীতি প্রকাশ ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন ইত্যাদি সাধন সকল যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করা তাঁহারদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল বৃত্তি সাধনা করিতে [illegible] করিবে, তাহাই প্রবল হইবে; [illegible] না করিলে, শরীরও সবল হয় না, [illegible] হয় না, ধর্ম্মও উন্নত হয় না। [illegible] ও অশ্লীল সচল [illegible] মনের গ্লানি উপস্থিত না হয়, তাঁহারদের অন্তঃকরণ অদ্যাপি অপকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত আছে। অদ্যাপি তাঁহারদের অন্তঃকরণ চিন্তাপাপ-পিশাচের [illegible] হইতে মুক্ত হয় নাই, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম অদ্যাপি তাঁহারদের অন্তঃকরণ অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই,—রিপুগণ অদ্যাপি তাঁহারদের চিত্ত-ভূমিতে প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। যে ব্যক্তি সুনির্ম্মল বায়ু-সেবিত সুপরিষ্কৃত [illegible]পুষ্প-কাননে সর্ব্বদা অবস্থিতি করে, তাহার যেমন ন্যক্কার-জনক, দুর্গন্ধময়, গোপালয়ে অবস্থিতি করিতে ঘৃণা উপস্থিত হয়, কুকর্ম্ম-পরায়ণ কদাচারি ব্যক্তিদিগের সংসর্গে থাকিলে, পরমার্থ-পরায়ণ পুণ্যশীল সাধুব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণ সেইরূপ অপ্রসন্ন হইয়া থাকে। যিনি পুণ্য-নর্ম্মদার পবিত্র প্রবাহে শরীর সঞ্চারিত করিয়াছেন, তিনি অধর্ম্মরূপ দুর্গন্ধময় মলিন জলের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত ঘৃণা করেন। কুলোকের সংসর্গ করিয়া যাঁহার মন তুষ্ট থাকে, তিনি কদাপি পরম পবিত্র পরমেশ্বরের সহবাসের যোগ্য নহেন। তাঁহার অপরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ কদাপি পরম পবিশুদ্ধ পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ সিংহাসন হইবার উপযুক্ত নহে।

কিন্তু ইচ্ছা না থাকিলে কেবল উপদেশ শ্রবণে কি হইবে? যে বালকের বিদ্যাভ্যাসে অনুরাগ নাই, সে যেমন কদাপি সুশিক্ষিত হইতে পারে না, সেইরূপ যাহার অধর্ম্মে বিরক্তি ও ধর্ম্মে অনুরক্তি হয় নাই, সে কদাপি ধর্ম্মরূপ মহারত্ন লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহার ধর্ম্ম লাভের ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তাঁহার আর কি অবশিষ্ট আছে? তিনি আপনার অনিবার্য্য ইচ্ছা-বলে তদ্বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ, গ্রন্থ অধ্যয়ন ও সাধুসঙ্গ করিতে যত্নবান্ হন, এবং তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে থাকেন। কিন্তু যাঁহার ইচ্ছা নাই, তাঁহার হৃদয় বালুকাময় মরুভূমি তুল্য। তিনি এই পবিত্র সমাজে উপবিষ্ট হইয়াও নির্জ্জন বনবাসী সদৃশ এবং বারম্বার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়াও বধির তুল্য। কিন্তু একেবারেই যে সকলের একান্ত অনুরাগ উৎপন্ন হয় এমত নহে। যেমন বালকগণ কিছু দিন অধ্যয়ন করিতে করিতে বিদ্যারসের স্বাদগ্রহে সমর্থ হয়, সেইরূপ অনেকে পুনঃ পুনঃ পরমার্থ বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতেও পরম প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরের প্রীতি-রস পানে অনুরক্ত হইতে পারেন। অতএব বারম্বার সাধুসঙ্গ করা এবং যে স্থলে পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ ও গুণ কীর্ত্তন হয়, সেস্থলে সর্ব্বদা গমন করা সকলের পক্ষেই আবশ্যক। এক এক রোগের

মান [illegible] আছে, কাহার্ কোন্ অবস্থায় কোন্ ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ হইবে, কে নিশ্চয় বলিতে পারে? পুনঃ পুনঃ পরমার্থ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে করিতে কোন না কোন সাধকের হৃদয়ঙ্গম হইয়া পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত করিতে পারে। তখন তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণে অনুরাগ জন্মে, তাঁহাকেই এক মাত্র আশ্রয় জানিয়া নির্ভয় হৃদয়ে তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্য পথ অবলম্বনে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, এবং তাঁহার সহবাস লাভের বাসনা উদয় হইয়া আত্মাকে তদনুরূপ পবিত্র রাখিতে যত্ন হয়।

ব্রাহ্মদিগের উপাসনা-স্থান যে এই পরম পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ, ইহা এপ্রকার বাসনা ও উৎসাহ উদয় হইবার প্রধান স্থান। ব্রাহ্মেরা এখানে একত্র সমাগত হইয়া সর্ব্বমঙ্গলাকর পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হন, এবং তদ্দৃষ্টে কত কত অন্য ব্যক্তিরও ইহাতে অনুরাগ ও প্রীতি সঞ্চার হইতে থাকে। এই সকল পরম কল্যাণ সাধনার্থেই এই সমাজ এই ১১ মাঘে এই স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। এই পরিশুদ্ধ ধর্ম্মে এতদ্দেশীয় লোকের অনুরাগ উৎপন্ন হইলেই সমাজ সংস্থাপক মহানুভাব পুরুষের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। যিনি এমন মহোপকারী মহা সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন এবং এই পরম পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারার্থে সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়াছেন ও তন্নিমিত্ত অশেষ ক্লেশ ও দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, অদ্য তাঁহাকে স্মরণ হইলে কাহার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র না হয়?—অদ্য রামমোহন রায়ের নাম উচ্চারণ না করিয়া এবং অম্লান বদনে মুক্তকণ্ঠে বারম্বার তাঁহার সাধুবাদ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না। আমরা তাঁহার নিকট যেরূপ ঋণপাশে বদ্ধ রহিয়াছি, তাহা হইতে কিরূপে মুক্ত হইব? কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার অভীষ্ট কার্য্য সাধনই সে ঋণ পরিশোধের অদ্বিতীয় উপায়। একারণ তাঁহার অভিলষিত ব্রাহ্মধর্ম্ম, অদ্য এই নানা স্থানে রোপিত হইতেছে, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই পবিত্র সমাজের অনুরূপ অন্য অন্য সমাজ নানা স্থানে সংস্থাপিত হইতেছে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। বর্দ্ধমান, অম্বিকা, কৃষ্ণনগর, ভবানীপুর, মেদিনীপুর, ও জগঙ্গলে যে এইরূপ পুণ্যধাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং অন্যত্র হইবারও কল্পনা হইতেছে, ইহা ব্রাহ্মদিগের অপার আনন্দের বিষয়। এই সকল সুলক্ষণ সন্দর্শন করিয়া আমারদের অন্তঃকরণ আশা ও ভরসায় পূর্ণ হইতেছে এবং উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। হে পরমাত্মন্! এমন শুভ দিন কত দিনে উপস্থিত হইবে, যে এখন আমারদের দেশ এইরূপ পুণ্য-ধামে পরিপূর্ণ হইবেক, আমারদের আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, প্রতিবাসি সকলে আমারদের সহিত সম্মিলিত হইয়া তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত ও অনুরক্ত হইবে, এবং এ দেশের সকল ভাগে, সকল নগরে, সকল গ্রামে, বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে, দিবসে দিবসে তোমার অপার মহিমা বর্ণিত ও তোমার অনুপম গুণানুকীর্ত্তন কীর্ত্তিত হইবে,—হে পরমাত্মন্! এমন শুভ দিন কত দিনে উপস্থিত হইবে।

পদার্থবিদ্যা

বক্র গতি

সরল গতির প্রকরণে লিখিত হইয়াছিল, "কোন বস্তু এক শক্তি দ্বারা এক দিকে চালিত হইলে ঠিক সেই দিকেই চলে।" তবে কামানের গোলা ও বন্দুকের শর চলিতে চলিতে যে বক্র হইয়া পড়ে, তাহার কারণ, গোলা ও শর কামান ও ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া যখন সম্মুখ দিকে চলিতে থাকে, তখন পৃথিবী উহারদিগকে অন্য দিকে অর্থাৎ স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে; এই নিমিত্ত উহারা দুই শক্তির বশীভূত হইয়া বক্রভাবে গমন করিতে করিতে পৃথিবীতে পতিত হয়। যদি পৃথিবী উহারদিগকে

ণী শক্তি অধিক, সেই অংশ সুতরাং অধিক স্ফীত হইয়া উঠে। বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, ভূমণ্ডলের মধ্যদেশ অর্থাৎ নিরক্ষ প্রদেশ যে তাহার উভয় পার্শ্ব অর্থাৎ সুমেরু ও কুমেরু প্রদেশ অপেক্ষায় স্ফীত, তাহারও কারণ এই। ভূমণ্ডল প্রতিদিবস আবর্ত্তন করিতেছে, সুতরাং তাহার মধ্যদেশের কেন্দ্রবর্ত্তিনী শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এই নিমিত্ত তাহার মধ্যদেশ প্রায় ১২ ক্রোশ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। বৃহস্পতি ও শনি এই পৃথিবী অপেক্ষায় দ্রুত বেগে ঘূর্ণিত হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারদের মধ্যদেশ পৃথিবী অপেক্ষাও অধিক স্ফীত হইয়াছে।

ধর্ম্মনীতি

১৬৪ সংখ্যক পত্রিকার ১১৩ পৃষ্ঠার পর

উদ্বাহ সম্বন্ধ বিষয়ে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে স্ত্রী পুরুষে পরস্পর যেরূপ ব্যবহার করা উচিত এক্ষণে তদ্বিষয়ের বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে। যখন তাঁহারা ধর্ম্ম নিয়মে উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইলেন, তখনই তাঁহারদের চিরসম্বন্ধ [illegible] অবশ্য-প্রতিপালন [illegible] হইল। তদবধি [illegible] উভয়ে সুখ দুঃখের ভাগী হইলেন, এবং [illegible] বিশেষ রূপ [illegible] করিলেন। মানুষের পথ, যেখানে আর আনন্দ বর্দ্ধন ও কল্যাণ সাধন করা স্বামির কর্ত্তব্য, এবং সর্ব্ব প্রকারে স্বামির আজ্ঞা ও হিত চেষ্টা করাও স্ত্রীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তিনি প্রাণনাথ স্বামির অনুগত হইবেন ও সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার হিত কর্ম্ম করিবেন, এবং প্রিয় বচন ও প্রিয় কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে সতত সন্তুষ্ট রাখিবেন। পত্নীকে আপনার ইন্দ্রিয়-সেবার সাধন জ্ঞান করা মূঢ়তা ও অসভ্যতার লক্ষণ। যথোচিত শিক্ষা দান দ্বারা তাহার বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উন্নত ও কুসংস্কার সংস্থাপিত, ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায়ের উপদেশ দেওয়া উচিত এবং যাহাতে সেই সমুদায় নিয়ম প্রতিপালনে তাহার যত্ন ও অনুরাগ হয় ও করুণাকর পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহার চেষ্টা করা স্বামির পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে বিষয়ের আলোচনা ও অনুষ্ঠানে আনন্দ জন্মে, তাহাকে সে বিষয়ের রসাস্বাদ প্রদান করিলে আপনার সে আনন্দ দ্বিগুণ করা হয়। ফলতঃ, স্ত্রী পুরুষ উভয়ে সুশিক্ষিত হওয়া অশেষ সুখের বিষয়। সৎপ্রসঙ্গ ও সৎকথার আলোচনায় পরস্পর প্রীতি বৃদ্ধি হয়, পরিবার মধ্যে যে সকল বিবাদ কলহ ঘটনার সম্ভাবনা আছে তাহার অনেক নিবারণ হয়, এবং যদি কদাপি তাঁহারদের মধ্যে কোন অনৈক্য স্থল উপস্থিত হয়, অবিলম্বে তাহা ভঙ্গ হইয়া যায়। যে প্রীতিবদ্ধ জ্ঞানাপন্ন দম্পতী স্ব স্ব সাংসারিক কার্য্য সমাপন পুরঃসর সায়ং কালে একত্র উপবিষ্ট হইয়া উভয়ে ইতিহাস, ধর্ম্মনীতি বা পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক কোন উৎকৃষ্ট পুস্তক আবৃত্তি করিয়া জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য বিশ্বকার্য্য ও তাঁহার বিশ্ব-পরিপালনের পরম সুন্দর প্রণালী বিষয়ে কথোপকথন করিয়া তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে কাল হরণ করিতে পারেন, তাঁহারদের তৎকালীন সুখ স্মরণ করিলেও সুখী হইতে হয়।

ফ্যাবুস খোবর্গ-নিবাসী ফিওপোলড ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মার্গট্* এবিষয়ের উত্তম উদাহরণস্থল। মার্গট্ নানা বিদ্যায় বিদ্যাবতী ছিলেন। তিনি ইংরাজি, লাটিন, গ্রীক, ফরাসিস, জর্ম্মান ও ইটালিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং ভূগোল, জ্যোতিষ, পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত, শিল্পবিদ্যা, কৃষি বিদ্যায়, পরিপ্রেক্ষিত, পুরাবৃত্ত, রাজনীতি, ধর্ম্মমার্গ বিষয় শিক্ষা ও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তিনি চিত্রবিদ্যায় সুনিপুণ ও চিত্রকার্য্যে অনুরক্ত ছিলেন, এবং

* [illegible] দেশে অর্থাৎ [illegible]

নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, পশু পক্ষ্যাদির অকৃত্রিম শোভা সন্দর্শন করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সমুদ্র তটে ও পল্লিগ্রামে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তৎসংক্রান্ত বস্তু বিশেষের তত্ত্বানুসন্ধান ও অকপট হৃদয় গ্রাম্য লোকদিগের সহিত কথোপকথন বিষয়ে তাঁহার অতিশয় আমোদ ছিল। তাঁহার স্ত্রীরও এই সমস্ত বিষয়ে অনুরাগ ছিল, অতএব উভয়েই গীতবাদ্য, চিত্রকর্ম্ম, উদ্যানের কর্ম্ম এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ক প্রসঙ্গ করিয়া পরম সুখে সময় ক্ষেপণ করিতেন। বিশেষতঃ, তৎপ্রদেশে যে পুস্তকালয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক ছিল, তাহাই তাঁহাদের পরস্পর উপদেশ প্রদান ও প্রতি দিনের প্রধান আমোদের স্থান ছিল। তাঁহারা প্রীত মনে সর্ব্বদা সে স্থানে যাতায়াত করিতেন। তাঁহারা যেমন একত্র আমোদ প্রমোদ অভ্যাসাদি করিতেন, সেই রূপ একত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানও করিতেন। তাঁহারা ঐক্য হইয়া স্বীয় পরিবার মধ্যে পরমেশ্বরের উপাসনা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পরিবারস্থ অন্য অন্য সকলে তাঁহারদের সহিত একত্র মিলিত হইয়া এক ভাবে জগৎপাতা জগদীশ্বরের আরাধনা করিতেন। অতএব স্ত্রীপুরুষে পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এবং উভয়ে সুশিক্ষিত ও একধর্ম্মানুরক্ত হওয়া কি রূপ সুখের বিষয়, গুণসাগর লিওপোল্ড ও তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা সার্লট্ তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত-স্থল।

এক্ষণে আমারদিগের দেশ যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাহাতে স্বামী স্বীয় পত্নীকে শিক্ষা দান না করিলে আর উপায় নাই। স্ত্রীগণ পিতৃ-গৃহে শিক্ষা পায় না, এবং যদিও এক্ষণে কেহ কেহ আপন কন্যাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বিদ্যা বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। একারণ, তাহারা কি রূপে গৃহ কার্য্য যথা বিধানে সম্পাদন করিতে হয় এবং কি রূপেই বা সন্তানদিগকে উচিতমত শিক্ষা দান ও প্রতিপালন পূর্ব্বক ধর্ম্ম-পথে প্রবৃত্ত করিয়া বিনীত করিতে হয়, কিছুই জানে না। ইহাতে, স্বামী ও ভার্য্যা উভয়কেই নানা বিষয়ে অসুখী থাকিতে হয়, সন্তান সকল অবিনীত ও অসচ্চরিত্র হইয়া পিতা মাতার অশেষ প্রকার ক্লেশ উৎপাদন করে, এবং পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের দোষে অন্য অন্য পরিজনেরাও নানা বিষয়ে অসন্তুষ্ট থাকে হয়। অতএব, স্ব স্ব সহধর্ম্মিণীকে বিদ্যা রূপ সুধারসের আস্বাদ-গ্রহে সমর্থ করিতে যত্ন করা স্বামিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দম্পতীর পরস্পর ব্যবহার বিষয়ে যে কিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহাতে ব্যভিচার-দোষ যে উভয়ের পক্ষে অতি নিষিদ্ধ বিষম বিগর্হিত কর্ম্ম ইহা বলা বাহুল্য। এমন কি, ব্যভিচার-দোষ অবলম্বন করিলে পরম পবিত্র উদ্বাহ-সূত্র একেবারে ছেদ করা হয়। পাণিগ্রহণ কালে দম্পতীকে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইতে হয়, তন্মধ্যে এই প্রতিজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ। এ প্রতিজ্ঞার অনাদর করিলে আর আর সমুদায় প্রতিজ্ঞার মূলোৎপাটন করা হয়। পুণ্যশীল পতি ও পতিব্রতা পত্নী পরম পবিত্র প্রণয় পাশে বদ্ধ হইয়া ও সুকোমল কমল-কলিকা তুল্য সরলস্বভাব শিশুমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া যে আত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সুখামৃত-রসে অভিসিক্ত থাকিতে পারেন, ঐ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে সে সুখে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিতে হয়। যে নরাধম এরূপ পরিশুদ্ধ পরিবারের অমূল্য সুখ-রত্ন একেবারে হরণ করে, তাহার অপেক্ষা মহাপাতকী আর কে আছে? চৌরও তাহার ন্যায় পাপিষ্ঠ নহে, দস্যুও তাহার ন্যায় দুরাচার নহে। যে নরাধম রিপু বিশেষের বশীভূত হইয়া কোন স্ত্রীর সেরূপ অমূল্য নিধি বিনষ্ট করে, তাহার পাপের তুলনায় চৌর ও দস্যুর পাপও অল্প করিয়া মানিতে হয়। সে দুর্ম্মতি দানব কেবল প্রণয় ধন হরণ করে এমত নহে, দম্পতীর প্রণয়াঙ্কুর পুনর্ব্বার উৎপাদন করিবার শক্তি পর্য্যন্ত বিনাশ করে। যে ব্যক্তি আপনার দুষ্ট বুদ্ধি রূপ প্রখর অস্ত্র হস্তে লইয়া পরস্পর প্রণয়-বদ্ধ দম্পতীর সুখ-লতা ছেদ করিতে উদ্যত হয়, এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে পারে, অদ্যাবধি ইহাঁরদের এ সাধের

তিবন্ধ গুণশীল ব্যক্তি পরস্পর প্রণয় সঙ্কল্প করিয়া জীবনের মত উদ্বাহ-ব্রতে ব্রতি হইয়াছেন, এবং স্বকীয় ধন জনাদি যাবতীয় বিষয়ে তুল্য রূপে অনুরক্ত হইয়া, এবং স্বস্ব-স্বভাব সিদ্ধ সন্তানদিগের অনতিবিকসিত মুখারবিন্দ স্নেহে অবলোকন করিয়া, আপনারদের প্রণয়পুষ্প দিন দিন প্রস্ফুটিত করিতেছেন, তাঁহারা কি কখন এই অমূল্য প্রণয়-রত্ন একেবারে ভঙ্গ করিতে প্রার্থনা করিতে পারেন? এরূপ ক্রুর কর্ম্ম যে কদাপি তাঁহারদের অভীষ্ট নহে, জীবনের পতি স্বরূপ স্বামি বিয়োগে পতিব্রতা নারীর দুঃসহ শোকানল সন্দীপন, এবং পতিপ্রিয়া প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগ হইলে এক পত্নী-পরায়ণ প্রেমানুরাগি পতির আন্তরিক যন্ত্রণা ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অতএব, যাঁহারদের উদ্বাহ-ক্রিয়া বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয়, তাঁহারা কদাপি তাহা ভঙ্গ করিতে চাহেন না। কেবল, যাঁহারদের পাণিগ্রহণ পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে সম্পন্ন না হয়, যাঁহারা অসংসক্ত অথবা পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাক্রান্ত, তাঁহারাই উদ্বাহ-ক্রিয়াকে দুর্ব্বহ ভারতুল্য জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হন। যাঁহার কাম রিপু আসঙ্গলিপ্সা, অপত্য-স্নেহ ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অপেক্ষায় প্রবল, তিনিই উদ্বাহ-বন্ধনকে কারা বন্ধন সদৃশ জ্ঞান করিয়া তৎসংক্রান্ত নিয়ম সমুদায় লঙ্ঘন করিতে থাকেন, অথবা তাহা হইতে একেবারেই মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। ফলতঃ, এরূপ দুষ্কর্ম্মশালি দুঃশীল ব্যক্তির সহিত যাবজ্জীবন একত্র সহবাস করাও দুঃসহ দুঃখের বিষয়। অতএব, এই শেষোক্ত প্রকার দম্পতীদিগের পরস্পর পৃথক্ হইবার বিষয় পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, ব্যভিচার দোষ ভর্ত্তা ও ভার্য্যার পক্ষে অতি গর্হিত কর্ম্ম। এ পাপে রত হইলে উদ্বাহ-বন্ধন একেবারে ছেদন করা হয়। যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে এক জন ব্যভিচার রূপ বিষম পাপ অবলম্বন করেন, আর তাঁহার পতি অথবা পত্নী যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে রাজনিয়ম বা অন্য প্রকার শাসন দ্বারা নিবারণ করা কোন মতেই উচিত নহে। এ প্রকার ব্যভিচারি ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করাতে কোন ক্রমেই তাঁহার পাতিত্য হয় না, বরং পুণ্য কর্ম্মই উৎপন্ন হয়।

যদি কাহারও ভর্ত্তা বা ভার্য্যা গুরুতর দোষে দোষি হইয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন, আর তাঁহার পত্নী বা পতি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে মানস করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিষেধ করা কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ এরূপ প্রসিদ্ধ পাপাসক্ত ব্যক্তির ভর্ত্তা বা ভার্য্যা রূপে পরিজ্ঞাত থাকা নিষ্পাপ নির্দ্দোষ ব্যক্তির পক্ষে দুঃসহ দুঃখের বিষয়। রাজশাসন ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়াই উচিত। আমেরিকার অন্তঃপাতি মেসাচুসেটস্ নামক রাজ্য-খণ্ডে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে, যে যদি স্ত্রী অসতী বা স্বামী ব্যভিচারী হন, অথবা স্বামির পুরুষত্ব-হানি অথবা স্বামী বা স্ত্রীর তদ্রূপ অন্য কোন শারীরিক দোষ উৎপন্ন হয়, কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে এক জন কোন গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করাতে রাজবিচারে সাত বৎসর বা তদপেক্ষা অধিক কাল অথবা চির জীবন পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ থাকিয়া ক্লেশকর পরিশ্রম করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেক। কিন্তু

এতদ্দেশীয় রীতি নীতি এ বিষয়ে অতিরূপ বিরুদ্ধ, যে যদি কাহারও স্বামী গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া স্বদেশ হইতে চির জীবনের মত নির্ব্বাসিত হয়, এবং জীবনাবধি তাহার আর মুখাবলোকনের সম্ভাবনা না থাকে, তথাপি সে স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে না, তাহাকে যাবজ্জীবন অভাগিনী বিধবাদিগের ন্যায় ব্যবহার করিয়া মনোদুঃখে কাল ক্ষেপণ করিতে হয়। অনর্থক এরূপ দুঃখ ভোগ করা কদাপি পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে।

যে দম্পতীর মনের ভাব পরস্পর এত বিভিন্ন, যে তাঁহারা অহরহ কেবল কলহ

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় বক্তৃতা

১১ মাঘ ১৭৭৪ শক

ধন্য পরমেশ্বর! যে আমি পুনরায় সম্বৎসর পরে এই সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজে সমাগত হইয়া তাঁহার অপার গুণানুবাদ শ্রবণ মননে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। ধন্য সেই বিবিধ বিদ্যা বিশারদ জনপদ-হিতৈষী দূরদর্শী বিচক্ষণ মহৎ ব্যক্তি! যিনি এপ্রদেশে জ্ঞানানুকূল ক্রিয়ানুষ্ঠানের অত্যন্ত অনাদর দর্শনে মনে ক্লেশ ভাবিয়া তৎ প্রতীকারার্থ অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা দিগ্‌দেশান্তর হইতে জ্ঞান-প্রতিপাদক গ্রন্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক এতদ্দেশে পরম সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সূত্রপাত করিয়াছেন, এবং জন্মত-বিরোধি প্রবল শত্রু দলকে আপনার আশ্চর্য্য বুদ্ধি বলে পরাভব করিয়া, সর্ব্বসাধারণ কল্যাণপ্রদ এই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন পূর্ব্বক আমারদিগের পরম উপকার করিয়াছেন। ধন্য সেই তৎকালবর্ত্তী গুণিগণাগ্রগণ্য পরম মান্য সুধীবর! যিনি বহু কালাবধি এই সমাজের আচার্য্য পদারূঢ় হইয়া জন সমূহের মনঃক্ষেত্রে এক অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের ভক্তি বীজ বপন করিয়া উক্ত মহাজনের মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন। ধন্য সেই পরম সরল সত্য ব্রত সাধু বন্ধু! যিনি মধ্যে এই সমাজের অত্যন্ত অবসন্নাবস্থায় স্বীয় যত্ন দ্বারা তৎকারণ নিরাকরণ করিয়া সমাজের ক্রমশ উন্নতি বৃদ্ধি দ্বারা আমারদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে যে এই সমাজের পূর্ব্বাবস্থাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থান হইয়াছে, ইতস্তত নেত্র পাত মাত্রেই তাহা স্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ হয়। এতদ্দেশে অনেকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মাচরণে যত্নবান্ হইয়া পরমোৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। অম্বিকা কালনা, জগদ্দল, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ভবানীপুর, এই সকল স্থানে এতদ্রূপ সমাজ সংস্থাপন করিয়া লোক সকল ঈশ্বরোপাসনায় মনকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। আহা! সত্যের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! আমারদিগের এই সনাতন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, এ প্রদেশীয় প্রচলিত প্রথানুগত নানা কুসংস্কারাবিষ্ট শত্রু সমূহের বিদ্বেষাদি বিষম বিষময় বাণ প্রতিক্ষণ সহ্য করিয়াও সূর্য্যের জ্যোতিঃ প্রকাশের ন্যায় সর্ব্বোপরি পরিশুদ্ধরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই পরম ধর্ম্মকে সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ রূপ সুচারু চতুর্ব্বর্গ রসাল ফল শোভিত সুরম্য কল্পতরু স্বরূপ জানিয়া সাংসারিক পথ শ্রান্তি-শান্তির কারণ তদাশ্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক চরিতার্থ হ-

হইতেছেন। অতএব, হে প্রিয়তম সুহৃদ্গণ! নিতান্ত নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ানুকূল ব্যাপারে নিমগ্ন-চিত্ত না হইয়া সর্ব্ব সুখ-সম্পাদক এই সাধু ধর্ম্ম সাধনে এবং সাধ্যানুসারে ইহার উন্নতি কল্পে সাহায্য কর যদ্দ্বারা এই পবিত্র সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া জ্ঞান দান দ্বারা সর্ব্ব সাধারণের পরম সুখ বিধানে সমর্থ হইতে পারেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা

৭ মাঘ ১৭৭৪ শক

যস্মাদর্বাক্ সম্বৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।

যাঁহার নিয়মে সম্বৎসর অহোরাত্রের সহিত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এইক্ষণে সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা জগদীশ্বরের মঙ্গলাকর নিয়মে শীত ঋতু উপস্থিত। কিছুকাল গত হইল, বসন্তের প্রত্যেক হিল্লোলে আমারদিগের ঘর্ম্মাক্ত কলেবর শীতল হইয়া পরম সুখানুভব হইত, এক্ষণে তাহাই বর্ত্তমান হওয়াতে, আমরা শরীরকে নানা বিধ আচ্ছাদন দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। এতদ্দেশে শীতের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্তু হিম-প্রধান দেশে শীতের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব, যে নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ সমুদায় ঘন তুষার দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকে, ও অবনী মনোহর শ্যামল বেশ পরিহার পূর্ব্বক তুষার রূপ শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করে। ইহা মনে রাখা উচিত, যে জগদীশ্বর আমারদিগের মঙ্গলের নিমিত্তই সমুদায় পদার্থ সৃজন করিয়াছেন। সম্বৎসর ক্রমাগত গ্রীষ্ম সহ্য করিতে হইলে আমারদিগের শরীর নির্ব্বীর্য্য ও ক্ষয়-প্রায় হইত, এই নিমিত্ত তিনি শীত ঋতুর বিধান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমারদিগের বলাধান ও পুষ্টি বর্দ্ধন হইতেছে ও আমরা নানা বিধ শ্রম-সাধ্য কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইতেছি। পরন্তু তিনি যেমন শীত ও নীহারের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি তাহার নিবারণ জন্য কি সুচারু উপায় সমুদায় ব্যবস্থিত করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্য যদিও বিবস্ত্র হইয়া সংসারে প্রবেশ করেন, তথাপি পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাঁহাকে যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন ও তাঁহার সম্বন্ধে বাহ্য বস্তু সমুদায় যেরূপ আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি শীত ঋতু নিবারণোপযোগী উত্তম উত্তম বসন প্রস্তুত করিয়া স্বচ্ছন্দরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়েন। অন্যান্য জন্তুর প্রতিও তিনি সমান রূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

অত্যন্ত হিম-প্রধান দেশ সমূহে গ্রীষ্ম কালেই প্রচুর উদ্ভিজ্জাদি উৎপন্ন হয়, কিন্তু শীত ঋতু উপস্থিত হইলে পৃথিবী শূন্য মরুভূমি-প্রায় হইয়া যায়, অতএব সেই সময়ে ইতর জন্তুদিগের জীবন ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু দয়াবান্ পরম পুরুষ এই দুঃসহ হিম সময়ে ক্ষীণ দেহধারি অসংখ্য পশু, পক্ষি, কীট সকলকে কি প্রকারে রক্ষা করিতেছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অনেক চতুষ্পদের লোম গ্রীষ্ম কালে গাত্র হইতে স্খলিত হয় ও শীতের আগমনে প্রচুর রূপে জন্মে, সুতরাং সেই সুদৃঢ় ঘন লোমাবলি দ্বারা আবৃত হইয়া তাহারা অনায়াসে দিন পাত করে। কতক গুলিন পশু শীতের পূর্ব্বে আহার সঞ্চয় করিয়া রাখে ও শীত উপস্থিত হইলে স্বীয় বিবর হইতে আর বাহির হয় না, ও কোন কোন জন্তু শৈত্যের আধিক্য প্রযুক্ত অবশাঙ্গ ও মৃত্যু-প্রায় হইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকে। শেষোক্ত জন্তুরা হেমন্তের পূর্ব্বে প্রত্যেকে পত্র ও শৈবাল-নির্ম্মিত এক এক শয্যা প্রস্তুত করে ও গর্ত্তের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তথায় শয়ান হইয়া এক প্রকার সুষুপ্তাবস্থায় কাল যাপন করে। কিছু মাত্র আহার করে না, তথাপি তাহাতে কৃশাঙ্গ না হইয়া বরং শীত ঋতুর অবসানে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। কিন্তু উল্লিখিত হিম-প্রধান দেশে পক্ষিরা অতি আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করত স্বীয় দেহকে রক্ষা করে। শীতের প্রারম্ভে বা তাহার কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে তাহারা অনেকে দলবদ্ধ হইয়া উষ্ণতর দেশে যায়, ও বহু নদ নদী ও কখন

কখন বিস্তীর্ণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যে দেশে তৎকালে প্রচুর শস্যাদি খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথায় উপনীত হইয়া কতিপয় মাস বাস করে, ও শীতের শেষে ও বসন্ত কালের সুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হইলে আপনারদিগের জন্ম স্থানে পুনরাগমন করে। কতক গুলিন বিহঙ্গম বৃক্ষ বা পুরাতন অট্টালিকার কোটর বা ভূমিস্থ গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করে এবং তথায় পরস্পর চঞ্চু দ্বারা যুক্ত হইয়া অচেতনাবস্থায় কাল হরণ করে। মধুমক্ষিকারা গ্রীষ্মের শেষে শীত কালের নিমিত্তে উপযুক্ত মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে, ও অত্যন্ত পরিমিত ব্যয় পূর্ব্বক তাহাতেই দিন পাত করে। পরন্তু তাহারা শীত নিবারণ জন্য কতিপয় পুষ্প ও বিষাক্ত লতা হইতে এক প্রকার নির্য্যাস আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা আপনারদিগের মধু ক্রমের প্রত্যেক সূক্ষ্ম ছিদ্র পর্য্যন্ত পূরণ করে। অতএব যখন জ্ঞান-শূন্য ইতর জন্তুরা এমত সুচারু উপায় দ্বারা শীত ও নীহার হইতে স্বীয় দেহকে রক্ষা করিতেছে, তখন ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে করুণাময় পরমেশ্বর ঐ সমস্ত উপায় জ্ঞান তাহারদিগের স্বাভাবিক সংস্কারারূঢ় করিয়া দিয়াছেন। ইহা কখনই অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না, যে পশুরা ভাবি শীত কালে খাদ্য সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হইবে ইহা বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া, তাহার পূর্ব্বে আহার সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত থাকে, ও পক্ষিরা নীহারের শেষে উপযুক্ত ফল শস্যাদি সত্ত্বেও কিছু দিবস গতে দারুণ তুষার সময় উপস্থিত হইবে এই ভয়ে স্থানান্তরে পলায়ন করে, কারণ তাহারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও দূরদৃষ্টি কিছুই নাই, তাহারা যাহা কিছু করে, তাহা সংস্কার বিশেষের বাধ্য হইয়াই করে এবং এক এক জাতি আবহমান কাল পর্য্যন্ত এক এক নির্দ্দিষ্ট রীত্যনুসারে স্বীয় স্বীয় প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকে। পরন্তু যখন বিহঙ্গেরা উষ্ণ দেশে গমনার্থ যাত্রা করিয়া আকাশ পথে উড্ডীয়মান হয়, তখন কে তাহারদিগকে পথ প্রদর্শন করে? তাহারা কি প্রকারেই বা জানিতে পারে, যে পৃথিবীর কি পশ্চিমে, [illegible] কোনাংশে [illegible] রূপের বাস-যোগ্য উত্তম স্থান আছে? পথি মধ্যে তাহারা কি রূপে প্রাণ ধারণ করে, ও কাহার দ্বারাই বা চালিত হইয়া তাহারা কতিপয় দিবস ক্রমাগত এক দিকেই গমন করিতে থাকে, ও অবশেষে ঠিক সেই দেশে উত্তীর্ণ হয়? এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে, যে জগদীশ্বর পশু পক্ষ্যাদি জন্তুদিগকে এমত এক এক স্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, যে তাহার বশবর্ত্তি হইয়া তাহারা জীবনের সমস্ত সুখ প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপ আশ্চর্য্য সংস্কার বশতঃ বিহঙ্গেরা শীতের পূর্ব্বে শীতল দেশ হইতে গ্রীষ্ম দেশে গমন করে ও গ্রীষ্ম কালের প্রারম্ভে তথা হইতে প্রত্যাগমন করে। ইহারি অনুযায়ী হইয়া বাবুই পক্ষী তাহার অত্যাশ্চর্য্য নীড় নির্ম্মাণ করে ও অনেকানেক পশুরা আহার সঞ্চয় করত গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া শীত ঋতুর দুঃসহ শিশির হইতে স্বীয় দেহকে রক্ষা করে। করুণাকর জগৎপিতা পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণিদিগকে এই প্রকারে কি সুচারু রূপে আহার দান ও শীত হইতে রক্ষা করিতেছেন। "য ঈশেহস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ" যিনি দ্বিপদ চতুষ্পাদ সকলের নিয়ন্তা, যিনি "সন্নাহ্যং ধমতি সম্প্রযুক্তো" যিনি মনুষ্য দেহে বাহু সংযোগ করেন ও পক্ষি শরীরে পক্ষ সংযোগ করেন, তিনি অতি ক্ষুদ্রতম কীটকেও কখন বিস্মৃত হয়েন না, কারণ তিনি তাহাকেও তাহার আত্মরক্ষা ও জীবন ধারণোপযোগী সমোচিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রদান পূর্ব্বক দেহযাত্রার সমস্ত সুখ বিতরণ করিতেছেন।

যিনি "সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" সকলেই যাঁহার বশে রহিয়াছে, যিনি সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের অধিপতি, তিনি অপার মঙ্গল স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ। অতএব তাঁহার জগতে প্রাণীরা তাঁহার নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিলে যে দুঃখ পাইবে তাহার সম্ভাবনা কি? অন্যান্য জন্তুদিগকে তিনি যে স্বাভাবিক সংস্কার দিয়াছেন, তাহা হইতেই তাহারা আপনারদিগের ভক্ষ্যাভক্ষ্য, বাসস্থান নির্ম্মাণ করণ ও শীত নিবারণোপায় সমুদায় আপনা হইতেই জ্ঞাত

আছে, সুতরাং তাঁহারদিগের কোন অংশে ভ্রম হইয়া দুঃখোৎপত্তি হইবার বিষয় নাই। কিন্তু মনুষ্যের প্রতি তাঁহার কি অপার দয়া! তিনি তাঁহাকে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন, তাহারদিগের যথোচিত চালনা দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া তাহারদের অনুগামী হইলে তাহার অনায়াসে সুখোৎপত্তি হইতে পারে। পরমেশ্বর যে স্বাস্থ্যের নিয়ম মনের নিয়ম ও ধর্ম্মের নিয়ম তাঁহার সকল বিষয়ে প্রাকৃতিক দিয়াছেন, তদনুসারে কর্ম্ম করিলে সেই পরিমাণে সুখ ভোগ বিষয়ে সুগম পথ উপস্থিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব আমারদিগের সকলের উচিত, যে করুণাকর সৃষ্টিকর্ত্তার সমুদায় আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক অপার শারীরিক ও মানসিক সুখ সম্ভোগ করি ও অক্ষয় তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইয়া মনের সহিত তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করি।

নিবাধই গ্রামস্থ বিদ্যালয়

এক্ষণে আমারদের দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে গ্রামস্থ লোকেরা ঐক্য হইয়া স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন না করিলে, অপর সাধারণ সকলের বিদ্যাশিক্ষা সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ সন্তান সন্ততিদিগকে যেমন অন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ তাহারদের নীতিমত শিক্ষা প্রাপ্তিরও সদুপায় করা বিধেয়। এতদ্দেশীয় অনেক জন কোন কোন ব্যক্তির এ বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত যত্ন ও মনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থানে পাঠশালা সংস্থাপনের সংবাদও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি বারাসত জেলার অন্তঃপাতি নিবাধই গ্রামস্থ বিদ্যালয়ের বিবরণ অবগত হইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হওয়া গেল। তথায় ইংরেজী বাঙ্গলা ও কিছু কিছু সংস্কৃতও অধ্যয়ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তথাকার ছাত্রেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তদুপযোগি অন্য অন্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া থাকে, ইহা পরম সুখের বিষয়। অন্য অন্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা বিষয়ে তদীয় অধ্যক্ষদিগের তাদৃশ মনোযোগ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এ বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষার সমধিক অনুশীলন হইয়া থাকে। বোধ হইতেছে, স্বদেশীয় ভাষা অভ্যাস করা যে অত্যন্ত শ্রেয়স্কর ও নিতান্ত আবশ্যক, এবং যাহাতে বাল্যকালাবধি পরমেশ্বরে ভক্তি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে অনুরাগ হয় তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য, এই দুই বিষয় উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা দৃঢ়রূপ প্রতীতি করিয়া বালকদিগকে তদনুরূপ শিক্ষা দানের সূত্রপাত করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয় সংক্রান্ত একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয়ও স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া পুস্তক সংগৃহীত হইতেছে।

উক্ত গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত আছে, তথায় কয়েকটি বালিকা যথা নিয়মে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। অন্য অন্য স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন উপলক্ষে যেরূপ বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল, নিবাধই গ্রামে এ বিষয়ে সেরূপ কলহ ঘটনা হয় নাই। যাঁহারা আপন আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগকে তথায় প্রেরণ করেন, অন্যে তাঁহারদের প্রতি তাদৃশ বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না। অপর কোন গ্রামস্থ লোকদিগের এরূপ অকুটিল ভাব দৃষ্টি করা যায় না।

এই দুই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের যেরূপ মহৎ অভিপ্রায়, তদুপযোগী অর্থ নাই। তবে কেবল তাঁহারদের, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ দত্তের যত্ন ও উৎসাহে এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এই দুই বিদ্যালয়কে আপন জীবন তুল্য জ্ঞান করিয়া তাহার উন্নতি সাধনার্থে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন, এবং তৎসংক্রান্ত কোন বিষয় সিদ্ধ হইলে আপনাকেই চরিতার্থ বোধ করেন। জ্ঞান প্রচার বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ উৎসাহকে সকলের আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত।

দীপমক্ষিকা।
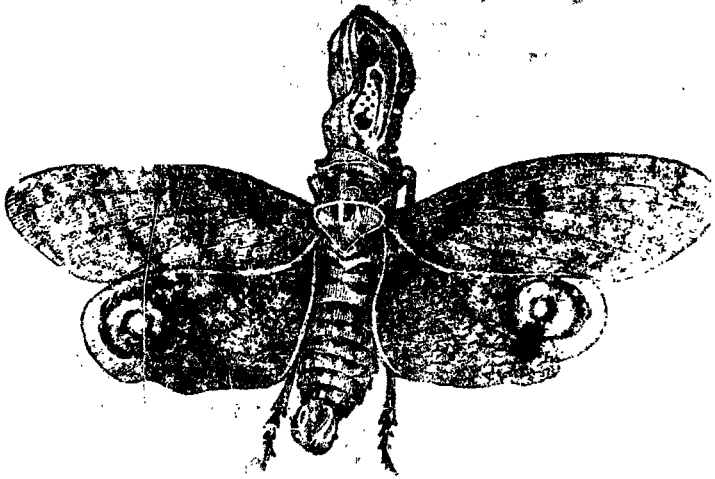
জগদীশ্বর যত স্থানে কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন,এবং কত বস্তুকে কত প্রকার মনোহর শোভাতেই বা শোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। এ দেশে জন্তুর মধ্যে কেবল খদ্যোতিকাকে অন্ধকারে দীপ্তি পাইতে দেখা যায়। অন্ধকারময় রজনীতে খদ্যোত-পরিবেষ্টিত বৃক্ষ সমুদায় পরম সুদৃশ্য। বোধ হয়, যেন অগণ্য হীরক-খণ্ড বৃক্ষোপরি শোভা পাইতেছে। কিন্তু এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে পরম সুন্দর পতঙ্গের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, তাহার প্রখর জ্যোতি দৃষ্টি করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাহার নাম দীপমক্ষিকা। এক এক টা দীপমক্ষিকার এত আলো,যে তাহাতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর পড়িতে পারা যায়, এবং কোন কাষ্ঠখণ্ডের অগ্রভাগে কয়েকটা একত্র বদ্ধ করিলে, প্রায় মশালের ন্যায় দেখায়। এই প্রখর জ্যোতি তাহাদের মস্তক হইতে নির্গত হইয়া থাকে। মস্তক দীর্ঘাকার,মৎস্যের পটকার ন্যায় বক্র এবং অল্প অল্প লোহিত ও হরিত বর্ণ বিন্দু চিহ্নিত। শরীরের অবশিষ্ট ভাগও এই সকল বর্ণে সুশোভিত,কিন্তু মস্তক অপেক্ষায় আর আর অঙ্গের বর্ণ অধিক উজ্জ্বল।

মেরিয়ান নামে এক বিবি পতঙ্গ জাতির বিস্তর বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি দীপমক্ষিকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিয়াছেন, "আমেরিকার আদিম নিবাসি কতিপয় ব্যক্তি আমাকে কতক গুলি দীপমক্ষিকা আনিয়া দিয়াছিল। আমি এক টা বাক্স মধ্যে তাহারদিগকে রাখিয়াছিলাম, তখন তাহারদের এই জ্যোতিঃ-প্রকাশকতা গুণ জানিতে পারিনাই। রাত্রি কালে শয়ন করিয়াছিলাম, হঠাৎ এক টা শব্দ শ্রবণ করিয়া শয্যা হইতে লাফ দিয়া পড়িলাম। ঐ বাক্স হইতে শব্দ নির্গত হইতেছে, ইহা নিরূপণ করিয়া সত্বর তাহা উদ্‌ঘাটন করিলাম। উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখি, তাহা হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় নির্গত হইতেছে। ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া বাক্স ফেলিয়া দিলাম। কিঞ্চিৎ পরেই আমার বিস্ময় দূর হইল,তখন এই আশ্চর্য্য জ্যোতির পরীক্ষা করিতে করিতে দীপমক্ষিকাদিগকে পুনর্ব্বার সংগ্রহ করিলাম।"

দীপমক্ষিকা অনেক প্রকার। তন্মধ্যে এস্থলে যে প্রকারের প্রতিরূপ প্রকাশ করা গেল, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমেরিকার দক্ষিণ খণ্ড তাহারদের জন্ম-স্থান, বিশেষতঃ তাহার অন্তঃপাতি সরিনাম দেশে অনেক পাওয়া যায়। চীন দেশে এক প্রকার আছে, তাহাও উত্তম, কিন্তু আমেরিকার দীপমক্ষিকা অপেক্ষায় ছোট।

কতক গুলি মৎস্য ও অন্যান্য জলজন্তুরাও এইরূপ দীপ্তি আছে। তাহারদের জ্যোতিতে এবং তাহারদের শরীর হইতে নির্গত পদার্থ বিশেষের জ্যোতিতে, এক এক সময়ে সমুদ্র আলোকময় হইয়া উঠে। কোন কোন উদ্ভিজ্জও সময় বিশেষে এইরূপ জ্যোতি প্রকাশ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় কবিগণ কাব্য বিশেষে তাহার প্রসঙ্গ ও বর্ণনা করিয়াছেন।

ধর্ম্মনীতি

১১৬ সংখ্যক পত্রিকার ১৩৬ পৃষ্ঠার পর

ভার্য্যার প্রতি ভর্ত্তার এবং ভর্ত্তার প্রতি ভার্য্যার যে রূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। এক্ষণে সন্তানের প্রতি পিতা মাতার যাদৃশ আচরণ করা উচিত, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

যাহাতে সন্তান গণ নির্দ্দোষ শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহার উপায় করা পিতা মাতার প্রথম কর্ম্ম। তাঁহারদের স্বকীয় শরীর ও মন নির্দ্দোষ না হইলে, ইহা কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইতে পারে না। যদি জনক জননী নিজে পবিত্র প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায় বিহিত বিধানে পালন করিতে থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহারা সন্তানের এই গুরুতর ঋণ প্রকৃত রূপে পরিশোধ করিতে পারেন। পিতা মাতার গুণাগুণ যে সন্তানে বর্ত্তে, ইহা মস্তিষ্ক বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার বিষয়ক গ্রন্থে স্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং ইতি পূর্ব্বে ধর্ম্মনীতির অন্তর্গত উদ্বাহ বিষয়ক প্রস্তাবেও তাহার প্রসঙ্গ করা গিয়াছে। অতএব এ স্থলে আর সে বিষয়ের বিস্তারিত বৃত্তান্ত লিখিবার প্রয়োজন নাই। এই গুরুতর নিয়মের অন্যথাচরণ হওয়াতে, অবনিমণ্ডলে কত অধর্ম্ম ও কত দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। চিকিৎসা বিদ্যা-বিশারদ এণ্ড্রু কুম্ব সাহেব শিশুগণের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে এক পুস্তক প্রকাশ করিয়া তাহাতে এ বিষয়ের যে দুই এক টি আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মোজেস্ লে কোম্ টি নামক এক জনের কন্যা পুত্র ও পৌত্র দৌহিত্র ৩৭ টি ছিল; ৩৭ টিই ক্রমে ক্রমে অন্ধ হয়। তাহারা সকলেই পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে অন্ধতা রোগে আক্রান্ত হইয়া ন্যূনাধিক ২২ বৎসরের সময়ে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হয়*।

মানসিক গুণাগুণ বিষয়েও এইরূপ এক এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দৃষ্টি করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। রোমীয় রাজ্যের ক্লাডিয় নামক বংশোদ্ভব ব্যক্তিরা যেরূপ দুর্দ্দান্ত, দুরাচার, প্রজাপীড়ক ছিল, তাহা অনেকের বিদিত আছে। ইহারা রোম নগরে আসিয়া বাস করিবার প্রায় ৫০০। ৬০০ বৎসর পরেও, কঠোর-হৃদয় ক্রুর কর্ম্মা কেলিগুলা, ক্লাডিয়স্, টাইবীরিয়স্ ও আগ্রিপিনা আপনারদের উপদ্রবে ও অত্যাচারে পৃথিবী কম্পমানা করিয়াছিল, এবং পরিশেষে পাপাবতার স্বরূপ নিতান্ত নির্দ্দয়-স্বভাব নিরো জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজ বংশের পাপের ভরা পূর্ণ করিল। আর এক ব্যক্তির পাপের প্রতিফল যে তাহার সন্তান সন্ততিরা তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত ভোগী করিয়া আইসে, ইহার অনেক অনেক উদাহরণ সচরাচর সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তদ্ভিন্ন মাতার পক্ষে আর এক টি বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। অন্তঃসত্ত্বা কালে স্ত্রীগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলে, সন্তানেরও স্বভাবগত ব্য-

---

* ...ement of Infancy, by Andrew Combe. Chap VII.

ক্তিক্রম ঘটিতে পারে। অতএব তৎ কালে তাঁহারদের আপন শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ এবং অন্তঃকরণ শান্ত ও নিরুদ্বেগ রাখা আবশ্যক। ডাক্তর পর্সি সাহেব এ বিষয়ের এক আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ফরাশিশ্ রাজ্যের রাজবিপ্লব সংক্রান্ত যুদ্ধ ঘটনার সময়ে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লাণ্ডো নগর আক্রমণ করা হয়। তাহাতে কামানের উপর্য্যুপরি ঘোরতর গভীর গর্জ্জন অবিশ্রান্ত শ্রবণ করিয়া, তৎপ্রদেশীয় স্ত্রীগণ অত্যন্ত ত্রাস যুক্ত ছিল। এমন সময়ে আবার তথাকার শিলাখানা এ প্রকার চমৎকার-জনক শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল, যে তাহা শুনিয়া প্রায় সকলেই কম্পান্বিত ও চমকিত হইয়াছিল। এই প্রকার ত্রাস ও চমৎকার গর্ব্ভিণী স্ত্রীগণের পক্ষে বিষম বিঘ্নকর্ত্তা হইয়া উঠিল। এই ঘটনার পর কয়েক মাসের মধ্যে তৎপ্রদেশে ৯২টি শিশু জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১৬টি জাত মাত্র প্রাণত্যাগ করিল; ৩৩টি ৮। ১০ মাস পর্য্যন্ত কোন ক্রমে রক্ষা পাইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইল; ৮টি জড় হইয়া পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই কালগ্রাসে প্রবেশ করিল; আর ২টি শিশুর জন্মকালে হস্ত পদাদির অস্থি নানা স্থানে ভগ্ন ছিল। স্ত্রীলোকের অন্তঃসত্ত্বা কালীন শারীরিক ও মানসিক অবস্থানুসারে যে সন্তানের প্রকৃতির ইতর বিশেষ হইতে পারে, এই উদাহরণ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে প্রতীয়মান হইতেছে*। অতএব যাঁহারা আপন আপন পুত্র কন্যা প্রভৃতির সুস্থ ও শান্ত প্রকৃতি দেখিতে বাসনা করেন, তাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন পূর্ব্বক আপনারা সুস্থ ও শান্ত হইবেন। যাঁহারা ক্ষীণজীবী ও চিররোগী, উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ হওয়া তাঁহারদের পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। তাঁহারদিগের সন্তান সন্ততি গণকে আপনারদের জীবন-ধন দুর্ব্বহ ভার তুল্য জ্ঞান করিয়া কোন ক্রমে কষ্টসৃষ্টে কাল হরণ পূর্ব্বক অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইতে হয়। আপনার অনিষ্টকর নিজ বিষয়ভোগ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য দুঃখভোগী জীবের জন্ম দান করা অতি গর্হিত, তাহার সন্দেহ নাই।

সন্তান সন্ততিদিগের ভরণ পোষণ, শিক্ষা দান ও সুখ স্বচ্ছন্দতা প্রাপ্তির উপায় করা জনক জননীর অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্ম স্বরূপ। আমারদের অপত্যস্নেহ বৃত্তি উপচিকীর্ষা সংযুক্ত হইয়া এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে অনুমতি প্রদান করিতেছে। যাঁহারদের অপত্যস্নেহ ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় আবশ্যক মত তেজস্বিনী থাকে, তাঁহারা আপনা হইতেই এই সমস্ত পরম কল্যাণকর ব্রত পালনে তৎপর হইয়া থাকেন। তৎসাধনের উপায় জ্ঞান ও তদুপযোগী অর্থ সংস্থান থাকিলেই তাঁহারদের এই সমুদায় শুভ কর্ম্ম সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়।

মাল্থস নামক এক সুপণ্ডিত ব্যক্তি অনেক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে সকল সুস্থকায় ব্যক্তি উত্তম স্থানে বাস করে ও উত্তমরূপ আচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়, তাহারদের অপত্যোৎপাদিকা শক্তি এরূপ বলবতী, যে তথাকার লোকের সংখ্যা ত্রিশ বৎসরে দ্বিগুণ হইয়া উঠে। বাস্তবিকও এতাদৃশ সৌভাগ্যশালি মনুষ্যদিগের সংখ্যা পঁচিশ বৎসরেই দ্বিগুণ হইতে দেখা যায়। আমেরিকার উত্তর খণ্ডের অন্তঃপাতি যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর প্রদেশে নূতন বসতি আরম্ভ হইয়াছে, তথাকার লোকের সংখ্যা এইরূপ নিয়মেই বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। লোকের সংখ্যা অধিক হইলেই, অন্নের পরিমাণও অধিক হওয়া আবশ্যক। কিন্তু লোকের সংখ্যা যেরূপ আশু বৃদ্ধি হয়, অন্নের পরিমাণ সেরূপ বৃদ্ধি হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। কোন স্থানের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পঁচিশ বৎসরে দ্বিগুণ হইতে পারে না। অতএব, অবস্থানুসারে মনুষ্যের অপত্যোৎপাদিকা শক্তির সংযম করা কর্ত্তব্য। অপর সাধারণ সকলেরই এই অবশ্য প্রতিপাল্য পরম কল্যাণকর নিয়ম গাঢ়তররূপে হৃদয়ঙ্গম রাখা উচিত, যে পরিবার প্রতিপালন ও সন্তান সন্ততির শিক্ষাদানের উপায় অনু-

* Management of Infancy, by Andrew Combe, Chap. I.

বিধ শব্দাবলি শ্রবণ করিতে আরম্ভ করে, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সমুদায় স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইতে থাকে। তখন বায়ু-প্রবাহ নিশ্বাস রূপে হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরীর-যন্ত্র সঞ্চালিত করে এবং পাকস্থলী দুগ্ধ অন্ন গ্রহণ করিয়া পাক করিতে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ পরিবর্তনের সময়ে সেই সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে যাহাতে উৎকৃষ্ট স্থানে স্থাপন করিয়া তাহার সমুদায় শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করা হয়। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! এতদ্দেশীয় লোকের কেমন কুসংস্কার, গৃহ মধ্যে যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা আর্দ্র ও কদর্য্য, এবং যে স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চার ও পর্য্যাপ্ত আলোক প্রবেশের সম্ভাবনা না থাকে, সেই স্থানেই সূতিকাগার প্রস্তুত করে, এবং সেই স্থানেই নব প্রসূত কুমার কুমারী জন্ম গ্রহণ করিয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করে। তাহাদের এক যন্ত্রণার উপশম হইতে আর এক যন্ত্রণার উদ্রেক করে। করুণাময় পরমেশ্বর শিশুদিগের রক্ষার্থে যে সমস্ত ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাহার অন্যথাচরণ হইলে অবশ্যই অকল্যাণ উৎপন্ন হয় তাহার সন্দেহ নাই। সূতিকাগার সংক্রান্ত অত্যাচারে কত শত এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের স্বাস্থ্য [illegible] ও বলোৎসাহের বহু দূর প্রতিকূল, তাহা কে বলিতে পারে? [illegible] কুসুম-কলিকা উদ্গম হইতে [illegible] লক্ষ-প্রায় হয়, তাহা স্বভাবতই সুন্দর রূপে প্রস্ফুটিত হইতে পারে?

যখন শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের [illegible] হইতেছে [illegible] প্রকা- [illegible] তখন [illegible] নিয়ম শিক্ষা ও তদনুসারি [illegible] অবস্থা স্থাপন [illegible] কর্ত্তব্য। তাঁহারা কেবল [illegible] করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। [illegible] সুখ সম্পত্তি সন্তোষের উপায় করিয়া দেওয়া তাঁহাদের অবশ্য [illegible] স্বরূপ। বিশেষতঃ, পিতা অপেক্ষা মাতারই কন্যা পুত্র প্রতিপালনের সমধিক ভার গ্রহণ করিতে হয়। স্বামী যৎকালে কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইয়া বিষয়কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তখন সর্ব্বপ্রকার গৃহকর্ম্ম সমাধা করিবার ভার স্ত্রীর উপরেই পতিত হয়। শিশু সন্তান ক্ষুধিত হইলে, তাঁহার দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রন্দন করে, এবং তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে, তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রকার মনোগত বাসনা জ্ঞাপন করে। তিনিই তাহার আহার যোজনা করেন রক্ষণাবেক্ষণ করেন ও নিদ্রাজাগরণের তত্ত্বাবধারণ করেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! সন্তানকে কিরূপে লালন পালন করিতে হয়, তাহা প্রায় কোন দেশীয় স্ত্রীলোকেরা রীতিমত শিক্ষা করেন না। এ বিষয়ে কেমন গুরুতর ভার তাঁহাদের উপর সমর্পিত রহিয়াছে, মনেও একবার অনুধাবন করেন না। যেমন পুরুষদিগকে স্বীয় ব্যবসায় সংক্রান্ত সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুন্দররূপে শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ শিশুদের লালন পালন ঘটিত সমুদায় বিষয়ে সুশিক্ষিত হওয়া স্ত্রীগণের পক্ষে অবশ্য প্রতিপাল্য সনাতন ধর্ম্ম স্বরূপ। কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব সুচারু পুষ্প দৃষ্টি করিলে, তাহা কিরূপ বৃক্ষে উৎপন্ন হয় কিরূপ স্থানে কি প্রকারে রোপণ করিতে হয়, কোন্ সময়ে কিরূপে জল সেচন করিলে উত্তমরূপ বর্দ্ধিত হয়, শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু বিশেষেই বা তাহা কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাঁহারা এই সমস্ত সবিশেষ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হন, এবং শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করেন, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! তাঁহারা আপন সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলি শিক্ষা করিতে তদনুরূপ কিছুমাত্র যত্ন প্রকাশ করেন না, এবং পুরুষেরাও তাঁহারদিগকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া তাদৃশ আবশ্যক বোধ করেন না। ফলতঃ, স্ত্রীগণের রীতিমত বিদ্যা শিক্ষার প্রথা প্রচলিত না হইলে, কোনরূপেই আর ভদ্রস্থতা নাই।

শারীরবিধান বিদ্যা অধ্যয়ন পূর্ব্বক শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করা কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি ধনী কি নির্ধন, সকলের পক্ষেই অত্যন্ত আবশ্যক। এ বিষয় যে কি রূপ গুরুতর,

তাহা অতি প্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত ব্যক্তিরাও যথোচিত বিবেচনা করেন না। এ বিষয়ের জ্ঞানাভাবে ভূমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে যে প্রভূত দুঃখ-রাশি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। রোগ ও অকাল-মৃত্যু কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। যখন দেখি, কোন শয্যাগত পীড়িত যুবা ব্যক্তি দুঃসহ যাতনাতে ও পিপাসা-জন্য কণ্ঠশোষে অস্থির হইয়া মুহুর্মুহু পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছে ও তাহার আত্মীয় স্বজনে ইতস্ততঃ উপবেশন পূর্ব্বক সশঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত মনে চিকিৎসকের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা প্রত্যাশা করিতেছেন, তখন ইহা পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীয়মান হয়।

যখন দেখি, কোন অভাগিনী জননী স্বকীয় প্রাণাধিক সুত, রত্ন-তুল্য, তরুণ-বয়স্ক সন্তানকে আপনার জরাবস্থার যষ্টি স্বরূপ জ্ঞান করিয়া আশা ও ভরসায় পূর্ণ ছিলেন, এবং তাহার বিদ্যা, ধর্ম্ম, সুখ, সৌভাগ্য সমুন্নতির বিষয় পর্য্যালোচনা করত পুলকিত হইয়া আসিতেছিলেন, অকস্মাৎ তিনি সেই প্রাণসম পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক একেবারে বজ্রাহত সদৃশী হইয়া অসীম শোকাবেগে ব্যাকুলিত হৃদয়ে মূর্চ্ছিত হাহাকার করত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন ও নিতান্ত নির্দ্দয় ভাবে শিরে ও বক্ষঃস্থলে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিতেছেন তখন ইহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীয়মান হয়।

যখন দেখি, কোন রোগাবস্থ পীড়িত ব্যক্তির পতিপ্রাণা প্রিয়তমা ভার্য্যা নিজগৃহ হইতে চিকিৎসকদিগকে ক্ষুণ্ণমনে ম্লান বদনে প্রস্থান করিতে দৃষ্টি করিয়া, সভয়চিত্তে সঙ্গিনীগণকে স্বীয় পতির রোগের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছে, এবং পরক্ষণেই তাহাকে মৃত্যু-শয্যায় শয়ান করিবার নিমিত্ত পরিজনবর্গকে উদ্যত দেখিয়া, চতুর্দ্দিক্ শূন্যবৎ অবলোকন করত ধরাতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া, আপনার ধূলি-শয়ন অশ্রুজলে আর্দ্র করিতেছে, ও নিতান্ত নিঃসহায় নব-বৈধব্য দশা উপস্থিত ভাবিয়া তাহার হৃদয় যেন শত-ধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তখন ইহা শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীয়মান হয়।

যখন দেখি, কোন মলিন-বেশ-ধারিণী কৃশাঙ্গিনী জননীর অবিরল অশ্রুধারা ও [illegible] বহুতর নিদর্শন সর্ব্বাঙ্গে স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে, তিনি আপনার ক্রোড়স্থিত সুকোমল কলিকা স্বরূপ নব-প্রসূত শিশু সন্তানের অকস্মাৎ মৃত্যুঘটনা দৃষ্টে শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া তাহার সুকুমার শরীরোপরি অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছেন, তখন উহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীয়মান হয়।

যখন দেখি, কোন পরিবারস্থ গুরুজনেরা পরিজনের মধ্যে এক জনকে অকস্মাৎ উন্মাদরোগে রোগী হওয়াতে দুর্নিবার্য্য মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইতেছেন, এবং চিন্তাকুল চিত্তে বিষণ্ণ বদনে একত্র উপবিষ্ট হইয়া গণ্ডোপরি কর প্রদান পূর্ব্বক তাহার প্রতীকারার্থে মন্ত্রণা করিতেছেন, তখন ইহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীয়মান হয়। সে দুর্ভাগা ব্যক্তি পিতা মাতা উভয়ের, অথবা তাঁহাদের মধ্যে এক জনের দূষিত প্রকৃতি অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

এইরূপ, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন যে কত ক্লেশ ও কত অমঙ্গলের মূল, তাহা গণনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

দ্বিষষ্ট অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

১৭০১ সংখ্যক পত্রিকার ৯০ পৃষ্ঠার পর

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কৌরব চরিত্র মহাভারত উপাখ্যান সমুদায় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু বিস্তারিত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব আপনি সেই বিচিত্র কথা বিস্তারিত করিয়া পুনর্ব্বার কীর্ত্তন করুন, আমি পূর্ব্ব পুরুষদিগের মহৎ চরিত্র শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইতেছি না। পাণ্ডবেরা

[illegible] হইলেও যে অন্য [illegible] প্রভৃতির প্রাণবধ করিয়াছিলেন [illegible] যে সর্ব্বজনপ্রশংসনীয় হইয়াছেন, ইহা [illegible] হইতে পারে না। কি নিমিত্ত [illegible] মহাপুরুষেরা [illegible] হইয়াও দুরাত্মা কৌরবদিগের [illegible] সমস্ত অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, কি রূপে অযুত-হস্তি-বলধারী [illegible] অশেষ [illegible] ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছিলেন; [illegible] দ্রৌপদীকে অশেষ প্রকারে ক্লেশ [illegible] কিন্তু তিনি প্রতীকার [illegible] কি নিমিত্ত তাহাদিগকে [illegible] নাই; দুরাত্মারা [illegible] নকুল সহদেবকেও [illegible] দিয়াছিল, তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের [illegible] দেখিয়াও [illegible] অনুগত ছিলেন; [illegible] ধর্ম্মবেত্তা, ধর্ম্মনন্দন, যুধিষ্ঠির [illegible] ক্লেশ ভোগের যোগ্য নহেন, তিনিই বা কি নিমিত্ত এত ক্লেশ সহ্য করিলেন, আর কি রূপেই বা অর্জ্জুন একাকী কেবল কৃষ্ণকে সারথিরূপে সহায় পাইয়া অসংখ্য সেনা বিনাশ করিলেন। হে তপোধন! এই সমস্ত [illegible] পুরুষেরা তত্তৎকালে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা অবিকল বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ক্ষণকাল বিলম্ব করুন, [illegible]-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-কীর্ত্তিত অতি সুবিস্তৃত [illegible] আখ্যান কহিতেছি। মহাত্মা [illegible], সর্ব্বলোকপূজিত মহর্ষি বেদব্যাস [illegible] অভিপ্রায় ক্রমে ক্রমে [illegible]। অমিততেজা [illegible] লক্ষ শ্লোক দ্বারা এই বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যে সকল পণ্ডিতেরা ইহা পাঠ করেন ও যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহারা সকলেই দেবতুল্য; ব্রহ্মলোকে তাঁহারদিগের বাস হয়। মহর্ষি প্রণীত এই পুরাণ বেদতুল্য, পবিত্র, সুশ্রাব্য এবং উৎকৃষ্ট। এই পরম পবিত্র ইতিহাসে অর্থ, কাম ও তত্ত্বজ্ঞানের যথার্থ লক্ষণ স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। পণ্ডিতেরা দানশীল সত্যবাদী ধার্ম্মিক মহাত্মাদিগকে এই ব্যাস প্রণীত বেদ শ্রবণ করাইয়া অর্থ লাভ করেন। চন্দ্র যেরূপ রাহু হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়েন, লোকেরা দুরাত্মা হইলেও এই পুরাণ পাঠে তদ্রূপ ভ্রূণহত্যাদি মহাপাপ হইতেও নিঃসন্দেহ পরিত্রাণ পায়। এই ইতিহাসের অপর নাম জয়, অতএব বিজিগীষুদিগের ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। রাজারা ইহা শ্রবণ করিলে পৃথিবী জয় ও অরাতিপরাজয় করিতে পারেন। ইহা মহৎ স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ এবং পুংসবন সংস্কার স্বরূপ। যুবরাজেরা মহিষীর সহিত ইহা বারম্বার শ্রবণ করিলে তাঁহাদের অতি বীর্য্যশালী পুত্র ও রাজ্য ভাগিনী কন্যা জন্মে। অপরিমিত-বুদ্ধি মহর্ষি বেদব্যাস ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র মোক্ষশাস্ত্র স্বরূপ এই ভারত রচনা করিয়াছেন। এই ভারত বর্ত্তমান কালে নানা স্থানে কীর্ত্তিত হইতেছে এবং ভবিষ্যৎ কালেও অনেকে শ্রবণ করিবে। পুত্রেরা ভারত শ্রবণ করিলে পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী ও প্রিয়কারী হয়। ইহা শুনিলে মনুষ্যেরা কায়মনোবাক্যে কৃত পাপ হইতে শীঘ্র বিনির্ম্মুক্ত হয়। যে সকল ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হইয়া ভারতবংশীয়দিগের মহৎ জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, তাহাদিগের ব্যাধিভয় ও পরলোক ভয় থাকে না। মহোদয় পাণ্ডবদিগের এবং অন্য অন্য ধনবান্ বিদ্বান্ তেজস্বী প্রথিতকর্ম্মা ক্ষত্রিয়দিগের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবার উদ্দেশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যশস্কর আয়ুষ্কর এবং স্বর্গ ও অর্থ সাধন এই পবিত্র পুরাণ রচনা করিয়াছেন। যিনি পুণ্যের নিমিত্ত পবিত্র ব্রাহ্মণদিগকে ইহা শ্রবণ করান, তিনি সনাতন ধর্ম্ম লাভ করেন। যিনি শুচি হইয়া নিয়ত কুরুকুলের কীর্ত্তন করেন, কখন তাঁহার বংশের উচ্ছেদ হয় না এবং সকলে তাঁহার সম্মান ও পূজা করে। বর্ষা চারি মাস নিয়ত যিনি এই ভারত অধ্যয়ন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যিনি নিত্য ভারত পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে সকল বেদের পারদর্শী বলা যায়। যাহাতে দেবতাদিগের, রাজর্ষিদিগের, বিধূত-পাপ পবিত্র ব্রহ্মর্ষিদিগের, ভগবান্ দেবেশ কেশবের, ও দেবীর কীর্ত্তন আছে; যাহাতে কার্ত্তিকেয়ের বহু জন্ম বিবরণ বর্ণিত

আছে; যাহাতে গো ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; সমস্ত বেদস্বরূপ সেই ভারত ধার্ম্মিকদিগের শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যে সকল বিদ্বানেরা পর্ব্বদিনে বিপ্রদিগকে ইহা শ্রবণ করান, তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলোক জয় করিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করেন; শ্রাদ্ধ দিবসে অন্ততঃ ইহার এক পাদ ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করাইলে, সেই শ্রাদ্ধ পিতৃলোকদিগের অক্ষয় তৃপ্তি সম্পাদন করে। দিবসে ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা যে পাপ জন্মে, এবং জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ যে সকল পাপ হয়, মহাভারত শুনিলেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ভরতদিগের মহৎ জন্ম বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত; যিনি মহাভারত শব্দের এই ব্যুৎপত্তি অবগত হয়েন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যেহেতু এই ভারতে ভরত বংশীয়দিগের বিচিত্র চরিত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে, অতএব ইহা পাঠ করিলে মনুষ্যেরা মহা পাপ হইতে মুক্ত হয়। লব্ধকাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি ক্রমাগত তিন বৎসর শুচি ও সত্ত্বশীল হইয়া নিয়ম পূর্ব্বক এই ভারত রচনা করিয়াছেন, অতএব ব্রাহ্মণেরা নিয়ম-সংযুক্ত হইয়া ইহা শ্রবণ করিবেন। ব্যাসপ্রোক্ত পবিত্র এই ভারত কথা যে সকল ব্রাহ্মণ পাঠ করেন ও যাঁহারা শ্রবণ করেন তাঁহারা যথেচ্ছাচারী হইলেও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান জন্য দোষে লিপ্ত হয়েন না। ধর্ম্ম কামনায় আদ্যন্ত এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে কামনা সিদ্ধ হয়; স্বর্গ লাভেও যাদৃশ তুষ্টি না জন্মে, এই পবিত্র ইতিহাস শ্রবণে তাদৃশ আহ্লাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সকল পুণ্যশীল লোকেরা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করেন এবং শ্রবণ করান, তাহারদিগের রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। যেরূপ সমুদ্র ও সুমেরু রত্ননিধি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, এই ভারতকেও সেইরূপ রত্ননিধি বলিতে হইবে। এই মহাভারত বেদ তুল্য, পবিত্র, উৎকৃষ্ট, শ্রুতিসুখপ্রদ এবং শীলবর্দ্ধন। হে রাজন্! যে ব্যক্তি যাচকদিগকে এই ভারত দান করে, তাহার [illegible]

পুণ্য এবং বিজয়ের নিমিত্ত সন্তোষ দায়িনী এই দিব্য মহাভারত কথা আমি বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহর্ষি বেদব্যাস সতত প্রযত্নশালী হইয়া তিন বৎসরে এই অদ্ভুত রচনা করিয়াছেন। হে ভরত কুলপ্রদীপ! ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিষয়ে যাহা ইহাতে লিখিত হয় নাই তাহা কুত্রাপি নাই; যাহা ইহাতে লিখিত আছে, তাহাই অন্যত্র দেখা যায়।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যে সকল সভ্য মহাশয়েরা নিয়মিত রূপে পত্রিকাদি প্রাপ্ত না হয়েন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রদ্বারা অবগত করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৭৪ শকের মাঘ ও ফাল্গুন মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

দানপ্রাপ্ত .... ৩২৮।৶১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয় ১৯
দক্ষিণা ১
গত মাসের স্থিত .... ১৫০।৵০

৫০০ ৶১৫

ব্যয়

কর্ম্মচারিগণের বেতন .... ১৫৭ /১০
বিবিধ ব্যয় .... ৭১।৵৫
দক্ষিণা ২

২৩০।৶১০

স্থিত

নগদ ২৬৯৶৫
তদতিরিক্ত কোম্পানির কাগজ............ ৫০০

দান প্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কুণ্ডু ২
„ দ্বারিকানাথ কুণ্ডু ১
„ নবীনচন্দ্র কুণ্ডু ১
„ দিননাথ মণ্ডল ১
„ লালচন্দ্র শিরোমণি ১
„ হরচন্দ্র দত্ত ১২
„ শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ১
„ রমাপ্রসাদ রায় ৫০
„ নন্দলাল বসু ২৫
„ শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ২
„ জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৩
„ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ....পাথুরেঘাটা ৬
„ বাগেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ৫
„ হরনাথ ঠাকুর ১
„ উমাচরণ ভদ্র ১
„ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ১
„ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ১
„ রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৩
„ লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র ১০
„ মতিলাল মজুমদার ২
„ গোপালচন্দ্র দত্ত ২
„ উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর ১০
„ বিশ্বেশ্বর ঘোষ ২
„ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর....যোড়াসাঁকো ১০০
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০
„ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০
„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০
„ যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১০
„ রাজনারায়ণ বসু ১
„ গৌরীশঙ্কর মিত্র ১
„ রাধানাথ শিল ১
„ অক্ষয়কুমার দত্ত ৫
„ কাশীনাথ দত্ত ১৬
„ হরিমোহন নন্দী ২
অল্প দানের সমষ্টি ৪
দানাধারে প্রাপ্ত .... ১৫।৶১৫

৩২৮।৶১৫